# মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুন ১৯৯৮

প্রকাশকঃ
**হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**
কাজলা, রাজশাহী।
ফোনঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ৭৬১৩৭৮

**مجلة التحريك الشهرية ، مجلة علمية دينية**
جلد: ١ عدد: ١٠، صفر ١٤١٩هـ
رئيس التحرير: د.محمد أسد الله الغالب
تصدرها " حديث فاؤنديشن بنغلاديش"

**প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ** কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ৭৭৪৬১২

* বার্ষিক গ্রাহক চাঁদাঃ ১১০/০০
* ষান্মাসিক গ্রাহক চাঁদাঃ ৬০/০০

*বিজ্ঞাপনের হারঃ*

| | |
|---|---|
| * শেষ প্রচ্ছদ ঃ | ৩,০০০ টাকা |
| * দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ | ২,৫০০ টাকা |
| * তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ | ২,০০০ টাকা |
| * সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ | ১,৫০০ টাকা |
| * সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠাঃ | ৮০০ টাকা |
| * সাধারণ সিকি পৃষ্ঠাঃ | ৫০০ টাকা |

০ স্থায়ী,বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা ও কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

*কারিগরী তথ্যঃ*
* সাইজঃ ৯ ইঞ্চি x ৭ ইঞ্চি
* ভাষাঃ বাংলা
* মুদ্রণঃ কম্পিউটার কম্পোজ
* পৃষ্ঠাঃ ৫৬
* প্রচ্ছদঃ এক রঙা অফসেট

*Monthly* AT-TAHREEK
Edited by: Dr.Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi.Bangladesh.
Yearly subscription Tk: 110/00 Only.
**Address:** Editor, *Monthly* AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH. P.o. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph. (0721) 760525. Ph & Fax (0721) 761378.

http://islaminonesite.wordpress.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

# আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

*১ম বর্ষঃ ১০ম সংখ্যা*

ছফর ১৪১৯ হিঃ

জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫ বাং

জুন ১৯৯৮ ইং

সম্পাদক

**মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**

নির্বাহী সম্পাদক

মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার

শামসুল আলম

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার

অলিউয্ যামান

*কম্পোজঃ* হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

*যোগাযোগঃ*

**নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক**

নওদাপাড়া মাদরাসা

পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

ফোন- (০৭২১) ৭৬০৫২৫

ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮

ঢাকা ফোনঃ ৮৯৬৭৯২,৯৩৩৮৮৫৯

*মূল্যঃ ১০ টাকা মাত্র।*

**হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**

কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং

দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

## সূচীপত্র


- সম্পাদকীয় ২
- দরসে কুরআন ৩
- দরসে হাদীছ ৬
- প্রবন্ধ ঃ
  - ঈদে মীলাদুন্নবী ঃ কিছু কথা ৯
    -মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
  - ইসলামী বিচার পদ্ধতির নমুনা-গোলাম রহমান ১৩
  - সত্যের জয় অনিবার্য ১৫
    -মুহাম্মাদ আবু তাহের
  - একত্ববাদ ইসলামের মূল স্তম্ভ ১৭
    -সাঈদুর রহমান
  - পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নাগরিক ভাবনা ২০
    -আব্দুল আউয়াল
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ২৫
  -আব্দুস সামাদ সালাফী
- হাদীছের গল্প ২৬
  -মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
- চিকিৎসা জগত ২৮
  হাঁপানী রোগের কারণ ও প্রতিকার
- কবিতা ৩০-৩২
  - অনুরোধ -মুহাম্মাদ আবু আহসান লিপু
  - একটু আশ্রয় -মুহাম্মাদ শফীকুল আলম
  - হে আত-তাহরীক -মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবীর
  - পণ করেছি মনে -মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
  - তাহরীক -মুহাম্মাদ আফযাল হোসায়েন
  - উপদেশ -মুহাম্মাদ হাসানুয্যামান
  - অগ্রসর -মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন
  - সঠিক আলোর পত্রিকা -আহসান হাবীব
  - কবিতা ভালবাসা -মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন আকন্দ
- সোনামণিদের পাতা ৩২
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৫
- মুসলিম জাহান ৪০
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪২
- সংগঠন সংবাদ ৪৩
- খুৎবাতুল জুমুআ ৪৭
  -ভাষান্তরেঃ এ,কে,এম, শামসুল আলম
- **প্রশ্নোত্তর** ৫০


http://islaminonesite.wordpress.com

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

## সম্পাদকীয়

### ভারতের পারমাণবিক পরীক্ষা

প্রতিবেশী ভারত গত ১১ ও ১৩ ই মে'৯৮ যথাক্রমে ২+৩=৫টি পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালিয়েছে। এই বোমাগুলির সম্মিলিত ধ্বংসকারী ক্ষমতা ছিল ৫৬ কিলোটন টিএনটি (১ কিলোটন=১০,০০০ টন টিএনটি X ৫৬ =৫,৬০,০০০ টন টিএনটি)। যা ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্র বাহিনীর নিক্ষিপ্ত আণবিক বোমার চেয়ে তিনগুণ বেশী ক্ষমতা সম্পন্ন। একই সাথে ভারত গর্বের সাথে ঘোষণা করেছে যে, সে মাঝারি পাল্লার ব্যালাষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরীর কাজ সম্পন্ন করেছে, যা পারমাণবিক বোমা বহণে সক্ষম। 'অগ্নি' নামক এই ক্ষেপণাস্ত্র ১৫০০ কিঃ মিঃ (৯৩০ মাইল) দূরবর্তী স্থানে বোমা বহন করে নিয়ে যেতে সক্ষম। এছাড়াও নতুন হিন্দু জাতীয়তাবাদী বি,জে,পি কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতায় এসেই 'অগ্নি'-র আরো একটি উন্নত পদ্ধতি অনুমোদন করেছে, যার পাল্লা হবে ২৫০০ কিঃ মিঃ (১৫৫০ মাইল)। ভারতের এই পারমাণবিক প্রকল্পের যিনি রূপকার, তিনি হ'লেন প্রধান মন্ত্রীর প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা এক কালে পত্রিকার হকার জনাব আবুল কালাম (৬৬)। তিনি নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করেন। তিনি নিরামিষভোজী ও অত্যন্ত মিতব্যয়ী জীবন যাপন করেন এবং মাত্র দু'কক্ষ বিশিষ্ট একটি বাড়ীতে বসবাস করেন। ওদিকে পাকিস্তানী পারমাণবিক প্রকল্পের রূপকার হ'লেন ডঃ আব্দুল কাদির খান।

প্রশ্ন হ'ল ভারতের মত একটি উন্নয়শীল দেশ হঠাৎ পারমাণবিক শক্তিধর দেশে পরিণত হবার দুঃস্বপ্নে বিভোর হ'ল কেন? যে দেশের নাগরিকদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, শিক্ষার হার বহু নিম্নে, তাদের এমন কি হ'ল যে পারমাণবিক বোমার অধিকারী হ'তেই হবে? বিশ্বের পরাশক্তিগুলি যখন তাদের স্ব স্ব পারমাণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডার ধ্বংস করছে, তখন ভারতের এত সাধ হ'ল কেন? তাদের তো নিশ্চয়ই জানা আছে যে, তাদের প্রধান মুরব্বী রাশিয়ার ভাণ্ডারে অস্ত্রের ডিপো থাকা সত্ত্বেও কোন ফায়দা হয়নি। এক কালের দোর্দণ্ড প্রতাপ পরাশক্তি সোভিয়েট রাশিয়া এখন ভেঙ্গে খান খান হয়ে পৃথক পৃথক ১৫টি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। পুরানো অস্ত্রের ভাণ্ডার সে এখন বেঁচে দিয়ে খাদ্য জোগাড়ে ব্যস্ত রয়েছে। পুরানো অস্ত্রের খরিদ্দারও সে পাচ্ছে না। পারমাণবিক বোমার অধিকারী যেই-ই হৌক না কেন, বোমা ফাটানো তার দ্বারা কখনোই সম্ভব হবে না বলে এক প্রকার ধরে নেওয়া যায়। কেননা ভারত বোমা মারবে পাকিস্তানে বা চীনে। হাযার বা দেড় হাযার মাইল দূরে যেখানেই সে বোমা মারুক না কেন, তার ধ্বংসকারিতা শুধু ঐখানেই কেন্দ্রীভূত থাকবে না বরং তেজস্ক্রিয়তা ও বায়ু দুষণের মাধ্যমে তা উল্টা ভারত ও অন্যদেরকেও গ্রাস করবে। লাখ লাখ মানুষ বছরের পর বছর ধরে মরবে, পঙ্গু হবে, রোগে-শোকে শেষ হ'তে থাকবে। যেমন জাপানের নাগাসাকি-হিরোশিমার আণবিক বোমার তেজস্ক্রিয়তা আজও চলছে। গত ৫৩ বছর ধরে আজও সেখানে ঘাস পর্যন্ত জন্মেনি। আজও প্রতি বছর হাযার হাযার লোক ঐ বোমা জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। যারা বোমা মেরেছিল ও যাদেরকে মেরেছিল, কেউ আজ বেঁচে নেই। কিন্তু মরছে নিরীহ নির্দোষ মানুষ, যারা সে সম্পর্কে কিছুই জানেনা। এসব ইতিহাস নিশ্চয়ই ভারত সরকারের জানা আছে। রাশিয়ার চেরনবিল ও ভারতের ভূপালের পারমাণবিক দূর্ঘটনার খবর সবারই জানা আছে। জানা আছে পাকিস্তান সরকারের। তবু যদি ভারতের বোমা বিস্ফোরণের জওয়াবে পাকিস্তান বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়, তবে সেও আরেকটি ভুল করবে। কেননা বোমা ফাটানোর মধ্যে জনগণের কোন কল্যাণ নেই ; বরং ভবিষ্যৎ অসংখ্য অজানা ক্ষতি এর মধ্যে লুকিয়ে আছে।

এক্ষণে ভারতের এই পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর মূল কারণ কি? কারণ একাধিক হ'তে পারে। যেমন- (১) দুনিয়াকে জানানো যে আমরা আজ থেকে পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। (২) হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের খুশী করা ও দেশের মধ্যকার স্বাধীনতাকামী শক্তি গুলিকে ভয় দেখানো এবং প্রতিবেশী পাকিস্তান-চীন বাংলাদেশ প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলিকে স্নায়বিক চাপের সম্মুখীন করা। (৩) ভগ্নপ্রায় কোয়ালিশন পরিচালনায় নিজেদের রাজনৈতিক ব্যর্থতা ঢাকা দেওয়া এবং দেশের পর্বত প্রমাণ সমস্যাবলী থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দিয়ে উগ্র স্বাদেশিকতাবাদ জাগিয়ে তোলার আত্মঘাতি রাজনৈতিক মতলব হাছিল করা। আত্মঘাতি এজন্য বলছি যে, ভারত ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক অবরোধের শিকার হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক ভাবে সে পঙ্গু হয়ে পড়বে। ভিক্ষুকের ঝুলি নিয়ে তাকে বিশ্ব দরবারে দৌড়াতে হবে। ক্ষুধার্ত ও ক্রুদ্ধ জনতার চাপে ধার্মিকের মুখোশধারী বিজেপি সরকার যেকোন সময় ক্ষমতা থেকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

ইহুদী-নাছারা ও মুশরিকগণ মুসলিম উম্মাহর স্থায়ী শত্রু। ইতিমধ্যে তারা ইরাককে পঙ্গু করে ইস্রাঈলকে শক্তিশালী করছে। এখন তাদের টার্গেট পাকিস্তান। অতএব পাকিস্তানকে সংযম প্রদর্শন করে ওআইসি ভুক্ত মুসলিম দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি পারমাণবিক শক্তিধর ইসলামী শক্তিবলয় সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কাজ করা উচিত। ভারতের বিরুদ্ধে বাফার ষ্টেট হিসাবে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করে যাবে। এটা একটা বাড়তি লাভ। ইসলামী বোমা যে পাকিস্তানের কাছে প্রস্তুত রয়েছে- এটা এক প্রকার Open Secret যা সবাই জানেন। অতএব ফাটিয়ে শক্তি ক্ষয় করে লাভ কি? বরং প্রতিপক্ষকে ভীত রাখাই ভাল।

সম্পাদকীয় লেখা শেষ না হ'তেই হঠাৎ শোনা গেল পাকিস্তান আজকে ২৮.০৫.৯৮ ইং বিকাল সাড়ে ৩-টায় বেলুচিস্তানের চাগাই পার্বত্য এলাকার ভূগর্ভে ভারতের জবাবে একই সাথে পরপর পাঁচটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। পাকিস্তান এর মাধ্যমে বিশ্বের ৭ম ও মুসলিম বিশ্বের ১ম পারমাণবিক শক্তিধর দেশে পরিণত হ'ল। ইহুদী-খৃষ্টান ও হিন্দু বোমার পাশাপাশি প্রথম ইসলামী পারমাণবিক বোমার অধিকারী পাকিস্তানকে তাই ধন্যবাদ জানাবো না দুঃখ প্রকাশ করব তাই ভাবছি। আল্লাহ সকলকে রক্ষা করুন- আমীন!!

## দরসে কুরআন

# অহি-র বিধানঃ চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ الَّذِىْ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً، لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِى الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُوْنَ. (الانعام ١١٤-١١٦)

**উচ্চারণঃ** আফাগায়রাল্লা-হি আবতাগী হাকামাওঁ ওয়া হুয়াল্লাযী আনযালা এলায়কুমুল কিতা-বা মুফাছ্ছালান, ওয়াল্লাযীনা আ-তায়না-হুমুল কিতা-বা ইয়া'লামূনা আন্নাহু মুনায্যালুম মির রাব্বিকা বিল্‌হাক্কি, ফালা তাকূনান্না মিনাল মুমতারীন। ওয়া তাম্মাত কালিমাতু রাব্বিকা ছিদ্‌ক্বাওঁ ওয়া আদলান, লা মুবাদ্দিলা লিকালিমা-তিহি ওয়া হুয়াস সামী'উল আলীম। ওয়া ইন তুত্বি' আকছারা মান ফিল আরযে ইউযিল্লূকা আন সাবীলিল্লা-হি ইন ইঁয়াত্তাবি'ঊনা ইল্লায্‌যান্না ওয়া ইন হুম ইল্লা ইয়াখরুছূন।

**অনুবাদঃ** 'তবে কি আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বিচারক সন্ধান করব? অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন যা বিস্তারিত। আহলে কিতাবগণ নিশ্চিতভাবেই জানে যে, এটি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে সত্য সহকারে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না' (১১৪)। 'আপনার প্রভুর বাক্য পূর্ণ হয়েছে সত্য ও ইনছাফ দ্বারা। তাঁর বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' (১১৫)। 'আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। কেননা তারা শুধু ধারণার অনুসরণ করে এবং অনুমান ভিত্তিক কথা বলে' (১১৬)।-আল আন'আম ১১৪-১১৬।

**শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ** (১) أَبْتَغِى (আবতাগী)- بُغْيَةٌ হ'তে অর্থাৎ আকাংখা করা, অনুসন্ধান করা। باب افعال হ'তে واحد متكلم ছীগা اثبات فعل مضارع معروف অর্থঃ আমি আকাংখা করব বা সন্ধান করব (২) حَكَمًا (হাকামান) অর্থ বিচারক বা ফয়ছালা দানকারী (৩) مُفَصَّلاً (মুফাছ্ছালান)- বিস্তারিত। باب تفعيل থেকে اسم مفعول হয়েছে। যার অর্থ পুংখানুপুংখরূপে বিস্তারিত (৪) يَعْلَمُوْنَ 'তারা জানে' অর্থাৎ ইয়াহুদ-নাছারাগণ (৫) مُنَزَّلٌ 'অবতীর্ণ'। باب تفعيل থেকে আসার কারণে এর অর্থ হবে 'বারবার অবতীর্ণ'। কুরআন দীর্ঘ তেইশ বছরে একটু একটু করে বারবার নাযিল হয়েছে, সেটাই বুঝানো হয়েছে (৬) فَلاَ تَكُوْنَنَّ 'আপনি অবশ্যই অবশ্যই হবেন না' نهى حاضر بانون ثقيلة -যার অর্থ আবশ্যিক নিষেধাজ্ঞা। (৭) تَمَّتْ (তাম্মাত) 'পূর্ণ হয়েছে' تَمَّ خَلْقُهُ 'সৃষ্টি পরিপূর্ণ হয়েছে'। এখানে تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ বলে 'আল্লাহ্‌র কালাম পূর্ণ হয়েছে, (আর কিছুই অবশিষ্ট নেই) এ কথা বুঝানো হয়েছে (৮) لاَ مُبَدِّلَ 'নেই কোন পরিবর্তনকারী' لاے نفى جنس অর্থাৎ 'একেবারেই নেই'। مُبَدِّلٌ (মুবাদ্দিলা) পরিবর্তন কারী। باب تفعيل থেকে اسم مفعول হয়েছে। অর্থাৎ আংশিক পরিবর্তনকারীও নেই। মোটকথা আল্লাহ্‌র কালামের আংশিক বা সামগ্রিক কোন পরিবর্তনকারী দুনিয়া বা আখেরাতে নেই (ليس احد يعقب حكمه تعالى لا فى الدنيا و لافى الآخرة)। (৯) وَ هُوَ السَّمِيْعُ 'তিনি শ্রোতা'। কিসের? لِكَلِمَاتِهِ 'তাদের কথা সমূহের'। অর্থাৎ কুরআনের চিরন্তন সত্য হওয়া সম্পর্কে ঈমানদার ও বিরোধীদের মন্তব্য সমূহ তিনি শোনেন। الْعَلِيْمُ 'সর্বজ্ঞ' অর্থাৎ জানেন তাদের চলাফেরা ও তৎপরতা সম্পর্কে যার ভিত্তিতে প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমলের বদলা দেওয়া হবে। (১০) وَ إِنْ تُطِعْ 'আর যদি আপনি আনুগত্য করেন'। শর্তমূলক বাক্য শুরু। أَكْثَرَ مَنْ فِى الْأَرْضِ 'অধিকাংশ জগদ্বাসীর' (১১) يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ 'তবে ওরা বিভ্রান্ত করবে আপনাকে আল্লাহ্‌র রাস্তা হ'তে'। এ বাক্যাংশটি হ'ল جزاء (জাযা) বা জওয়াব। যেমন বলা হয়, 'যদি আগুণে হাত দাও, তাহ'লে হাত পুড়ে যাবে'। শর্ত পাওয়া গেলেই তবে তার ফলাফল পাওয়া যাবে, নইলে নয়। (১২) إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ 'তারা অনুসরণ করে না ধারণা ব্যতীত'। ظن অর্থ ধারণা যা حق বা সত্যের বিপরীত (১৩) وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُوْنَ 'তারা কিছুই নয় কেবল অনুমান ভিত্তিক কথা বলে'। الخَرْصُ اى الكذب। 'মিথ্যা অনুমান'। অনুমান অনেক সময় সত্য হ'লেও

নিশ্চিত সত্য আগমনের পরে অনিশ্চিত ধারণা ও অনুমানের অনুসরণ করা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ নয় - এ বিষয়টি অত্র আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গিতে পরিস্ফূট হয়ে উঠেছে।

## সংক্ষিপ্ত তাফসীরঃ

পরপর বর্ণিত তিনটি আয়াতে কয়েকটি বিষয় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। যেমন-

(১) চূড়ান্ত ফায়ছালা দানকারী হ'লেন আল্লাহ।

(২) আল্লাহ্র কিতাব সবকিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

(৩) ইহুদী-নাছারাগণ কুরআনের সত্যতা জানা সত্ত্বেও মুখে সন্দেহ প্রকাশ করবে।

(৪) ঈমানদারগণকে অহি-র বিধানে সন্দেহ করা চলবেনা।

(৫) আল্লাহ্র কালাম সত্য ও সুবিচার দ্বারা পূর্ণ।

(৬) কুরআন ও হাদীছ -এর কোন পরিবর্তনকারী নেই।

(৭) ইসলামী শরীয়তই আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ও চূড়ান্ত জীবন বিধান।

(৮) মুহাম্মাদ (ছাঃ) আখেরী নবী। আর কোন নবী আসবেন না।

(৯) অধিকাংশ মানুষই পথভ্রষ্ট ও কল্পনার অনুসারী।

(১০) আল্লাহ্র বিধানের অনুসরণে সমাজের অধিকাংশ লোক বাধা হবে।

(১১) সংখ্যা কখনো হক ও বাতিলের মাপকাঠি নয়।

(১২) অহি-র বিধানের বিপরীতে অধিকাংশের রায় গ্রহণযোগ্য নয়।

(১৩) অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে অহি-র বিধানকে প্রতিষ্ঠাদানে চাই উক্ত লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ একদল ঈমানদার মুজাহিদ।

(১৪) অহি-র বিধান দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য কল্যাণবহ।

(১৫) আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান হ'ল চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত।

দুনিয়াতে নাস্তিকের সংখ্যা খুবই কম। বরং মুশরিকের সংখ্যাই বেশী। যারা আল্লাহ্কে স্বীকার করে। কিন্তু আল্লাহ্র সাথে বা তাঁর গুণাবলী ও আইন-বিধানের সাথে অন্য কোন সত্তা ও গুণাবলী বা তার বিধানকে শরীক করে। আল্লাহ বলেন, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ 'ওদের অধিকাংশ আল্লাহ্র উপরে ঈমান আনলেও ওরা মুশরিক' (ইউসুফ ১০৬)। অর্থাৎ ঈমানদারগণের অধিকাংশ আল্লাহ্র সাথে বা তাঁর গুণাবলীর সাথে অন্যকে শরীক করে। মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে যারা ঈমান আনার পরেও বিভিন্ন শিরকে লিপ্ত রয়েছে, তারাও এ আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। (এ বিষয়ে হাফেয ইবনু কাছীর স্বীয় তাফসীরে অনেকগুলি হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন)।[১]

আরবের মুশরিকরা আল্লাহ্কে মানতো। যখন তারা হজ্জ করত তখন 'তাল্বিয়া' পাঠ করার সময় বলত- لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك- 'আমি হাযির হে আল্লাহ তোমার কোন শরীক নেই। একজন মাত্র শরীক আছে তোমার জন্য। তুমি তার ও তার অধিকারভুক্ত সব কিছুর মালিক' (বুখারী, মুসলিম)। মুসলিম শরীফের অন্য বর্ণনায় এসেছে, যখন মুশরিকরা তালবিয়া পাঠ করত, তখন 'লাব্বায়েক লা শারীকা লাকা' পর্যন্ত গেলেই আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) তাদের বলতেন, قد قد 'যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আর বেড়ো না।[২]

কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহ্র স্বীকারোক্তি তাদেরকে মুমিন বানাতে পারেনি। তাদের নাম 'আব্দুল্লাহ' 'আব্দুল মুত্ত্বালিব' ছিল। কিন্তু শুধু নাম দিয়েই তারা মুসলমান হ'তে পারেনি। আজকের নামকা ওয়াস্তে মুসলমানরাও আল্লাহ্কে স্বীকার করে। কিন্তু জীবনের যে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র বিধান মেনে চললে দুনিয়াবী স্বার্থের ক্ষতি হয়, সে সকল ক্ষেত্রে তারা তা অমান্য করে বা কৌশলে এড়িয়ে চলে। আর একারণেই তারা সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি বিজাতীয় মতবাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে জানমাল ব্যয় করে। কিন্তু আল্লাহ্র আইন প্রতিষ্ঠা করতে চায় না। এর জন্য জান-মাল ও শ্রম ব্যয় করতে চায় না। কারণ আল্লাহ্র আইন সকল বান্দার জন্য সমান। সেখানে সবল, দুর্বল, সরকারী দল, বিরোধী দল কারু জন্য কোন দয়া প্রদর্শন করার সুযোগ নেই। বিশেষ করে ইসলামের ফৌজদারী আইন বাহ্যতঃ খুবই কঠোর, যা থেকে বাঁচার জন্য সমাজের প্রায় সকল অপকর্মের হোতা সমাজনেতা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা বিভিন্ন অজুহাতে আল্লাহ্র আইনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে ভয় পায়।

অত্র আয়াতে সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহকে প্রদান করা হয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের উর্ধে। অর্থাৎ দেশের জাতীয় সংসদে যদি এমন কোন আইন পাস হয়, যা আল্লাহ্র আইনের সাথে সাংঘর্ষিক, তখন রাষ্ট্র প্রধানের

১. ঐ, তাফসীর ২/৫১২ পৃঃ।

২. ইবনু কাছীর ২/৫১২।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents



কর্তব্য হ'বে আল্লাহ্র আইন বলবৎ করা ও সংসদে গৃহীত আইন প্রস্তাব বাতিল করা। কেননা মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান ইসলামী আইন বলবৎ করতে ধর্মীয়ভাবেই বাধ্য। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বলা হয়ে থাকে 'জন গণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস'। জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর মন্ত্রীপরিষদ। রাষ্ট্রপ্রধান এখানে ক্ষমতাহীন একটি ইনস্টিটিউশন মাত্র। এক্ষণে মুসলিম রাজনীতিকগণ যদি জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস বলার মাধ্যমে আল্লাহ্র সার্বভৌম ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চ্যালেঞ্জ করেন, তবে তা হবে পরিষ্কারভাবে শিরক। আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত কোন বস্তুকে হালাল করার কোন অধিকার কোন মুসলিম সরকার বা রাষ্ট্রের নেই। অথচ বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশের রাজনীতিকগণ দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতাকে ব্যবহার করে আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত সূদ-ঘুষ-জুয়া-লটারী- বেশ্যাবৃত্তি সবকিছুর অবাধ অনুমতি দিচ্ছেন। মাদক সেবন, চুরি-ডাকাতি-রাহাজানির বিরুদ্ধে ইসলামের কঠোর বিধান তারা জারি করছেন না। আদালতগুলিতে আল্লাহ্র আইনে বিচার না করে নিজেদের তৈরী আইনে বিচারের নামে অবিচার করা হচ্ছে। এভাবে আল্লাহ্র স্বাধীন সৃষ্টি মানুষকে তারা নিজেদের গোলাম বানিয়েছে। এগুলি আল্লাহ্র সার্বভৌম ক্ষমতাকে সরাসরি আঘাত করে। অতএব এই শিরকের মহাপাতক হ'তে বাঁচার জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে জিহাদী প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে আসা কর্তব্য।

ইসলামী জীবন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মুমিনকে স্রেফ আল্লাহ্র অহি-র অনুসরণ করতে হয়। তবে যেসব বিষয় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, সে সব বিষয়ে ইসলামী শরীয়তে অভিজ্ঞ বিদ্বানদের নিকট থেকে পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করতে হয়। ইসলামে হারাম- হালাল, ফরয-ওয়াজিব ইত্যাদি বিষয়গুলি স্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত। অতএব এবিষয়গুলি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়ন করা প্রত্যেক মুমিনের ধর্মীয় দায়িত্ব। এর জন্য রাষ্ট্র প্রধান পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হবেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় 'অধিকাংশের রায় চূড়ান্ত'। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় 'অহি-র বিধানই চূড়ান্ত'। জাতীয় সংসদে অধিকাংশের রায় যদি অহি-র বিধানের বিপরীত হয়, তবে রাষ্ট্রপ্রধান ঐ রায়ে ভেটো দিবেন ও অহি-র বিধান বলবৎ করবেন। উপরে বর্ণিত ১১৬ নং আয়াতে অধিকাংশের কথা অনুযায়ী কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যদি তা আল্লাহ্র বিধানের বিপরীত হয়। ইসলামী শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে ইসলামী বিদ্বানদের অধিকাংশের মতামত ততক্ষণ গ্রহণযোগ্য হবে পাবে, যতক্ষণ তা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের অনুকূলে হবে। নইলে প্রত্যাখ্যাত হবে। যখনই স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ পাওয়া যাবে, তখনই সকল 'রায়' বাতিল হবে। যদিও সেটা পার্লামেন্ট বা প্রেসিডেন্টের রায় হয়। অতএব প্রচলিত সকল বিধানকে অহি-র বিধানের অনুকূলে বাতিল বা সংশোধন করে নেওয়া সকল মুমিনের জন্য বিশেষ করে সরকারী দল ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উপরে ফরয দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য এবং সরকার ও জনগণকে সচেতন ও সক্রিয় করে তোলার জন্য অবশ্যই একটি জামা'আত বা দল থাকতে হবে। যারা উক্ত লক্ষ্যে দিনরাতের আরামকে হারাম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যেকোন ত্যাগের বিনিময়ে এগিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে।

উল্লেখ্য যে, অহি দু'প্রকার। ১-অহিয়ে মাত্লু অর্থাৎ কুরআন যা তেলাওয়াত করা হয়। ২- অহিয়ে গায়র মাত্লু অর্থাৎ হাদীছ যা তেলাওয়াত করা হয় না। দু'টিই আল্লাহ প্রেরিত অহি। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى

'রাসূল নিজ ইচ্ছামত কিছু বলেন না। বরং অহি অবতীর্ণ হ'লেই তবে বলেন' (নাজম ৩-৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إِنِّى أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

'নিশ্চয়ই আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি এবং প্রাপ্ত হয়েছি তারই মত আরেকটি বস্তু' অর্থাৎ হাদীছ।[৩] দুনিয়ার সবকিছু মিথ্যা হ'তে পারে। কিন্তু কুরআন-হাদীছ মিথ্যা হ'তে পারে না। অতএব সেই অভ্রান্ত সত্যের অনুসরণ করা ও সে অনুযায়ী জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা প্রত্যেক মুমিনের অপরিহার্য ধর্মীয় দায়িত্ব।

আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিন আমীন!!

৩. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

দরসে হাদীছ

# আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা

*-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلاَلِيْ؟ اَلْيَوْمَ أظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّيْ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلِّيْ رواه مسلم-

**অনুবাদঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহপাক ক্বিয়ামতের দিন সকলকে ডেকে বলবেন, আমার সম্মানে পরস্পরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণকারী ব্যক্তিগণ কোথায়? আজ আমি তাদেরকে ছায়া দেব আমার ছায়াতলে। যেদিন কোন ছায়া নেই আমার ছায়া ব্যতীত'।[১]

**সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ** অত্র হাদীছে আল্লাহ্‌র বান্দাদের পরস্পরে মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতি তাকীদ করা হয়েছে। শয়তান প্রতি মুহূর্তে দুই মুমিনের মধ্যকার ভালোবাসার সম্পর্ক বিনষ্ট করতে চায়। যেকোন অজুহাতে তাদের মধ্যে ফাটল ধরাতে চায়। দু'জন মুমিনের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, المؤمن للمؤمن كالبنيان يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثم شَبَّكَ بين اصابعه متفق عليه- 'একজন মুমিন ও আরেকজন মুমিনের সম্পর্ক একটি দেওয়ালের ন্যায়। যেখানে একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। এ কথা বলে রাসূল (ছাঃ) দুই হাতের আংগুলগুলি পরস্পরে মুষ্টিবদ্ধ করলে'।[২]

মুসলিম সমাজ মূলতঃ পারস্পরিক মহব্বতপূর্ণ একটি শান্তিময় সমাজ। এই মহব্বত স্থায়ী হওয়ার ভিত্তি হ'ল আল্লাহ্‌র রেযামন্দী। একজন মুমিন আরেকজন মুমিনকে ভালবাসে আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাওয়ার জন্য। আর আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাওয়ার অর্থ হ'ল জান্নাত লাভ করা। পক্ষান্তরে যদি ভালবাসা দুনিয়াবী স্বার্থের ভিত্তিতে হয়, তবে ঐ স্বার্থ যতক্ষণ বর্তমান থাকে, মহব্বত ততক্ষণ টিকে থাকে। তারপর যেকোন এক ঠুনকো অজুহাতে ঐ ভালবাসার কাঁচের আবরণটি ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। না এতে কোন মানসিক প্রশান্তি লাভ হয়, না পরকালে কোন নেকী হয়। দুনিয়াবী কোন লাভ হ'লেও হ'তে পারে। তবে তা নিঃসন্দেহে ক্ষণস্থায়ী। কোন বুদ্ধিমান লোক নিশ্চয়ই ক্ষণস্থায়ী লাভের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাত হারাতে চাইবে না। উম্মাতে মুহাম্মাদীর পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচয় দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ও তাঁর সাথীবৃন্দ কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর ও নিজেদের মধ্যে পরস্পরে দয়ালু। তুমি তাদেরকে রুকুকারী ও সিজদাকারী দেখতে পাবে। তারা আল্লাহ্‌র দয়া ও সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের কপালে সিজদার চিহ্ন দেখা যাবে' (ফাৎহ ২৯)। অন্য আয়াতে মদীনার আনছারদের ত্যাগ ও বন্ধুত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, 'তারা নিজেদের উপরে তাদের (মুহাজির ভাইদেরকে) অগ্রাধিকার দিয়েছিল। যদিও তাদের নিজেদের মধ্যে ছিল অভাব। যারা হৃদয়ের সংকীর্ণতা হ'তে মুক্ত তারাই সফলকাম' (হাশ্‌র ৯)।

মুমিনের পারস্পরিক সহানুভূতি কেমন হবে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَ تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إذَا اشْتَكَى عَضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى متفق عليه-

'দয়া, ভালবাসা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে তুমি মুমিনগণকে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। দেহের একটি অঙ্গ ব্যাথাতুর হ'লে সর্বাঙ্গ ব্যাথাতুর হয় জাগ্রত অবস্থায় হৌক কিংবা জ্বর অবস্থায় হৌক'।[৩]

পারস্পরিক মহব্বতের বিনিময় কি হবে- এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তাকে যুলম করবে না বা লজ্জিত করবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজনে সাহায্য করবে, আল্লাহ তার সাহায্যে থাকবেন। যে ব্যক্তি অপর মুসলিম ভাইয়ের একটি বিপদ দূর করে দিল, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন অসংখ্য বিপদের মধ্য হ'তে একটি বিপদ হ'তে রেহাই দিবেন। যে ব্যক্তি একজন মুসলিমের কোন দোষ ঢেকে রাখল, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার একটি দোষ ঢেকে রাখবেন'।[৪]

অন্যত্র তিনি বলেন, 'ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে যেদিন আল্লাহ্‌র ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত শ্রেণীর মুমিন আল্লাহ্‌র ছায়াতলে স্থান পাবেন। তন্মধ্যে এক শ্রেণী হ'ল ঐ দুই বন্ধু যারা আল্লাহ্‌র জন্য পরস্পরকে ভালবেসেছে। আল্লাহ্‌র জন্যই পরস্পরে মিলিত হয়েছে ও

১. মুসলিম, মিশকাত 'আদাব' অধ্যায় পরিচ্ছেদ ১৬, হাদীছ সংখ্যা ৫০০৬।

২. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৫।

৩. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৩।

৪. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৮।

http://islaminonesite.wordpress.com

আল্লাহ্র জন্যই পরস্পরে পৃথক হয়েছে'।[৫] কিন্তু মানুষ যেকোন অজুহাতে পৃথক হ'তে চায়। ছোটখাট বিষয় যা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখলে সহজে সমাধান হয়ে যায়, সেগুলিকেই বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বড় করে তোলার মাধ্যমে শয়তান তাকে অহংকারী করে তোলে ও পৃথক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অথচ মুখে সে কখনোই নিজের দোষ স্বীকার করে না বা নিজেকে অহংকারী বলে প্রকাশ করে না। একারণেই তাকে সাবধান করে দিয়ে অন্যত্র আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তাক্বওয়া এখানে' বলে তিনি নিজের সীনার দিকে তিনবার ইশারা করেন'।[৬] অর্থাৎ যে অজুহাতেই পৃথক হও বা শত্রুতায় লিপ্ত হও না কেন, আল্লাহ তোমার মনের খবর রাখেন। তাকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। ক্বিয়ামতের দিন চুলচেরা হিসাব তিনি করবেন। এমনকি চোখের চোরা চাহনি দিয়েও তুমি কি অন্যায় করেছ, সেটারও খবর তিনি রাখেন। যেমন আল্লাহ বলেন, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ 'তোমাদের চোখের চুরি ও অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন'।-মুমিন ১৯। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ رواه مسلم- 'ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে এক সরিষা দানা পরিমাণ অহংকার রয়েছে....।[৭] তিনি বলেন, 'তোমরা হিংসা করোনা। কারণ হিংসা সকল নেকীকে খেয়ে ফেলে। যেমন আগুণ কাঠকে খেয়ে ফেলে'।[৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সকল হুঁশিয়ার বাণী এ জন্য প্রদান করেছেন যে, মূলতঃ আত্ম-অহংকার ও হিংসাই দু'জন মুমিনের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

অহংকারী ব্যক্তি যালেম হয়ে থাকে। যুলম করে সে এক প্রকার আনন্দ পায় ও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আরও বেশী যুলম করে। অথচ যুলম কখনোই যালেমকে লাভবান করে না। বরং সে দারুন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ও মযলূম লাভবান হয়। কবির কথায়-

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا + فالظلم آخره ياتيك بالندم

نامت عيونك والمظلوم منتبه + يدعو عليك و عين الله لم تنم-

'তুমি যুলম করোনা যখন তুমি শক্তিশালী থাক। কারণ যুলম শেষ পর্যন্ত তোমাকে লজ্জা এনে দিবে'। তোমার চোখ দু'টো ঘুমিয়ে যাবে। কিন্তু মযলূমের চোখ জেগে থাকবে। তোমার উপরে সে বদ দো'আ করবে। মনে রেখ আল্লাহ্র চোখ কখনো ঘুমায় না'।[৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যুলম ক্বিয়ামতের দিন যালেমের জন্য বহু অন্ধকার বয়ে আনবে'।[১০] অতএব 'প্রকৃত মুসলমান সেই যার যবান ও হাত হ'তে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে'।[১১]

**সম্পর্কহীনতার মেয়াদঃ**

মানুষ দুর্বল জীব। যেকোন দুর্বল মুহূর্তে সে ভালবাসার বদলে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বসে। তাই তাকে সুযোগ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ رواه أبوداود باسناد صحيح 'কোন মুসলিমের জন্য হালাল নয় অন্য মুসলিমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন রাখা তিন দিনের অধিক। যে ব্যক্তি তিনদিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন রাখল, অতঃপর মৃত্যুবরণ করল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল'।[১২] তিনি বলেন, সপ্তাহে দু'দিন সোম ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমলনামা আল্লাহ্র নিকটে পেশ করা হয়। অতঃপর প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে মাফ করা হয়। কেবল ঐ দু'ভাইয়ের আমলনামা, যাদের মধ্যে শত্রুতা রয়েছে। আল্লাহ বলেন, এ দু'টো আমলনামা রেখে দাও, যতক্ষণ না এরা মীমাংসা করে নেয়'।[১৩] বুঝা গেল যে, আল্লাহ চান যেকোন মূল্যে বান্দার পারস্পরিক ভালবাসা ও কল্যাণময় সম্পর্ক।

**মহব্বত বৃদ্ধির উপায়ঃ**

১. ঘণ ঘণ সালাম বিনিময় করা ২. সৎ ও মুত্তাক্বী ব্যক্তি খুঁজে নিয়ে তার সাথে বন্ধুত্ব করা ৩. বন্ধুর বাড়ীতে নিঃস্বার্থভাবে যাতায়াত করা ও খোঁজ খবর নেওয়া ৪. ছিদ্রান্বেষণ, গীবত, অহেতুক ধারণা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না কোন কাজ করলে তোমরা পরস্পরে বন্ধু হ'তে পারবে? বেশী বেশী সালাম বিনিময় কর'।[১৪]

৫. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১।
৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৯।
৭. মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮।
৮. আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৫০৪০।
৯. মিরক্বাত ৯/২১৬।
১০. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৩।
১১. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৬।
১২. আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫০৩৫।
১৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৩০।
১৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩১।

http://islaminonesite.wordpress.com

অন্যত্র আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি প্রকৃত মুমিন ব্যতীত কাউকে সাথী বানিয়ো না এবং মুত্তাক্বী ব্যতীত তোমার খাদ্য যেন কেউ না খায়'।[১৫]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, কোন বন্ধু যখন অন্য গ্রামে তার অপর বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের জন্য যায়, তখন আল্লাহ তার সাথে একজন ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দেন। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি যেখানে যার কাছে যাচ্ছ, সেখানে বা তার কাছে তোমার কোন স্বার্থ বা সম্পদ আছে কি যার কারণে তুমি সেখানে যাচ্ছে? লোকটি বলে যে, না আমি সেখানে যাচ্ছি স্রেফ এজন্য যে, আমি তাঁকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ভালবাসি (لا غير أنى احببته فى الله)। ফেরেশতা বলেন, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে তোমার নিকটে দূত হিসাবে প্রেরিত হয়েছি এই শুভ সংবাদ নিয়ে যে, আল্লাহ তোমাকে ভালবেসেছেন, যেমন তুমি তোমার বন্ধুকে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবেসেছ'।[১৬]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা অহেতুক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা অহেতুক ধারণা সর্বাধিক বড় মিথ্যা। তোমরা কারু সম্পর্কে অহেতুক সন্ধানী হয়ো না। কারো ছিদ্রান্বেষণ করো না। খরিদ্দারকে ঠকানোর জন্য দালালী করোনা। আপোষে হিংসা করো না, বিদ্বেষ করো না, ষড়যন্ত্র করো না। তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও'।[১৭]

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পরষ্পরে গীবত করো না' (হুজুরাত ১২)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে?..... তোমার ভাই যেটাকে অপসন্দ করে সেটা বলাকেই গীবত বলে। ... যদি তার মধ্যে সেই দোষ থাকে, তবে সেটা গীবত হবে। আর যদি না থাকে, তবে তোহমত হবে।[১৮] এই গীবত আরও মারাত্মক হয়, যখন তা লিখিত ভাবে বই বা পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারিত হয়। কেননা তা গীবতকারীর মৃত্যুর পরেও স্থায়ী থাকে এবং এর ফলে তার আমলনামায় গোনাহ জারি থাকে। এছাড়া ঐ সব পাঠ করে সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে যারা বিশ্বাস করে তারাও গোনাহগার হয়। ফলে একজন গীবতকারী যেমন নিজের পরকাল নষ্ট করে, তেমনি অপরের পরকাল নষ্ট করে। দুর্ভাগ্য আজকের যুগে বই-পত্রিকায় এ সবেরই প্রাদুর্ভাব বেশী। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

১৫. তিরমিযী, আবুদাঊদ, দারেমী, আহমাদ; সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫০১৮।

১৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৭।

১৭. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫০২৮।

১৮. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৮।

## নিঃস্বার্থ ভালবাসার নেকী

হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, قال الله تعالى: وجبت محبتى للمتحابين فىّ، والمتجالسين فىّ، والمتزاورين فىّ، والمتباذلين فىّ رواه مالك وفى رواية الترمذى يقول الله تعالى: المتحابون فى جلالى لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء- 'আল্লাহ বলেন, আমার মহব্বত ওয়াজিব হয়ে যায় ঐ ব্যক্তিদের জন্য যারা আমার জন্য পরস্পরে বন্ধুত্ব করেছে, আমার জন্য পরস্পরে একত্রে বসেছে, আমার জন্য পরস্পরে সাক্ষাৎ করেছে ও আমার জন্য পরস্পরে খরচ করেছে' (মুওয়াত্ত্বা, সনদ ছহীহ)। তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় এসেছে যে, 'আল্লাহ বলবেন, আমার সম্মানে পরস্পরে বন্ধুত্ব স্থাপন কারীদের জন্য (ক্বিয়ামতের দিন) নূরের মিম্বর সমূহ থাকবে, যার আকাংখা পোষণ করবেন নবীগণ ও শহীদগণ'।[১৯]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন জিব্রীল (আঃ)-কে ডেকে বলেন, আমি অমুককে ভালবেসেছি, তুমিও তাকে ভালবাস। জিব্রীল (আঃ) তখন তাকে ভালবাসেন। অতঃপর আসমান জগতে আওয়ায দিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহপাক অমুককে ভালবেসেছেন। অতএব তোমরাও অমুককে ভালবাস। তখন আসমান বাসীগণ ঐ বান্দাকে ভালবাসেন। অতঃপর পৃথিবীতে তার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা এনে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহপাক যখন কোন বান্দার প্রতি শত্রুভাব পোষণ করেন, তখন তিনি জিব্রীল (আঃ)-কে ডেকে বলেন, আমি অমুককে শত্রু মনে করি, তুমিও তাকে শত্রু গণ্য কর। তখন জিব্রীল (আঃ) তাকে শত্রু গণ্য করেন। অতঃপর আসমান বাসীকে ডেকে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহপাক অমুক ব্যক্তিকে শত্রু গণ্য করেছেন, অতএব তোমরাও তাকে শত্রু গণ্য কর। তখন তারা তাকে শত্রু গণ্য করেন। অতঃপর পৃথিবীর বুকে তার জন্য ব্যাপক শত্রুভাব এনে দেওয়া হয়'।[২০] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, একদা একজন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আপনি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যে ব্যক্তি একদল লোককে ভালবাসে। কিন্তু কোনদিন তাদের

১৯. মিশকাত হা/৫০১১।

২০. মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৫।

সঙ্গে সাক্ষাত হয়নি। রাসূল (ছাঃ) জওয়াব দিলেন, اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ (ক্বিয়ামতের দিন) মানুষ তার সঙ্গেই থাকবে, যাকে সে ভালবাসে'।[২১]

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে, একদা একজন লোক এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, ক্বিয়ামত কবে হবে? রাসূল (ছাঃ) তাকে ধমক দিয়ে বললেন, বল সেদিনের জন্য তুমি কি প্রস্তুতি নিয়েছ? লোকটি বলল, কোন প্রস্তুতি নেইনি। কেবল এতটুকুই যে আমি ভালবাসি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ 'যাকে তুমি ভালবাস, তার সঙ্গেই তুমি থাকবে'।[২২]

শেষোক্ত হাদীছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ভালবাসা কেবল হৃদয়ে পোষণ করলেই হবে না, তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। আল্লাহ ও রাসূলকে ভালবাসলে রাসূলের আদর্শকে ভালবাসতে হবে ও তাঁর আনুগত্য করতে হবে। অহি-র বিধান মেনে চলতে হবে। কেবলমাত্র বৈঠকে ও মিছিলে তাকবীর ধ্বনি ও শ্লোগানই যথেষ্ট নয়। বঙ্গভবনে বসে মীলাদুন্নবী করব, নবীর নামে দরূদ পাঠাব। আর সেই বঙ্গভবনে বসেই নবীর আদর্শ বিরোধী বিলে স্বাক্ষর দিয়ে আইনে পরিণত করব। আর সেই আইন দিয়ে আল্লাহ্র বান্দাদের উপরে শাসন চালাব- এটা সম্পূর্ণ দ্বিমুখী নীতির পরিচয়। রাবে'আ বছরী (রাঃ) বলেন,

تعصى الإله وانت تظهر حبه + هذا لعمرى فى القياس بديع

لو كان حبك صادقا لأطعته + إن المحب لمن يحب مطيع

'তুমি আল্লাহ্র অবাধ্যতা করবে, আর তার মহব্বত যাহির করবে এটা বড় অভিনব বিষয়। যদি তোমার ভালবাসা সত্য হয়, তবে অবশ্যই তুমি তাঁর আনুগত্য করবে। কেননা যে যাকে ভালবাসে, অবশ্যই সে তার আনুগত্য করে'।[২৩]

অতএব আসুন আমরা আল্লাহ্র আনুগত্যে পরস্পরে নিঃস্বার্থ ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হই ও কল্যাণময় সমাজ গড়ে তুলি। আল্লাহ আমাদের কবুল কর।- আমীন॥

২১. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৮।

২২. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৯।

২৩. মিরক্বাত ৯/২৫০ পৃঃ।

## প্রবন্ধ

# ঈদে মীলাদুন্নবী ঃ কিছু কথা

*-মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন*

ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম। মহানবী (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই ইসলামকে পূর্ণতার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহপাক এরশাদ করেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا-

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' (মায়েদাহ ৩)।

কোন জিনিস পরিপূর্ণ হওয়ার পর আর অসম্পূর্ণ থাকতে পারেনা। যেমন- একটি গ্লাস পানি দ্বারা পূর্ণ করা হ'লে তাতে আর পানি বা অন্য কিছু রাখা সম্ভব হয় না। কারণ যদি পানি দ্বারা পূর্ণ করার পর ঐ গ্লাসে সামান্যতম কিছু রাখা হয় তবে মূল পানি উপচে পড়ে যাবে। অর্থাৎ মূলে ঘাটতি দেখা দিবে। তেমনি আল্লাহ কর্তৃক ইসলামকে পরিপূর্ণ ঘোষণার পর মানব রচিত যেকোন মতবাদ শরীয়ত ভেবে ইসলামে প্রবেশ করানো ঐ ভর্তি গ্লাসে পানি দেওয়ার নামান্তর হবে। তাতে মূল ইসলামে ঘাটতি আছে বলে প্রমাণিত হবে। আজকের বাস্তবতাও তাই। কেননা মানব রচিত বিভিন্ন বিদ'আতের অনুপ্রবেশের ফলে ইসলাম যেন তার আসল রূপ হারাতে বসেছে।

'ঈদে মীলাদুন্নবী' বর্তমান মুসলিম সমাজে ধর্মের নামে প্রচলিত নবাবিষ্কৃত আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। যার স্পষ্ট কোন দলীল শরীয়তে বিদ্যমান নেই। আলোচ্য প্রবন্ধে শরীয়তের দৃষ্টিতে 'ঈদে মীলাদুন্নবী'র বিভিন্ন দিক পর্যালোচিত হ'ল-

'মীলাদ' (ميلاد) আরবী শব্দ। যার অর্থ জন্মের সময়কাল।[১]

সুতরাং মীলাদুন্নবী অর্থ দাঁড়ায় নবীর জন্মকাল। প্রচলিত অর্থে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্মদিন উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান পালন করা হয়,তাকে মীলাদুন্নবী বলা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে এর ব্যাপক প্রসার পরিলক্ষিত

১. আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব প্রভৃতি।

http://islaminonesite.wordpress.com

হয়। সাধারণ মুসলমানরা একে বিরাট ছওয়াবের কাজ বলে মনে করেন। হকপন্থী কোন ব্যক্তি বা দল যখন সমাজে প্রচলিত এহেন বিদ'আতের বিরুদ্ধে তাদের প্রচারণা চালিয়ে যান, তখন বিদ'আতী কিছু আলেম তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন এবং বিভিন্ন ভাবে হকপন্থী ঐ জামা'আতকে বাধা প্রদান করে থাকেন। এমনকি 'কাফের' ফৎওয়া দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না।

যখনই তাদেরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, তখন তারা উত্তরে বলে থাকেন, 'আমাদের আমল আমরা করছি আপনারা এর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন কেন? আমরাতো আপনাদের কোন ক্ষতি করিনি বা আপনাদেরতো মীলাদ করতেও বলা হয়নি'। তারা এও বলে থাকেন যে, আপনাদের এই প্রচারণায় আমাদেরকে সাধারণ জনগণের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়।*

দুর্ভাগ্য এদেশের মুসলমানদের। এদেশের শিক্ষিত মুসলিম জনতা সামান্য সময়ের জন্যও বোধ হয় ভেবে দেখতে রাযী নন যে, শরীয়তে এর কতটুকু ভিত্তি রয়েছে। তারা তলিয়ে দেখতে রাযী নন যে, এ মীলাদ অনুষ্ঠান কে, কখন, কোথায় চালু করেছিল? আমরা কার অনুসরণ করছি? যে নবীর নামে আমাদেরক কবরে শোয়ানো হবে, এটা সেই নবীর সুন্নাত কি-না? যদি না হয় তবে দাফন করার সময় 'বিসমিল্লাহে ওয়া আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লাহ' বলাটা কতটুকু যুক্তি সঙ্গত হবে, ভেবে দেখবার বিষয় নয় কি?

আল্লাহ বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا-

'রাসূল যা তোমাদেরকে প্রদান করেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক' (হাশর ৭)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِيْراً-

'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে' (আহযাব ২১)।

আয়াতদ্বয় থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে আদর্শবান হ'তে হবে। তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করতে হবে এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করতে হবে।

* ১৯৯৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের জনৈক ইমামের উক্তি।

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান ইসলামের তিন তিনটি স্বর্ণযুগের কোন একটিতেও চালু হয়নি। অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম এবং তাবে তাবেঈনের কেউ-ই প্রচলিত এই মীলাদ অনুষ্ঠানের আবিষ্কারক নন। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন

خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم-

'সর্বোত্তম যুগ হচ্ছে আমার যুগ। তারপর পরবর্তীকালের যুগ, তারপর তৎপরবর্তীকালের লোকদের যুগ (বুখারী ও মুসলিম)।

'এ তিনটি যুগে মীলাদের এ অনুষ্ঠানের রেওয়াজ মুসলিম সমাজে চালু হয়নি, হয়েছে তারও বহু পরে। কাজেই এ কাজে কোন প্রকৃত কল্যাণ আছে বলে মনে করাই একটা বড় বিদ'আত হবে'।[২]

## ঈদে মীলাদুন্নবী'র উৎপত্তির ইতিহাসঃ

সর্বপ্রথম মীলাদের প্রচলন ঘটে শী'আদের মধ্যে। চতুর্থ হিজরীতে ফাতেমীয় শাসকরা মিসরে এর প্রচলন করেন।[৩] ফাতেমীয় রাষ্ট্রপতি মুয়িয লিদীনিল্লাহ ৩৬২ হিজরীতে মিসরের কায়রোতে প্রথম মীলাদের বিদ'আত চালু করেন।[৪]

তবে সুন্নীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মীলাদের প্রচলন ঘটান মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯ হিঃ) কর্তৃক নিয়োজিত ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হিঃ)। তিনি ৬০৪ হিঃ মতান্তরে ৬২৫ হিজরীতে সুন্নীদের মধ্যে মীলাদের প্রচলন ঘটান বলে কথিত।[৫] প্রতি বৎসর মীলাদুন্নবীর মওসুমে প্রাসাদের নিকটে তৈরী অন্যূন ২০ টি খানকাহে তিনি গান-বাদ্যের আসর বসাতেন। কখনও মহররম কখনও ছফর মাস থেকে এই মওসুম শুরু হ'ত। মীলাদুন্নবীর দু'দিন আগে থেকেই খানকাহের আশে পাশে গরু-ছাগল যবাইয়ের ধুম পড়ে যেত। কবি, গায়ক, ওয়ায়েয সহ অসংখ্য লোক সেখানে ভিড় জমিয়ে মীলাদুন্নবী উদযাপনের নামে চরম স্বেচ্ছাচারিতায়

২. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, সুন্নাত ও বিদয়াত (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, সপ্তম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭) পৃঃ ২২৭।

৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৬।

৪. মাওলানা শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী, মীলাদুন্নবী ও বিভিন্ন বার্ষিকী (কলিকাতাঃ আল-হারামাইন পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯৭) পৃঃ ১৮।

৫. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মীলাদ প্রসঙ্গ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৮) পৃঃ ৫। গৃহীত ঃ মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, মীলাদে মুহাম্মাদী (ইউ, পি, মউ ১৯৬৭) পৃঃ ৫; আবুবকর আল-জাযায়েরী, আল-ইনছাফ (কুয়েত ছাপা, তাঃ বিঃ) পৃঃ ৩১।

http://islaminonesite.wordpress.com

লিপ্ত হত।[৬]

ইবনুল জাওযী বলেন, গভর্ণর নিজে নাচে অংশ নিতেন। মইয়ুদ্দীন হাসান বলেন, তিনি আলেমদেরকে উপঢৌকন ও চাপ দিয়ে মীলাদের পক্ষে জাল হাদীছ ও বানাওট গল্প লিখতে বাধ্য করতেন।[৭]

সেই থেকে আজ পর্যন্ত মীলাদ অনুষ্ঠান চলে আসছে। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে এর ব্যাপকতা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কিছু নামধারী আলেমের সহযোগিতায় এই মীলাদ অনুষ্ঠান সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। আলেম সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি এই মীলাদ অনুষ্ঠানের সমর্থনে এগিয়ে আসেন তিনি হ'লেন আবুল খাত্ত্বাব ওমর বিন দেহিইয়া (৫৪৪-৬৩৩)। ইনি 'আত-তানভীর ফী মাওলিদিস সিরাজিল মুনীর' নামে একটি বই লেখেন এবং সেখানে বহু জাল ও বানাওট হাদীছ জমা করেন। অতঃপর বইটি ৬২৬ হিজরীতে গভর্ণর কুকুবুরীর নিকট পেশ করলে তিনি খুশী হয়ে তাকে সঙ্গে সঙ্গে এক হাযার আশরফী (স্বর্ণমুদ্রা) বখশিশ দেন।[৮]

এর পর থেকেই একদল আলেম তাদের হীন দুনিয়াবী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এই মীলাদ অনুষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। যা পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করেছে। লজ্জায় মাথা হেঁট হয় তখনই যখন রেডিও-টিভির মত সরকারী মাধ্যমগুলিতে মীলাদ অনুষ্ঠানের পক্ষে আলেমদের কণ্ঠ ভেসে আসে।

সেইসব আলেমদের নিকট আমাদের প্রশ্ন তারা কি আল্লাহ্র রাসূলকে ভাল বাসেন, না ঐ গভর্ণর কুকুবুরী ও তার অনুসারীদের ভালবাসেন? আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তো বলেছেন,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ-

'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত দুনিয়ার মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হব' (বুখারী ও মুসলিম)।

হাদীছে বর্ণিত ভালবাসার প্রকৃত অর্থ কি? এই ভালবাসার অর্থ কি রাসূলের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে নিজেদের তৈরী করা শ্লোকের মাতম ছড়িয়ে চিৎকার দিয়ে দিয়ে রাসূলের (ছাঃ) প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা? তাঁর আগমনের প্রত্যাশায় মজলিসের সম্মুখে পৃথক চেয়ার সাজিয়ে রাখা? নাকি অধিক কল্যাণের আশায় জিলাপী বিলানো কিংবা ভাল খাবার তৈরী করে প্রতিবেশীর বাড়ীতে বাড়ীতে বিলিয়ে দেওয়া? না, এর কোনটিই নয়। বরং হাদীছের মর্মার্থ হবে আল্লাহ্র রাসূলের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করা। তাঁর যাবতীয় আদেশ ও নিষেধের পূর্ণ অনুসারী হওয়া। তবেই আল্লাহ্র রাসূলকে প্রকৃত অর্থে ভালবাসা হবে। আর আল্লাহ্র রাসূলকে ভালবাসতে পারলেই আল্লাহ্র ভালবাসা পাওয়ার সৌভাগ্য হবে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ-

'বলুন যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তাহ'লে আমার অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসেন' (আলে ইমরান ৩১)।

আর আল্লাহ্র রাসূলকে ভালবাসতে হ'লে তাঁর পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমেই ভালবাসতে হবে। তাঁর অনুসরণে সামান্যতম ভ্রুক্ষেপ না করে শুধু 'ইয়া নবী' বলে চিৎকার দিয়ে জীবন পাত করে দিলেও কোন লাভ হবে না। বরিশালের বাসে চড়ে যেমন নোয়াখালী পৌঁছার আশা করা যায় না, তেমনি আল্লাহ প্রদত্ত এবং রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথে না চলে নিজেদের আবিষ্কৃত পথে চলে কখনও নাজাতের আশা করা যায় না।

## 'ঈদে মীলাদুন্নবী' সুন্নাত না বিদ'আত?

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, ঈদে মীলাদুন্নবী ইসলামী শরীয়তের প্রবর্তিত কোন অনুষ্ঠান নয়। বরং এটি অধিক কল্যাণের প্রত্যাশায় পরবর্তীতে মানুষের আবিষ্কৃত একটি প্রথা মাত্র। ইসলামের সোনালী যুগে যার কোন অস্তিত্বই ছিলনা।

এক্ষণে এই মীলাদ অনুষ্ঠান সুন্নাত হবে না বিদ'আত হবে এ বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া যাক-

মা আয়েশা প্রমুখাত বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন

مَنْ أَحْدَثَ فِىْ أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ-

'যে ব্যক্তি আমাদের শরীয়তে এমন কিছু সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।[৯]

আলোচ্য হাদীছে أمرنا فى অর্থ فى ديننا وشرعنا অর্থাৎ আমাদের ধর্মের মধ্যে, আমাদের শরীয়তের মধ্যে। আল্লামা কাযী আয়ায এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

৬. তদেব; গৃহীতঃ তারীখে ইবনে খাল্লেকান, বৈরুত ছাপা ৪/ ১১৩-২১ পৃঃ; আহমাদ তায়মূর পাশা, যাবতুল আ'লাম (কায়রো ১৯৪৭) পৃঃ ১৩৭।

৭. তদেব; গৃহীত, আব্দুস সাত্তার দেহলভী, মীলাদুন্নবী (করাচী ছাপা, তাঃ বিঃ) পৃঃ ২০, ৩৫।

৮. তদেব; গৃহীতঃ ইবনে খাল্লেকান; সুন্নাত ও বিদয়াত পৃঃ ২২৬।

৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/ ১৪০।

http://islaminonesite.wordpress.com

من أحدث فى الإسلام رأيا لم يكن له من الكتاب والسنة سند ظاهر او خفى ملفوظ او مستنبط فهو مردود عليه-

'যে লোক ইসলামে এমন কোন মত বা রায় প্রবেশ করালো, যার অনুকূলে কুরআন ও হাদীছে স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন কিংবা শাব্দিক উদগত কোন সনদ বর্তমান নেই, তাই প্রত্যাখ্যান যোগ্য ।[১০]

মীলাদ অনুষ্ঠানকে সুন্নাত বা বিদ'আত বলার পূর্বে আমাদেরকে বিদ'আত এর প্রকৃত সংজ্ঞা সম্পর্কে অবগত হ'তে হবে।

বিদ'আত শব্দের আভিধানিক অর্থ হ'ল নতুন সৃষ্টি যা ইতিপূর্বে ছিলনা। শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আত বলা হয় আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে ধর্মের নামে নতুন কোন প্রথা চালু করা যা শরীয়তের কোন ছহীহ দলীলের উপরে ভিত্তিশীল নয়। [১১]

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন, البدعة احداث ما لم يكم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

'বিদ'আত হচ্ছে দ্বীন ইসলামের মধ্যে এমন কোন নতুন কার্য বা রসম-রেওয়াজ প্রবর্তন করা যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় ছিলনা ।[১২]

ইমাম নববী বলেন,

البدعة كل شئى عمل على غير مثال سبق

'এমন সব কাজ করা বিদ'আত যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই ।[১৩]

অতএব হাদীছ ও সংজ্ঞা সমূহ থেকে এ কথাই পরিষ্কার হ'ল যে, ঐ নতুন ধর্মীয় কাজটিই বিদ'আত হবে, যা শরীয়ত ভেবে ছওয়াবের আশায় পালন করা হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত যুগে যুগে বৈষয়িক প্রয়োজনে সৃষ্ট বিভিন্ন আবিষ্কার সমূহ যেমন- সাইকেল, ঘড়ি, চশমা, মাইক, মটর গাড়ী, উড়োজাহায ইত্যাদি বস্তু সমূহ আভিধানিক অর্থে বিদ'আত হ'লেও শারঈ পরিভাষায় কখনোই বিদ'আত নয়। যারা এগুলোকেও বিদ'আত বলে বিদ'আতের প্রকারভেদ করে থাকেন এবং এগুলোর অজুহাতে ধর্মের নামে সৃষ্ট মীলাদ, কেয়াম, শবে বরাত, কুলখানী, চেহলাম, ইত্যাদিকে শরীয়তে বৈধ কিংবা 'বিদ'আতে হাসানাহ' বলে থাকেন, তাদের হয়তো বিদ'আতের শারঈ সংজ্ঞাটিই বোধগম্য হয়নি।

ইসলামের সোনালী যুগের কোন মনীষীই যখন বিদ'আতকে ভাগ করলেন না তখন আমরা কোন অধিকারে বা কোন আমলের বলে বিদ'আতকে ভাগ করলাম। যার ফলে 'বিদ'আতে হাসানা'র চোরা গলি দিয়ে ধর্মের নামে নব আবিষ্কৃত বিষয় সমূহ ইসলামে প্রবিষ্ট হ'ল।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী নিম্নরূপঃ

إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار-

'তোমরা দ্বীন ইসলামে নতুন প্রবর্তিত বিষয় থেকে সাবধান থাকবে। কারণ প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত বিষয়ই বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতই হচ্ছে গুমরাহী, আর প্রত্যেক গুমরাহীর পরিণতিই হচ্ছে জাহান্নাম ।[১৪]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة-

'সর্বনিকৃষ্ট কার্য হচ্ছে দ্বীনের মধ্যে নুতন কার্য বা রসম রেওয়াজের প্রবর্তন করা। আর প্রত্যেক নব আবিষ্কারই হচ্ছে বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতই হচ্ছে গুমরাহী ।[১৫]

হাদীছ সমূহে তো বিদ'আতকে ভাগ করে শুধু 'বিদ'আতে সাইয়েআহ'কে ভ্রষ্টতা বলা হয়নি। বরং সকল বিদ'আতকেই ভ্রষ্টতা বলা হয়েছে। এক্ষণে আমরা যদি আমাদের মস্তিষ্ক প্রসূত সিদ্ধান্তের আলোকে বিদ'আতকে দু'ভাগে ভাগ করি তবে কি উপরোক্ত হাদীছ দ্বয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয় না? পাঠক মহলের নিকট প্রশ্ন ভেবে দেখুন! মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত সিদ্ধান্তের অনুসারী হবেন, না আল্লাহ্‌র রাসূলের হাদীছের অনুসারী হবেন? যদি আল্লাহর রাসূলের হাদীছের অনুসারী হ'তে চান তবে দ্বিধাহীনচিত্তে মেনে নিতে হবে যে, সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা, আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণতিই জাহান্নাম। তবে হ্যাঁ, আগে বিদ'আতের প্রকৃত সংজ্ঞা বুঝতে হবে। অযথা তর্কের খাতিরে বৈষয়িক বিষয় যেমন- ঘড়ি, সাইকেল, উড়োজাহায ইত্যাদিকে বিদ'আত বলে বিদ'আতকে বৈধ করার অপচেষ্টা চালাবেন না।

'ঈদে মীলাদুন্নবী' উদযাপনের কোন দলীল যখন শরীয়তে পাওয়া যায় না, তখন এ অনুষ্ঠান বিদ'আত বৈ আর কি হ'তে পারে? কাজেই আমাদের সর্তক হওয়া উচিত। আল্লামা আবু বকর জাবের আল-জাযায়েরী বলেন,

---

১০. সুন্নাত ও বিদয়াত, পৃঃ ১৩; গৃহীতঃ মেরক্বাত, ১ম খণ্ড পৃঃ ২১৫।
১১. মীলাদ প্রসঙ্গ, পৃঃ ৩; গৃহীতঃ শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম পৃঃ ১/৩৭।
১২. সুন্নাত ও বিদয়াত পৃঃ ৭; গৃহীতঃ মেরক্বাত ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৬।
১৩. সুন্নাত ও বিদয়াত, পৃঃ ৭।
১৪. আবু দাঊদ, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ।
১৫. মুসলিম, মিশকাত

http://islaminonesite.wordpress.com

لا شك أن إنكار البدعة واجب وأن العمل بها مردود-

'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিদ'আতকে অস্বীকার করা ওয়াজিব এবং এর আমল পরিত্যাজ্য'।[১৬]

'আল কাওলুল মু'তামাদ' কিতাবে বলা হয়েছে যে, চার মাযহাবের সেরা বিদ্বানগণ সর্বসম্মত ভাবে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান বিদ'আত হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তাঁরা বলেন যে, 'এরবলে'র গভর্ণর কুকুবুরী এই বিদ'আতের হোতা। তিনি তার আমলের আলেমদেরকে মীলাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীছ তৈরী করার ও ভিত্তিহীন কেয়াস করার হুকুম জারি করেছিলেন।[১৭]

মাওলানা আব্দুর রহমান আল-মাগরিবী আল-হানাফী (রঃ) বলেন,

إن عمل المولود بدعة ولم ينقل به ولم يفعله رسول الله (ص) والخلفاء و الائمة-

'মীলাদ অনুষ্ঠান করা বিদ'আত। নবী করীম (ছাঃ), খুলাফায়ে রাশেদীন এবং ইমামগণ তা করেননি এবং করতেও বলেননি'।[১৮]

কাজেই স্বভাবতঃ প্রশ্ন দেখা দেয়, যে ইমামদের নামে আমরা মাযহাব সৃষ্টি করেছি. যাদের নামে আমরা আমাদের নামকরণ করেছি, সেই ইমামগণও যদি এই 'ঈদে মীলাদুন্নবী' উদযাপন না করে থাকেন, তবে তাদের দোহাই পেড়ে শুধু নাম প্রচারে কি ফায়দা? অনুসরণ ব্যতীত কিভাবে অনুসারী হওয়া যায় এটা আমাদের বোধগম্য নয়।

পরিশেষে বলব, অযথা বাগাড়ম্বরের কোন হেতু নেই। আসুন! দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়ে একমাত্র পারলৌকিক মুক্তির স্বার্থে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধানের অনুসারী হই এবং নিঃশর্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণে সচেষ্ট হই। আল্লাহপাক আমাদের সকলকে বিদ'আত মুক্ত ও সুন্নাতী জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

১৬. আবুবকর জাবের আল-জাযায়েরী, হুরমাতুল ইবতিদা'ই ফিদ্দীন (জমঈয়তে এহইয়াউত তুরাছ আল-ইসলামী ১৪০৭ হিঃ) পৃঃ ৯।

১৭. মীলাদ প্রসঙ্গ পৃঃ ৬; গৃহীতঃ মীলাদুন্নবী পৃঃ ৩৫।

১৮. সুন্নাত ও বিদয়াত পৃঃ ২৩০; গৃহীতঃ ফাতাওয়া রশীদিয়াহ পৃঃ ৪১৭।

# ইসলামী বিচার পদ্ধতির নমুনা

-গোলাম রহমান*

فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

'কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পন না করে। অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেয়' (সূরা নিসা ৬৫)।

১. আবু হুরায়রাহ ও যায়েদ বিন খালেদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, দুই বিবদমান ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) -এর নিকট এসে তাদের সমস্যা পেশ করল। তাদের একজন বলল, আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব দ্বারা বিচার করুন। অপর লোকটি বলল, হ্যাঁ। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব দ্বারা ফায়ছালা করে দিন এবং আমাকে ঘটনার বিবরণ দেওয়ার অনুমতি প্রদান করুন। রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বললেন, আচ্ছা বল। লোকটি বলল, আমার পুত্র এই ব্যক্তির চাকর ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। লোকেরা আমাকে বলছে যে, আমার পুত্রের শাস্তি হ'ল 'রজম' (পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা)। কিন্তু আমি 'রজমে'র বিনিময়ে একশত ছাগল ও একটি দাসী ফিদ্‌ইয়া স্বরূপ প্রদান করেছি। পরে আমি আলিমদেরকে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা আমাকে বললেন যে, আমার পুত্রের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত এবং এক বৎসরের জন্য নির্বাসন। আর এই ব্যক্তির স্ত্রীর উপর অবশ্যই পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বললেন, শুনে লও! সেই মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। অবশ্যই আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব দ্বারা বিচার করব। আর তা হ'ল এই, ঐ একশত ছাগল আর দাসীটি তোমার নিকট ফেরত আসবে, তবে তোমার পুত্রের উপর একশত বেত্রাঘাত ও তার নির্বাসন হবে এক বৎসরের জন্য। আর হে উনাইস! আগামীকাল প্রাতঃকালে তুমি এই ব্যক্তির স্ত্রীর নিকটে যাও। যদি সে স্বীকার করে, তবে তাকে 'রজম' করবে। পরদিন

* *দিঘল গ্রাম, সিংড়া, নাটোর।*

প্রাতঃকালে সে ঐ মহিলাটির নিকট গেলে মহিলাটি তা স্বীকার করল। অবশেষে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হ'ল।[১]

এটি কত সুন্দর সুবিচার, যার মধ্যে কোন প্রকার টালবাহানা ও পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় ছিল না। যার কারণে বাদী ও বিবাদীকে বিচারের জন্য আর কোথাও যেতে হয়নি। কেননা এই বিচার আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী হয়েছিল। এখন আমাদের বুঝা উচিৎ যে, এই ঘটনার মধ্যে ছেলের পিতা একশত ছাগল এবং একটি খাদেম জরিমানা দেওয়ার পরও মানব রচিত আইনের বিচারে তার অন্তর পরিতৃপ্ত ছিল না বিধায় রাসূল (ছাঃ) -এর বিচারালয়ে দ্বিতীয়বার বিচার প্রার্থী হ'লেন। অতঃপর প্রথম বিচার পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় বিচারকে গ্রহণ করে নিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর বিচার ব্যবস্থার বিদ্যমানতায় কোন মানব রচিত আইন গ্রহণযোগ্য নয়।

২. একদা এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাঃ) -এর নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে, হজ্জে তামাত্তু উত্তম না হজ্জে ক্বেরান? হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) -এর ঘোষণা অনুযায়ী বললেন যে, আমি যদি আগামী বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকি এবং হজ্জ করতে যাই তাহ'লে হজ্জে ক্বেরান বাদ দিয়ে হজ্জে তামাত্তু করবো। খোদ কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে-

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ

'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে 'উমরা' দ্বারা লাভবান হ'তে চায়, সে সহজ লভ্য কুরবানী করবে' (বাক্বারা ১৯৬)।

এই আয়াত দ্বারা হজ্জে তামাত্তু উত্তম হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই জন্য তিনি বললেন, হজ্জে তামাত্তু উত্তম। অতঃপর প্রশ্নকারী ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাঃ) কে বললেন, আপনার সম্মানিত পিতা হযরত উমার বিনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হজ্জে ক্বেরানকে উত্তম বলেছেন। এই কথা শ্রবণ করে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাঃ) অত্যন্ত রেগে গেলেন। তাঁর চোখ লাল হয়ে গেল। তিনি রাগতঃস্বরে বললেন, তোমরা আমার পিতার নির্দেশ পালন করবে, না রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর ফায়ছালার উপর আমল করবে?

১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৫৫; মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা ৫ম খণ্ড হা/২৮৭৭৬।*

তাঁর ভাষা ছিল এই-

أأمر ابى يتبع ام أمر رسول الله[২]

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর ফায়ছালার প্রতিকূলে মুসলমানগণ অন্য কোন ব্যক্তির রায়কে গ্রহণ করতে পারেনা।

৩. হযরত আলক্বামাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিবাহ করেছে। অতঃপর মোহর নির্ধারণ এবং সহবাস করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত এর চেয়ে সংকটপূর্ণ এবং কঠিন মাস্আলা আমার নিকট পৌঁছেনি। অতঃপর তিনি ঐ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য এক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। কেননা এর প্রমাণে তাঁর নিকট কোন দলীল ছিল না। শেষ পর্যন্ত এর উত্তর নিজের রায় অনুযায়ী দিলেন এবং বললেন, আমার রায় অনুযায়ী ফৎওয়া যদি সঠিক এবং নির্ভুল প্রমাণ হয় তাহ'লে ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়েছে। আর যদি এটি ভুল প্রমাণিত হয় তাহ'লে তা আমার পক্ষ হ'তে হয়েছে এবং শয়তানের পক্ষ হ'তে। তাঁর ভাষা ছিল এই রূপ-

و إن كان خطأ فمنى ومن الشيطان

এর পর তিনি অত্যন্ত নম্রতার সাথে বলেন, আমার রায় হ'ল তার স্ত্রীর জন্য অন্য স্ত্রীর সমপরিমাণ মোহর দিতে হবে। এর মধ্যে কোন কম-বেশী করা যাবে না। সে তার স্বামীর সম্পদে ওয়ারিছ হবে এবং অন্যান্য মহিলার ন্যায় চার মাস দশ দিন তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদের (রাঃ) উক্ত ফৎওয়া শুনে ছাহাবায়ে কেরামের মধ্য হ'তে কোন ছাহাবী বললেন যে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বারূ বিনতে আউশাক্ব (بروع بنت أوشق) -এর ব্যাপারে অনুরূপ সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, যেরূপ আপনি এই মহিলাটির ব্যাপারে দিয়েছেন।

হযরত আলক্বামা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর এই হাদীছ শ্রবণ করার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) এত আনন্দিত

২. *তিরমিযী দেউবন্দ ছাপা ১৬৯ পৃঃ।*

http://islaminonesite.wordpress.com

হয়েছিলেন যে, আমি আর কখনো তাঁকে এত আনন্দিত হ'তে দেখিনি।[৩]

আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদের (রাঃ) এই ঘটনায় পরিষ্কার প্রমাণিত হলো যে, ছাহাবায়ে কেরাম কোন মাসআলায় নিজের রায় ব্যবহার করতে কত ভয় করতেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে বেদলীল কিছু বলাকে শয়তানের কার্য মনে করতেন। আর ঐ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণিত কোন হাদীছ পেলে তাঁরা খুশিতে আত্মহারা হয়ে যেতেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামী শরীয়ত পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের মযবুত দলীলের উপরে প্রতিষ্ঠিত। আর পূর্ববর্তীগণ রায় ও ইজতেহাদকে নিজেদের জন্য কঠিন পরীক্ষা মনে করতেন। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) একে শয়তানের কাজ মনে করতেন। এই জন্য দ্বীনের সকল মাসআলায় শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন এবং নবী (ছাঃ) -এর ছহীহ হাদীছকে মূল বুনিয়াদ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কখনো কোন মাসআলায় কুরআন ও হাদীছ হ'তে এক ধাপ অগ্রসর হয়ে নিজেদের ইজতেহাদী রায়কে দ্বীন হিসাবে গণ্য করেননি। শুধুমাত্র নবী (ছাঃ) -এর ফায়ছালারই অনুসরণ করেছেন। একই অবস্থা অবশিষ্ট উম্মতগণের ছিল। তাঁরা কুরআন ও হাদীছের অনুকূলে ঐক্যবদ্ধ থেকে শরীয়তের মধ্যে বাহির থেকে কোন ব্যক্তির রায় বা ফৎওয়ার অনুপ্রবেশ ঘটাতে দেননি। যখন থেকে ব্যক্তির রায়কে দ্বীন ও শরীয়তের অংশ বানানো হয়েছে, তখন থেকেই উম্মতের মধ্যে দলাদলি ও মতপার্থক্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

আল্লাহপাক আমাদেরকে সকল প্রকার দলাদলি ও মতপার্থক্য থেকে পবিত্র রাখুন- আমীন!

---

*৩. মাজাল্লাহ আল-বালাগ (বোম্বেঃ নভেম্বর ১৯৯৭) পৃঃ ৩৯ ।*

# সত্যের জয় অনিবার্য

*-মুহাম্মাদ আবু তাহের**

এদেশের ইসলামী আন্দোলন গুলি এবং অন্যান্য বস্তুবাদী দলগুলি 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র প্রতি পূর্বে ততটা বিরোধী মনোভাব না দেখালেও বর্তমানে এ আন্দোলনের অহি ভিত্তিক সংস্কার মূলক অনুপম কার্যক্রম দেখে তা জনগণের নিকট তুচ্ছ ও অসার প্রমাণ করার জন্য আদা জল খেয়ে লেগেছে। বস্তুতঃ যারা সত্য গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে এবং সে সত্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য অশুভ পায়তারা চালায় তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে আল্লাহ পাক বলেন-

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ-

'তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র আলো নিভিয়ে দিতে চায় আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপসন্দ করে' (সূরা ছফ ৮)।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারীদের হাতে আল্লাহপাক তাঁর দ্বীনকে নিরাপদ রাখবেন। তাইতো আহলেহাদীছের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট হ'ল যে, তারা আক্বীদার ক্ষেত্রে শিরকের বিরুদ্ধে আপোষহীন তাওহীদ বাদী এবং আমলের ক্ষেত্রে বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন সুন্নাত পন্থী। তারা হক বুঝে তদনুযায়ী আমল করে, হক -এর দাওয়াত দেয় এবং সে হককে মানুষের কর্ণকুহরে পৌঁছে দেয়ার জন্য জান মাল যবান ও কলম দিয়ে জিহাদ করে।

এ মর্মে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ-

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ -

'আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন' (সূরা শু'আরা ২১৪)। মুমিনদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন- يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيْكُمْ نَارًا 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে দোযখ হ'তে রক্ষা কর' (সূরা তাহরীম ৬)।

অতএব ছহীহ দ্বীন প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ -এর অনুসারী ও নির্ভেজাল তাওহীদ পন্থী বানাবার চেষ্টা করতে হবে।

একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, মানব রচিত মতবাদ মানুষকে কোন কালে মুক্তি দিতে পারেনি। আজও পারছে না এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। মানুষের জ্ঞান সসীম। তাই

---

** জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।*

এ স্বল্প জ্ঞান দ্বারা মানুষ নিজ দেহ সম্পর্কেও পূর্ণ অভিজ্ঞ নয়। এমতাবস্থায় কিভাবে সে অপরের জন্য একটি জীবনাদর্শ তৈরী করে দিতে পারে? এটা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়।

মানব জীবনের সার্বিক দিকদর্শন নিয়ে মহানবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ ধরাধামে এসেছিলেন।

মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণ দিতে গিয়ে উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) -এর উদ্দেশ্যে যে অভিভাষণ প্রদান করেছিলেন, ইসলামের ইতিহাসে তার গুরুত্ব অপরিসীম। এই অন্তিম বাণীতে তিনি সর্বকালের সকল মানুষের জন্য ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও মানবাধিকারের মূলনীতি ঘোষণা করেছিলেন। এ শিক্ষা সর্বকালের সর্বশ্রেণীর মানব সমাজকে সত্যিকারের মুক্তি ও শান্তির সন্ধান দিতে পারে। আফসোস! আজকের এই সংঘাতময় মূহূর্তেও যদি মানুষ এ শিক্ষা পরিগ্রহ করত, তাহ'লে প্রকৃত পক্ষেই মানব জীবন সর্বাত্মক ভাবে সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠত।

আল্লাহ পাক মানুষকে সামান্য জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ পাক বলেন,- وَمَا أُوْتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيْلاً-

'তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে' (সূরা বনী ইসরাঈল ৮৫)।

অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, মানুষকে স্বল্প জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর সেই স্বল্প জ্ঞানের দ্বারা তৈরী মতবাদ মানুষের জন্য আদৌ 'হক' হিসাবে পালনীয় হ'তে পারে না। সর্বোপরী হক আসে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হ'তে। আল্লাহপাক বলেন,-

وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِظَّالِمِيْنَ نَاراً-

'বলুন! সত্য আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক। আমি যালেমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি' (সূরা কাহাফ ২৯)। মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে মহান প্রভুর পক্ষ হ'তে অবতীর্ণ সত্যের দিকে। আল্লাহপাক এই দায়িত্ব পালনের জন্য মহানবী (ছাঃ)-কে কঠোর ভাবে নির্দেশ প্রদান করে বলেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَ إِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

অর্থাৎ 'হে রাসূল (ছাঃ)! আপনার প্রতি আপনার প্রভুর পক্ষ হ'তে যা অবতীর্ণ হয়েছে, আপনি তার তাবলীগ করুন, যদি তা না করেন, তাহ'লে আপনি রেসালতের দায়িত্ব পালন করলেন না। এ ব্যাপারে আল্লাহ আপনাকে মানুষের অত্যাচার হ'তে রক্ষা করবেন' (সূরা মায়েদা ৬৭)।

উক্ত আয়াত সমূহ হ'তে স্পষ্ট ভাবে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর পক্ষ হ'তে যে অহি-র বিধান এসেছে, নিরঙ্কুশভাবে একমাত্র তারই প্রচার করে যেতে হবে। সেই অহি-র বিধানের আলোকে প্রচলিত রীতিনীতির আমূল পরিবর্তন করে সমাজের বুকে সৎ ও নিষ্ঠাবান যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে। এ নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করতে হবে এবং আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে।

রায় -এর অনুসারীগণ তাদের দলের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পপুলারিটি অর্জনের জন্য নির্ভেজাল সত্যের একমাত্র মানদণ্ড 'অহি মাতলু' ও 'অহি গায়রে মাতলু'কে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হিসাবে গ্রহণ না করে তাদের অনুসরণীয় ব্যক্তির নামে প্রচারিত মনগড়া রায়-এর উপরে দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহবান জানিয়ে থাকেন। কোন কোন ইসলামী দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের চিন্তাধারা যখন এরূপ সংকীর্ণতায় মুহ্যমান, তখন অন্যান্য বস্তুবাদী দলগুলোর সাথে অহি-র বিধান নিয়ে আলোচনার তো অপেক্ষাই রাখেনা।

৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে সৃষ্ট তাকলীদী মাযহাব সমূহ প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ নেতা-কর্মীদের অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি আল-কুরআনের অমিয় বাণী- قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ 'আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দার সংখ্যা খুবই কম' (সূরা সাবা ১৩)। আল্লাহপাক অন্যত্র বলেছেন,

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ-

'কতইনা সংখ্যালঘু দল সংখ্যাগুরু দলের উপর জয়লাভ করেছে আল্লাহর হুকুমে' (বাক্বারাহ ২৪৯)। আল্লাহপাক আরো বলেন,

وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ

'হে নবী! যদি আপনি অধিকাংশ লোকের কথা শুনে কাজ করেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ হ'তে বিভ্রান্ত করবে' (আল- আন'আম ১১৬)।

অতএব সংখ্যা কখনোই সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড নয়। ইসলামকে নিখুঁত ভাবে সমুন্নত রাখতে গিয়ে নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী নির্ভীক মুজাহিদগণ সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও যুগে যুগে হক বিরোধী বিশাল বাহিনীর মুকাবেলায়

http://islaminonesite.wordpress.com

আল্লাহপাকের অসীম কুদরতের সাহায্যে যে বিজয়ের মালা ছিনিয়ে এনেছে, তা ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় ও অম্লান হয়ে আছে এবং চিরকাল থাকবে। ইসলামের অতন্দ্রপ্রহরী মুজাহেদীনে মিল্লাতগণ 'হক'কে 'হক' ও 'বাতিল'কে 'বাতিল' হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য আমরণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। সত্য ও মিথ্যা পরস্পর বিরোধী, এ মর্মে আল্লাহ্‌র ঘোষণা হচ্ছে-

وَ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

'বলুন! সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল' (সূরা বনী ইসরাঈল ৮১)।

তাই 'হক'-এর প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে। পূর্ণাঙ্গ মুমিন হওয়ার লক্ষ্যে জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করতে হবে। সমাজে চলমান জাহেলিয়াত উৎখাতের জন্য কথা, কলম, সংগঠন এ ত্রিমুখী হাতিয়ারকে সম্বল করে শাহাদত পিয়াসী সৈনিকের মত সর্বদা দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় অবিচল থাকতে হবে।

এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ চরিতার্থের জন্য পরকালের অবিনশ্বর যিন্দেগীকে জাহান্নামের খোরাক বানাতে কেউ চায় না। আর এ ভয়াবহ জাহান্নামের শাস্তি হ'তে বাঁচার লক্ষ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে একমাত্র মুক্তির পথ হিসাবে গ্রহণ করা অপরিহার্য।

আসুন! ঈমানের দাবি পুরণের জন্য অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে পরকালে নাজাতের অসীলা হিসাবে গ্রহণ করে নিই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

# একত্ববাদ ইসলামের মূল স্তম্ভ

*-সাঈদুর রহমান**

তাওহীদ শব্দটি (وحدة) 'ওয়াহ্‌দা তুন' থেকে নেওয়া হয়েছে। যা 'একক' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব)।

শারঈ পরিভাষায় 'তাওহীদ' এই বিশ্বাস স্থাপন করাকে বুঝায় যে, আল্লাহপাক তাঁর প্রভুত্বে, তাঁর সুন্দর নামে ও গুণাবলীতে এবং তাঁর এবাদতে একক। এতে তাঁর কোন শরীক নেই, এই বিশ্বাসকেই আল্লাহ্‌র একত্ববাদ বলা হয়।

এই তাওহীদের শিক্ষা দিয়েই আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম দুনিয়াতে আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) -কে প্রেরণ করেছিলেন। সুতরাং মানব জাতি সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের কাছ থেকে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তা হ'ল একত্ববাদ বা তাওহীদের শিক্ষা। পরবর্তীতে আম্বিয়া ও রাসূলগণ এই শিক্ষা এবং জ্ঞান লাভ করেছিলেন। যেমন- হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ) সহ অন্যান্য রাসূল ও নবীগণ। সর্বশেষ আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) এই মৌলিক শিক্ষার বাণী এবং জ্ঞান নিয়েই তাঁর উম্মাতের মাঝে আবির্ভূত হন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন, 'আপনার পূর্বে প্রেরিত সকল রাসূলকেই আমি এ আদেশ দিয়ে প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর' (আম্বিয়া ২৫)।

তাওহীদের বাণী হচ্ছে ইসলামের বুনিয়াদ বা মূল ভিত্তি। এই কালেমায় স্বীকৃতি ও বিশ্বাসের দ্বারা একজন কাফের, মুশরিক ও নাস্তিক থেকে একজন মুসলমানের পার্থক্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (রাঃ) বলেন, من حقق التوحيد دخل الجنة 'যে ব্যক্তি তাওহীদকে বাস্তব রূপ দিবে সে জান্নাতে যাবে'। -কিতাবুত তাওহীদ পৃঃ ১৯। তাওহীদকে যারা বাস্তব রূপ দিয়ে গেছেন তাদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)। তাঁর সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার বাণী- 'বস্তুতঃ ইবরাহীম ছিলেন একটি উম্মত বিশেষ, আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ আজ্ঞাবহ, তিনি মুশরিক দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না' (নাহল ১২০)।

মুমিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, 'আর যারা তাদের পরওয়ারদিগারের সাথে কাউকে শরীক করে না' (মুমিনূন ৫৯)।

---

** গ্রাজুয়েট, কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয় রিয়াদ, সঊদীআরব। শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

http://islaminonesite.wordpress.com

হযরত হুসাইন ইবনে আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেন, (একদা) আমি হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর নিকট (কোন এক বৈঠকে) হাযির ছিলাম। তখন তিনি বললেন, গতকাল যে তারকাটি কক্ষচ্যুত হয়েছে, তা তোমাদের মধ্যে কে দেখেছে? হুসাইন বললেন, আমি বললাম, আমি দেখেছি। তারপর আমি বললাম, আমি ছালাতে এজন্য ছিলাম না যে, আমি বিষাক্ত প্রাণী দ্বারা দংশিত হয়েছিলাম। তিনি বললেন, তুমি কি করেছ? আমি বললাম, আমি মন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছি। তিনি বললেন, তুমি কেন এরূপ করলে? আমি বললাম, সেই হাদীছের ভিত্তিতে যা শা'বী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন, তোমাদেরকে শা'বী কি বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, তিনি আমাদেরকে বুরায়দা বিনুল হাসীব হ'তে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন, চক্ষুর পীড়া এবং সাপ-বিচ্ছুর বিষ ব্যতীত অন্য কিছুতেই মন্ত্রের আশ্রয় নেওয়া যাবে না। তিনি বললেন, সে ব্যক্তি ভাল করেছে যে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ) হ'তে যা শুনেছে তদনুযায়ী কাজ করেছে।

কিন্তু আমাদেরকে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাদীছ বর্ণনা করেছেন রাসূল (ছাঃ) হ'তে। তিনি বলেছেন, আমার সম্মুখে সকল উম্মতকে পেশ করা হ'ল। আমি দেখলাম একজন নবীকে ও তাঁর সাথে একটি ক্ষুদ্র দলকে। আর একজন নবীকে দেখলাম তার সাথে রয়েছে একজন অথবা দু'জন লোক। আর একজন নবীকে দেখলাম, তার সঙ্গে কেউই নেই। ঐ মুহূর্তে দেখি এক বিরাট জামা'আত আমার সম্মুখে উপস্থিত। তখন আমি মনে করলাম, তারা আমার উম্মত। আমাকে বলে দেওয়া হ'ল, ইনি হযরত মূসা (আঃ) এবং সঙ্গে তাঁর কওম। তারপর আমি চেয়ে দেখলাম, আর একটি বিরাট জনতা। আমাকে বলা হ'ল এরাই আপনার উম্মত, আর তাদের মধ্যে আছে এমন সত্তর হাযার লোক, যারা বিনা হিসাবে ও বিনা আযাবে জান্নাতে দাখিল হবে'। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) দাঁড়িয়ে নিজ গৃহে চলে গেলেন। তখন জনগণ ঐ লোকগুলোর অবস্থা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হ'ল। কেউ বলল, সম্ভবতঃ তারা সেই সব লোক যারা রাসূল (ছাঃ)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছে। কেউ বলল, সম্ভবতঃ তারা সেই সব লোক যারা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুতেই শরীক করেনি। অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করে চলল। এমন সময় রাসূল (ছাঃ) গৃহ হ'তে তাদের নিকট আগমন করলেন এবং তারা তাঁকে উক্ত আলোচনা সম্পর্কে অবহিত করল। তখন তিনি বললেন, তারা সেই সব লোক, যারা মন্ত্রের আশ্রয় নিত না। কুসংস্কারের দ্বারা চালিত হ'ত না। তারা একমাত্র তাদের পরওয়ারদিগারের উপরই পুরোপুরি নির্ভর করে চলত। তখন ওক্কাশা বিন মিহছান দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওক্বাশা এ ব্যাপারে তোমার অগ্রবর্তী হয়ে গেছে।-বুখারী, হাদীছ সংখ্যা ৩২২৯; মুসলিম, হাদীছ সংখ্যা ২২০।

উপরের আলোচনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ফুটে ওঠে। যেমন-

১। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর (বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মর্যাদার) এই বলে প্রশংসা করেছেন যে, তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

২। আল্লাহ কর্তৃক বিশিষ্ট ওয়ালী আওলিয়াদের এই বলে প্রশংসা করা হয়েছে যে, তারা শিরক হ'তে মুক্ত ছিলেন।

৩। মন্ত্র-তন্ত্র পরিহার করা তাওহীদের বাস্তব রূপায়নের অপরিহার্য অঙ্গ।

৪। ছাহাবায়ে কেরামের জ্ঞানের গভীরতা [কেননা তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, হাদীছে উল্লেখিত বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশাধিকারের সৌভাগ্য লাভে ধন্য] সেই লোক গুলো কোন বিশেষ আমল ব্যতীত উক্ত মর্যাদা পায়নি।

৫। প্রত্যেক উম্মত পৃথক পৃথক সমষ্টিতে তাদের নবীর সঙ্গী হয়ে হাশরের ময়দানে উত্থিত হবে।

## তাওহীদের প্রকারভেদঃ

তাওহীদকে প্রথমতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।-

(১) তাওহীদে রুবূবিয়াত (প্রতিপালনে একত্ব)

(২) তাওহীদে উলূহিয়াত (ইবাদতে একত্ব)

(৩) তাওহীদে আসমা ওয়াছিফাত (আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর একত্ব)

## তাওহীদে রুবূবিয়াত -এর তাৎপর্যঃ

'রুবূবিয়াত' -এর প্রাথমিক ও মৌলিক অর্থ প্রতিপালন। এই শব্দের ব্যাপকতা পর্যালোচনা করতে চাই না। শুধু এতটুকু বলব যে, পত্যেক মানুষ পৃথিবীতে জন্মলাভ করার পূর্বেই আল্লাহ পাককে রব বলে স্বীকার করেছিল। যখন আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেছিলেন, ألست بربكم؟ قالوا بلى 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই ? তারা বলেছিল, হ্যাঁ' (আরাফ ১৭২)। মক্কার মুশরিকগণও এই তাওহীদকে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তারা 'মাধ্যম' পরিত্যাগ করতে পারেনি।

### তাওহীদে উলূহিয়াত-এর তাৎপর্যঃ

মানুষ হচ্ছে বান্দাহ বা দাস, আর আল্লাহ হচ্ছেন মানুষের মা'বূদ বা উপাস্য। বান্দা তার মা'বূদের আনুগত্যের জন্য যা কিছু করে থাকে তার সবই এবাদত। আর আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী একক ভাবে তাঁর এবাদত করাই তাওহদে উলূহিয়াত বা তাওহী এবাদত -এর তাৎপর্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। অতএব কেবল আমারই এবাদত কর' (সূরা ত্বাহা ১৪)।

তিনি আরো বলেন, 'আমি জ্বিন ও ইনসানকে শুধুমাত্র আমার এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি' (যারিয়াত ৫৬)।

### তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত -এর তাৎপর্যঃ

আল্লাহ তা'আলার একটি যাতী নাম এবং গুণবাচক নাম রয়েছে। এ সকল নামের মধ্যে আল্লাহ্‌র যে গুণের পরিচয় রয়েছে তাঁর কোন প্রকার সাদৃশ্য, উপমা কিংবা অপব্যাখ্যা ব্যতিরেকে সে পরিচয় বা গুণাবলী সহকারে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁকে সর্বক্ষেত্রে মান্য করার মধ্যেই তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত -এর তাৎপর্য নিহিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর আল্লাহ্‌র জন্য রয়েছে সকল উত্তম নাম। সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে' (আ'রাফ' ১৮০)। নবী (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র জন্য রয়েছে ৯৯টি নাম। যে ব্যক্তি উহা মুখস্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।- মুসলিম।

তাওহীদ সম্পর্কিত বহু আয়াত বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

সূরা ইখলাছ, সূরা নাবা-৩৭, সূরা মুয্যাম্মিল-৯, সূরা মুল্‌ক-৬, সূরা তাগাবুন-১ ও ১৩, সূরা হাশ্‌র-১, ২২ ও ২৪, সূরা হাদীদ-২ ও ৩, সূরা নাজ্‌ম-৬২, সূরা তূর-৪৩, সূরা যারিয়াত-৫১, সূরা ক্বাফ- ২৬, সূরা ফাত্‌হ-১৪, সূরা মুহাম্মাদ-১৯, সূরা জাসিয়াহ-৩৬ ও ৩৭, সূরা দুখান-৮, সূরা যুখরুফ-৬৪, সূরা শূরা-৯, ৩১ ও ৫৩, সূরা হামীম সাজদা-৬ ও ৯, সূরা মু'মিন-৬২, ৬৫ ও ৬৬, সূরা যুমার-৩, ৪, ১৭,২৯, ৪৪, ৪৬, ৬২, ৬৫ ও ৬৭, সূরা ছাফ্‌ফাত-৪ ও ৫, সূরা ইয়াসীন-৭৪, ৭৫, ৮১, ৮২ ও ৮৩, সূরা ফাত্বির- ৩ ও ১৩, সূরা সাবা- ১, ২২ ও ২৭, সূরা আহযাব-৩, সূরা সাজদাহ-৪, সূরা লোকমান-৩০, সূরা ক্বিছাছ-৭০ ও ৮৮, সূরা নমল-২৬, ৫৯ ও ৬৫, সূরা ফুরক্বান-২, সূরা মুমিনূন-৩২, ৫৯, ৬০, ৯১, ৯২, ১১৬ ও ১১৭, সূরা হজ্জ-৬২ ও ৬৪, সূরা আম্বিয়া- ২২, ২৪, ২৯, ৬৬, ৬৭, ৯৮, ৯৯ ও ১০৮, সূরা ত্বাহা- ৮, ১৪ ও ৯৮, সূরা মারিয়াম-৬৫, ৮১, ৮২ ও ৯৩, সূরা কাহফ-৫২ ও ১১০, সূরা বনী ইসরাঈল-২২, ২৩ ও ১১১, সূরা নহল-১, ২, ৩, ১৭, ২০, ২২, ৫১, ৭৪ ও ৭৭, সূরা হিজর-২৩, ৮৩ ও ৯৬, সূরা ইবরাহীম-২, ১৮ ও ৫২, সূরা রা'দ- ২, ১৬, ২২ ও ৩০, সূরা ইউসুফ- ৪০, সূরা হূদ- ২, ১৪ ও ২৬, সূরা ইউনুস-৩, ৩৪, ৫৫, ৬৬ ও ১০৬, সূরা তাওবাহ-১৬, সূরা আ'রাফ-১১, ৫৪, ১৪০ ও ১৫৮, সূরা আন'আম-১, ১৩, ১৮, ৫৬, ৮১, ১০২, ১৬২ ও ১৬৩, সূরা মায়েদাহ-৪০, ৭৬ ও ১২০, সূরা নিসা- ৩৬, ৪৮ ও ১১৬, সূরা আলে ইমরান- ২, ৬, ১৮, ২৬, ২৭, ৫১, ৬২, ১০৯ ও ১৮৯, সূরা বাক্বারাহ-২১, ২৯, ৩০, ১০৭, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১৬৩ ও ২৫৫, সূরা ফাতিহা- ১ ও ৪।

উপরোল্লেখিত আয়াত সমূহ দ্বারা তাওহীদ ঈমানের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভিত্তি সেটাই প্রমাণিত হয়। তাওহীদকে কেন্দ্র করে একজন মুমিনের গোটা যিন্দেগী পরিচালিত হয়। এটি শিরকের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু বিভিন্ন সময় দেখা যায় যে, মানুষ আল্লাহ্‌র বন্দেগী হ'তে দূরে সরে সৃষ্টি পূজার দিকে অগ্রসর হয়। তাওহীদ বিরোধী বহু ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং শেষ পর্যন্ত একজন মুমিন অবিমিশ্র তাওহীদের উপর টিকে থাকতে পারে না। এ ধরনের এক সমাজে শতাব্দীর সংস্কারক আল্লামা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব নজদী আগমন করেন এবং 'কিতাবুত তাওহীদ' নামে মহা মূল্যবান একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে ছিল- বিদ'আত, পীর পূজা, অন্ধ অনুকরণ, কবর ও বৃক্ষ পূজা ইত্যাদি উৎখাত করা। মানুষ পথে ঘাটে তৈরী অগণিত মাযারে নযর-নেওয়ায ও হাদিয়া-তোহফা পেশ করত এবং মাযারের মুতাওয়াল্লী ও প্রতিবেশী হিসাবে একদল লোক গড়ে উঠেছিল। মাযারে ফুল দান করা, গেলাফ ও কাপড় পরিধান এবং বড় বড় ডেগে রান্নাবান্না করে খাওয়ার বিরাট এন্তেজাম করা হ'ত। এ সমস্ত কুসংস্কারগুলো তিনি উৎখাত করেছিলেন। আল্লাহ পাক তার মত এক একজন তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী তৈরী করে বর্তমানে যে সমস্ত কুসংস্কার আছে সে গুলোকে বন্ধ করার তৌফিক দিন- আমীন!

http://islaminonesite.wordpress.com

# পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নাগরিক ভাবনা

- আব্দুল আউয়াল *

'আহা! কি অপরূপ!' বলতেই হবে যারা গেছেন বিধাতার সৃষ্টি এই সৌন্দর্যের লীলা নিকেতনে। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। কোথাও হলুদে সবুজ, কোথাও সবুজে সবুজ, কোথাও লালচে সবুজ। শুধু সমতল ভূমিতে নয়, উঁচু-নীচু ছোট ছোট পাহাড় জুড়ে সব জায়গাতেই। কোথাও পাহাড় আর আকাশ একসাথে মিশে গেছে। মনে পড়ে নজরুলের গানের একটি চরণ- 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই।' এর মাঝে কখনও কখনও দেখা যায় ক্ষীণকায় ঝর্ণাধারা। পাহাড়ের গায়ে এখানে সেখানে মিশে আছে উপজাতীয়দের ছোট-ছোট বাড়ী ঘর। মায়েরা পিঠে বাচ্চা বহন করে নামছে পাহাড়ের পাদদেশে। সত্যিই অপূর্ব সে দৃশ্য, বর্ণনার সাধ্য কোথায়। মনে হয় স্রষ্টা আপন হাতে নিপুণ করে মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়েছেন এ তিলোত্তমা ভূমিকে। এ সকল স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রাচীন ঐতিহ্য মণ্ডিত নানা রকম ধর্মীয় স্থাপত্যকলা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি পার্বত্য অঞ্চলে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের এক অতুলনীয় ভাণ্ডার। এখানে গ্যাস রয়েছে, বিশেষজ্ঞদের মতে প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ টন ঘণফুট। এছাড়াও ভূ-রাজনীতি, অর্থনীতি কিংবা কৌশলগত যে কোন দিক দিয়েই এ এলাকা বিপুল জনসংখ্যা বিশিষ্ট বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

## পার্বত্য অঞ্চল পরিচিতিঃ

**অবস্থানঃ** উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে মিজোরামের লুসাই পাহাড় ও মিয়ানমার, দক্ষিণে মিয়ানমার ও পশ্চিমে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা। **আয়তনঃ** আনুমানিক ১৩,০০০ বর্গ কিলোমিটার বা ৫০৯৩ বর্গ মাইল। পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট ভূমির পরিমাণ ৩২,৫৯,৫২০ একর। এর মধ্যে ২৯,০২,৭৩৯ একর অরণ্যাঞ্চল, ১,৭০,৮৯৯ একর মোটেই চাষ যোগ্য নয় এবং আবাদী (চাষ যোগ্য) জমির পরিমাণ ৪৫,০০০ একর।

**লোক সংখ্যাঃ** ৯,৭৪,৪৪৫ (বিগত আদমশুমারী অনুযায়ী) জন। **জেলাঃ** তিনটি যথা- খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান। **থানাঃ** ২৫টি। তন্মধ্যে খাগড়াছড়িতে ৮টি, রাঙ্গামাটিতে ১০টি ও বান্দরবানে ৭টি। খাগড়াছড়ির থানাগুলো হচ্ছে- খাগড়াছড়ি, পানছড়ি, দীঘিনালা, মাটিরাঙা, রামগড়, মানিকছড়ি ও লক্ষীছড়ি রাঙ্গামাটির থানাগুলি হচ্ছে- রাঙ্গামাটি, বাঘাইছড়ি, লংগুদু, বরকল, নানিয়ারচর, কাউখালি, জুরাইছড়ি, কাপ্তাই, রাজস্থলি, বিলাইছড়ি। বান্দরবানের থানাগুলি হচ্ছে- বান্দরবান, রোয়াংছড়ি, রুমা, লামা, থানচি, আলীকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি।

**নদ-নদীঃ** চেংগি, মায়ানি, কাসালং, কর্ণফুলী, রাইনখিয়াং, সাংগু ও মাতামুহুরি।

**হ্রদঃ** কাপ্তাই (কৃত্রিম হ্রদ), রাইন খিয়ান কাইন ও বোগাকাইন (প্রাকৃতিক হ্রদ)।

**উপজাতিঃ** (১) চাকমা (২) মারমা (৩) ত্রিপুরী (৪) মুরং (৫) ম্রো (৬) খায়াঙ্গ (৭) পাঙ্খো (৮) খুমী (৯) রাইয়াং (১০) সাক (১১) কুকি (১২) তনচইঙ্গা (১৩) লুসাই (মিজো) (১৪) রিয়াং এবং (১৫) বনযোগী। এর মধ্যে চাকমার মোট জনসংখ্যার ৩১.৪৬ শতাংশ, মারমা ১৮.০৮ শতাংশ, ত্রিপুরী ১০.৫১ শতাংশ। আর বাঙালীরা হচ্ছেন ৩১.৯৫ শতাংশ। এদের বাইরে অন্যান্য উপজাতীয়দের অবস্থান অনেকটা এ রকমঃ- মুরং ৩.২৯ ভাগ, তংচৈঙ্গাঃ ২.১৬ ভাগ, বোমঃ ০.৫৭ ভাগ, পাংখুজঃ ০.১৭ ভাগ, খুমীঃ ০.১১ ভাগ, উসাইঃ ০.০৯ ভাগ, খিয়াংঃ ০.১৩ ভাগ, চাকঃ ০.০৮১ ভাগ, লুসাইঃ ০.০৬ ভাগ এবং রিয়াংঃ ০.২৪ ভাগ।[১]

**গোত্রঃ** প্রতিটি উপজাতি বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। মোংদের ৫টি, মগদের ২১টি ও চাকমাদের ২৪ টি।

**ভাষাঃ** প্রতিটি উপজাতির ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিজস্ব ভাষা রয়েছে। তবে বর্তমানে শিক্ষিতরা বাংলাও ব্যবহার করে থাকেন।

**সংস্কৃতিঃ** বাংলা বর্ষের শেষে চাকমা ও মগ উপজাতীয়দের প্রধান বার্ষিক উৎসব মহামানি মেলা। বর্তমানে চাকমাদের ৭২% শিক্ষিত।

## পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ইতিহাসঃ

ইতিহাস বলে, এই বাংলাদেশে ১২০৪ খৃষ্টাব্দ হ'তে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত এই সুবৃহৎ কালে মুসলিম শাসন চালু ছিল। এ উপমহাদেশে মুঘল শাসন কায়েম হয় ১৫২৬ সালে। মুঘল শাসন কায়েমের দেড় শতাব্দীকাল পরে চাকমারা আসে পার্বত্য চট্টগ্রামে। ১৩৪০ সালে সুলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ চট্টগ্রামের বিরাট অংশ দখল করেন। ১৫৪২ সালে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এ অঞ্চল দখল করেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের স্থানীয় শাসক ছিলেন খোদা বখশ খান। তার শাসনাধীন ছিল দক্ষিণ চট্টগ্রাম। এভাবে আরাকানের মুসলিম প্রভাবে এবং

* এম, এস, সি (পরিসংখ্যান) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. *দৈনিক দিনকাল, ১০/১০/৯৭ইং।*

http://islaminonesite.wordpress.com

মুসলিম শাসনের অধীনে থাকতে থাকতে এক সময়ে এখানে ঠাঁই নেয় চাকমা রাজারা। এখনও চাকমাদের মধ্যে অনেক মুসলিম ও আরবী-ফারসী শব্দ চালু আছে। ঐতিহাসিক প্রফেসর ডঃ আলমগীর এম, সিরাজুদ্দীন তাঁর 'Origin of the Raja's of the Chittagong Hill Tracts' শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে (প্রকাশিতঃ Journal of the Pakistan Historical society, Karachi: Vol XIX. Part-1 January 1971) দেখিয়েছেন যে, শের জব্বার খাঁর (১৭৪৯) সময়ে চাকমাগণ আরাকানের রোসাং অঞ্চলে বাস করতো। ১৭৬৫ সালে তার মৃত্যু হয় এবং সে সময় থেকে চট্টগ্রামের এতদঞ্চলে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রপাত হয়। এ'তে স্পষ্ট বুঝা যায় চাকমারা বাংলাদেশের ভূমিপুত্র (Son of soil) নয়।

সুদূর অতীত থেকেই সমগ্র চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে যুগে চট্টগ্রাম ছিল বাংলার হরিকল জনপদ নিয়ে গঠিত। এটি ছিল বরাবর বাংলাদেশের সুসংবদ্ধ গঠন ও অবয়ব প্রদানকারী অঞ্চল। ইতিহাস এই যে, ১৮৬০ সালের ২৬ জুনের 'নোটিফিকেশন নম্বর ৩৩০২' -এর ভিত্তিতে এবং একই সালের ১লা আগষ্টের 'রেইড্স অফ ফ্রন্টিয়ার এ্যাক্ট ২২ অফ ১৮৬০' অনুসারে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী তাকীদে চট্টগ্রামের পাহাড় প্রধান অঞ্চলকে স্বতন্ত্রভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় রূপ দেয়া হয়। এরপর ১৯০০ সালের ১লা মে নোটিফিকেশন ১২৩ পিডি হিল ট্রাক্টস্ রেগুলেশন' জারি করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'বিচ্ছিন্ন এলাকা'য় পরিণত করে অযৌক্তিক ভাবে সেখানে এদেশের মূল জনগণ তথা বাংলা ভাষী বা বাঙালীর অবাধ গমনাগমন ও বসতি স্থাপনকে বিঘ্নিত করে ভূমিজ সন্তান (Son of soil) নয়, এমন বহিরাগত ও বিদেশী অভিবাসী আরাকানী, লুসাই, টিপরা উপজাতিদের ঠাঁই করে দেওয়া হয়।[২] ভাগ্যের কি পরিহাস আজ চাকমারা বহিরাগত হয়েও সম্পূর্ণ মিথ্যাচারের মাধ্যমে নিজেদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিপুত্র দাবী করে এবং বাস্তবে যারা স্বদেশী সেই বাঙালীদের বহিরাগত বলে। হাচিনসন (Hutchinson) জানিয়েছেন, 'এই উপজাতিয় মানুষেরা নিজেদেরকে দেশত্যাগী সেসব বিহারবাসীর বংশধর বলে মনে করে, যারা এই ভূখণ্ডে আরাকানী রাজাগণের শাসনকালে বসতি তৈরী করেছে" ।[৩]

---

২.S. Mahmood Ali, `The fearful state: Power people and internal war in south Asia" London and New Jersy: ZED Books, 1993).

৩. Hutchinson, "An Account of Chittagong Hill Tracts, (Calcutta, 1906) p.89. সংগৃহীতঃ ইনকিলাব ১১.১১.৯৭ ইং লেখক ডঃ হাসানুজ্জামান চৌধুরী]।

**জন সংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর জন্মঃ** ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা বিদায় নেয়ার আগে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রের জন্ম দেয় যার ভিত্তি ছিল ভারত বর্ষের মুসলিম প্রধান অঞ্চল সমূহ। পাকিস্তানের ইসলামী পরিচয়কে নিরঙ্কুশ করার জন্য ব্রিটিশরা পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশ ভাগ করেছিল। এই যুক্তিতে যে, পশ্চিম বঙ্গ ও রাজধানী কলিকাতার জনসংখ্যার অধিকাংশ হিন্দু এবং লাহোর সহ পূর্ব পাঞ্জাবের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারী। যদিও সমগ্র বঙ্গে মুসলিম লীগের সরকার ছিল। তারপরও পাকিস্তানের ভাগ্যে কলকাতা জোটেনি। পাকিস্তানের মন থেকে কলকাতার বিচ্ছেদ বেদনা দূর করার জন্য শতকরা তিন ভাগেরও কম মুসলিম অধ্যুষিত চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এই চট্টগ্রামকে নিরাপদ রাখার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের ভাগ্যে জুটেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে সে সময়কার পাহাড়ী নেতৃবৃন্দ অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী ১৯৪৭ -এর ১৫ ই আগষ্ট রাঙ্গামাটিতে ভারতের পতাকা এবং বান্দরবানে বার্মার পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। ২১ আগষ্ট পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী পার্বত্য চট্রগ্রামে ভারত-বার্মার পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করে। তাই বাঙালীরা বা মুসলমানরা সব সময় পাহাড়ীদের সন্দেহ করেছে। আবার '৭১ -এ দেখা গেছে -এর বিপরীত দৃশ্য!

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় এবং আরও কয়েকজন নেতা পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে সমর্থন করে। যদিও পাহাড়ী সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। এ কারণে '৭১ -এর ১৬ ই ডিসেম্বরের পর মুক্তিযোদ্ধারা পার্বত্য চট্টগ্রামে হামলা করে বেশ কিছু পাহাড়ীকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। স্বাধীনতার পর 'চাকমা'দের পাকিস্তান পন্থী আখ্যা দিয়ে শুরু হলো নির্যাতন। পার্বত্য এলাকার আইন-শৃঙ্খলা যখন বিপজ্জনক পর্যায়ে নেমে এলো তখনই ১৯৭২ সালের ১৫ ই ফেব্রুয়ারী এম এন লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি'। ১৯৭২ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারী সন্ধায় মানবেন্দ্র লারমার নেতৃত্বে একটি উপজাতি দল পাহাড়ীদের স্বায়ত্তশাসন সহ ৪ দফা দাবী সংবলিত একটি স্মারকলিপি দেয় বঙ্গবন্ধুর কাছে। তিনি (বঙ্গবন্ধু) মানবেন্দ্র লারমাকে এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করে সকলকে বাঙ্গালী হ'তে উপদেশ দেন। এতে তিনি (মানবেন্দ্র লারমা) বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। তিনি দলবল সহ পাহাড়ে ফিরে যান। রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ

হয়ে তিনি পাহাড়ের দেয়ালে দেয়ালে পোষ্টার ও লিফ্‌লেট সাঁটানো শুরু করেন। পাহাড়ে শুরু হয় অশান্ত পরিবেশ। এরপর ১৯৭৩ সালে রাঙ্গামাটি ষ্টেডিয়ামে নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে এলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতার অভিযোগ এনে বলেন, 'জাতি-উপজাতি আমরা সবাই বাঙ্গালী'। পাহাড়ীরা তাৎক্ষণিকভাবে এ বক্তব্যের বিরোধিতা করে। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭৩ সালের ৭ই জানুয়ারী গঠিত হয় 'শান্তি বাহিনী'। তারা নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরে 'শান্তিবাহিনী' জনসংহতির আর্মড ক্যাডার হিসাবে পরিচিত হয়। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা এরপর বিভিন্ন থানা ও অস্ত্রাগার লুট করতে থাকে। পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র ও থানা লুটের অস্ত্র দিয়ে তারা এক বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলে। এসব অস্ত্র দিয়ে বার্মা সীমান্তে তাদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকে। 'বাকশাল' গঠনের পর পার্বত্য এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ একটি যৌথ সামরিক অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করে। সরকার যখন অপারেশনে নামবে ঠিক এই সময় জনসংহতি নেতা এম এন লারমা, তাঁর সঙ্গী চারু বিকাশ লারমা, গুরু অনন্ত বিহারী সহ কয়েকজনকে নিয়ে 'বাকশালে' যোগদান করেন। এর ফলে সামরিক অভিযান বন্ধ হয়ে যায়। শান্তিবাহিনী এই ফাঁকে ভিতরে ভিতরে সংগঠিত হ'তে থাকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বাকশাল সরকারের পতনের পর এম এন লারমা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে আত্মগোপন করেন। তিনি এসময় ভারতে আশ্রয় নিয়ে ভারত সরকারের সহায়তা কামনা করেন। 'র' (RAW -Research and Analysis Wing) ইন্দিরা সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা শান্তিবাহিনীকে সহায়তা দিতে সম্মত হয়। ভারতীয় সামরিক বাহিনী প্রশিক্ষণ দিতে থাকে শান্তিবাহিনীকে। ইতিমধ্যে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসেন। জনসংহতির পক্ষে চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে একটি দল ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে জিয়াউর রহমানের সাথে দেখা করেন। কিন্তু জিয়াউর রহমান এ সমস্যাকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে একে দমন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শান্তিবাহিনী ১৯৭৬ সালের জুন মাস থেকে সামরিক এ্যাকশন শুরু করে। পাহাড়ের মানুষ জিয়াউর রহমানকে পার্বত্য সমস্যা পুণরুজ্জীবনের দ্বিতীয় জনক হিসাবে চিহ্নিত করেন। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তারা (শান্তিবাহিনী) ভারতের সহায়তায় পার্বত্য এলাকার জনজীবন বিপর্যস্ত করে তোলে। ১৯৭৮ সালে ১ জন মেজর সহ সেনাবাহিনীর ৫০ জন সৈন্য নিহত হন। শান্তিবাহিনীর ৪ জন লেফটেন্যান্টসহ বহু সদস্য মারা যায়। জিয়া সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঘোষণা দেন উপদ্রুত এলাকা হিসেবে। ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর শান্তিবাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে বিতর্ক শুরু হয় এবং এক পর্যায়ে মার্কসবাদী ও জাতীয়তাবাদী দল নামে দু'টি দলে বিভক্ত হয়। মার্কসবাদী দলের নেতৃত্বে ছিলেন এম এন লারমা, জেবি লারমা, কালীমাধব চাকমা, ঊষাতন তালুকদার, রুপায়ন দেওয়ান ও সুধাসিন্ধু খীসা।

অপরদিকে জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বে ছিলেন, ভবতোষ চাকমা, প্রীতিকুমার চাকমা, ত্রিভর গিল দেওয়ান, দেবজ্যোতি চাকমা, সনৎকুমার চাকমা ও যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা। মার্কসবাদী গ্রুপ, 'লারমা গ্রুপ' এবং জাতীয়তাবাদী গ্রুপ 'প্রীতি গ্রুপ' নামে পরিচিতি লাভ করে। এরপর দুই গ্রুপ প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৮৩ সালের ১০ ই নভেম্বর কল্যাণপুরের বাঘমারা ক্যান্টনমেন্টে প্রীতি গ্রুপের ক্যাপ্টেন এলিনের হামলায় 'জুম্ম' জনগণের নেতা এম এন লারমা ৮ জন সঙ্গীসহ নিহত হন। এরপর 'প্রীতি গ্রুপ' দুর্বল হয়ে পড়লে 'র' (RAW) সমর্থন তুলে নেয়। 'প্রীতি গ্রুপ' এতে ভেঙ্গে যায় এবং ১৯৮৫ সালের ১৯ এপ্রিল সরকারের সাধারণ ক্ষমার সুযোগে প্রায় ২ হাযার শান্তিবাহিনী সদস্য (প্রীতি গ্রুপ) সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। 'লারমা গ্রুপ' এককভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে। আবারও সংঘাত শুরু হয় সেনাবাহিনী ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে। অবশেষে পার্বত্য জনগণের দাবির মুখে ১৯৮৫ সালের ২১ অক্টোবর খাগড়াছড়িতে সরকার ও জনসংহতির মধ্যে প্রথম বৈঠক বসে। এই বৈঠকে অস্ত্র বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়।[৪]

**পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ভারতঃ** ভারত আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত আমাদেরকে সহায়তা করেছে এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু আজ কেন ভারত শান্তিবাহিনীকে আশ্রয় দেয়? কেন তাদের প্রশিক্ষণ দেয়? কেন আজকে শান্তিবাহিনীর সাথে চুক্তি করতে গেলে ভারতের কথা আসে? কেন অতীতে ইন্দিরা গান্ধী পার্বত্য সমস্যাকে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন সমস্যা হিসাবে আখ্যা দেওয়ার পর আজ ভারত সরকার শান্তিবাহিনীর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে? এসকল প্রশ্ন আপনা আপনি এসে যায়। যেখানে ভারত সরকার তার

৪. জনকণ্ঠঃ ১৬.১১.৯৭ -এর ছায়া অবলম্বনে।

নিজের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যের ক্ষেত্রে কঠোর দমন-পীড়ন নীতি অব্যাহত রেখেছে। গত ৬ অক্টোবর ভারতের "THE STATES MAN" পত্রিকায় "CHAKMAS SPECIAL" নামক ক্যাপশনে প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা যায়ঃ ভারতের রাজ্যসভার এক কমিটি তার এক রিপোর্টে বলেছে, 'পাঁচ যুগ আগে যখন এই উপমহাদেশ ভাগ হচ্ছিল তখন পার্বত্য-চট্টগ্রামকে ভারতের সংগে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল'। সাম্প্রতিক কালে পেশকৃত এই রিপোর্টে

মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশের চাকমা শরণার্থীদের নিয়ে মন্তব্য করা হয়। রিপোর্টে বলা হয়, "দেশ বিভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এই চাকমা উপজাতিদের সঙ্গে এক ঐতিহাসিক অন্যায় করা হয়"। কমিটি বলেছে, "পার্বত্য চট্টগ্রামের ৯৮ শতাংশ লোক চাকমা। এই সুবাদে এই জেলা ইন্ডিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে মিলে যেতে পারতো"। 'এই কারণে এই চাকমাদের সাথে ভিন্নভাবে আচরণ করা উচিত। আর এই আচরণে, সহমর্মিতা ও মানবিকবোধ থাকা বাঞ্ছনীয়'। এই রিপোর্টের পর নির্মল চাকমা নামে এক মানবাধিকার কর্মী ভারতের প্রধানমন্ত্রী আই, কে, গুজরালের কাছে এক বার্তায় চাকমাদের আরো কতিপয় দাবী-দাওয়া মেনে নেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির অনুরোধ জানায়। তবে মিজোরামের মূখ্য সচিব কমিটির এই অবস্থানকে ভয়ানক সমালোচনা করেছেন। ১৯৪৭ সালে আমাদের স্বাধীনতার আগে থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর নেহেরু তথা হিন্দু কংগ্রেসের দৃষ্টি ছিল। এই বক্তব্যের সমর্থনে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের রিপোর্টের বাংলা অর্থ নীচে উদ্ধৃত করা হলঃ- "ইতিমধ্যে বাংলার বিভক্তি সম্পর্কিত রোয়েদাদ আমার কাছে পাঠানো হয়েছে। আমাকে অবশ্য বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তানের ভাগে পার্বত্য চট্টগ্রাম বরাদ্দ করা হয়েছে। আমাদের রিফমস কমিশনার ভি,পি, মেনন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অংশ করায় কংগ্রেস নেতাদের যে কি গুরুতর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে সে সম্পর্কে ভি.পি. মেনন আমাকে হুঁশিয়ার করে দেন। এতদূরও বলেন যে, নেহেরু এবং প্যাটেল সুনিশ্চিত ভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন। কারণ তারা অতি সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের এক প্রতিনিধিদলকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানে বরাদ্দ করার প্রশ্নই ওঠে না"।[৫]

এ ধরণের আরো একটি নজীর মেলে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বেলা ৫ টায় দিল্লী গভর্ণমেন্ট হাউজে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে। সভায় পণ্ডিত নেহেরু বলেন, "তিনি কখনই মনে করেন না যে, বাউণ্ডারী কমিশনের শর্ত মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ববঙ্গের সাথে সংযুক্ত করা সম্ভব হবে। এই এলাকা একটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল। বেঙ্গল কমিশনে তাদের কোনদিন প্রতিনিধিত্ব ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি প্রধানদেরকে তিনি (নেহেরু) ও তাঁর সহকর্মীরা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই এলাকাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নই ওঠে না। যদিও পার্বত্য এলাকার জনসংখ্যা অত্যন্ত ক্ষুদ্র (আনুমানিক ৫ লাখ)।

৫. ভাইসরয়ের রিপোর্ট নং-১৭, ১৬ ই আগষ্ট ১৯৪৭ (দৈনিক সংগ্রাম ঢাকা ০২.১০.৯৭ ইং)।

কিন্তু সেই জনসংখ্যার ৯৭ শতাংশই হলো বৌদ্ধ এবং হিন্দু। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতেরই অংশ হওয়া উচিত'। তাই অতীতের দিকে খেয়াল করলে বড়ই ভয় হয়। কারণ স্বাধীনতা উত্তর দ্বি-জাতিক কোন সমস্যায়ই ভারত বন্ধুত্বের পরিচয় দেয়নি।

**পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও শান্তি চুক্তিঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা কারও মতে অর্থনৈতিক আবার কারও মতে রাজনৈতিক। মূলতঃ সমস্যাটি বহুমাত্রিক। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও এ সমস্যার রয়েছে প্রশাসনিক, সামাজিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্বিক, কূটনৈতিক ও মানবিক দিক। এদের একটি অপরটির সাথে জড়িত। এ কারণেই একটি শান্তি চুক্তি প্রয়োজন। তাছাড়া শান্তিচুক্তির অভাবে এমন বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হ'তে পারে।

এই এলাকা অনির্দিষ্টকাল অশান্ত থাকলে তা দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ হবে। বিগত আড়াই দশকে উভয় পক্ষে হতাহতের সংখ্যা ত্রিশ হাযার ছাড়িয়ে সম্ভবতঃ গেছে। দেশের প্রত্যন্ত সীমানায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এবং অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার জন্য প্রতি বৎসর ব্যয় হয় প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। অশান্ত পরিস্থিতির আড়ালে এ অঞ্চল আন্তর্জাতিক অস্ত্র ও মাদক চোরাচালানী চক্রের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। যা নিঃসন্দেহে দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ। দেশের সেনাবাহিনী একটি এলাকায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য যুদ্ধাবস্থায় কর্তব্যরত থাকলে প্রতিষ্ঠান হিসাবে সেনাবাহিনীর উপর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

তাই একটি সুন্দর, উন্নত ভবিষ্যৎকামী দেশের জন্য শান্তিচুক্তি আশু প্রয়োজন। ১২ বছর আগে ১৯৮৫ সালের ১৯ এপ্রিল সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম সেনানিবাসে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হয়। এরপর '৮৯ সালে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন পাশ হয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চুক্তি ও আলাপ আলোচনা হয়েছে। কোনই কাজে আসেনি সেসব। তাই শান্তিচুক্তি একটু সময় নিয়ে জনমত যাচাই সহ দেশের

সকল স্তরের বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শে ও জাতীয় সংসদকে জানিয়ে করা উচিত। কেননা ব্যক্তি অগ্রগামী হয় ব্যক্তিগত বুদ্ধির বলে। জাতি অগ্রসর হয় সামষ্টিক প্রজ্ঞার জোরে। তাছাড়া সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সংবিধানকে সামনে রাখা প্রয়োজন।

জাতীয় অভিযাত্রার বন্ধুর পথকে স্মরণ করে প্রায় একশ' বছর আগে আমেরিকান সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড্যানিয়েল ওয়েবষ্টার (Danial Webster) বলেছিলেন, We may be tussed up on an ocean where we can see no land nor perhaps, the sun or stars. But there is a chart and a compass focus to study, to consult, and to obey. The chart is the constitution. অর্থাৎ 'আমরা গভীর সমূদ্রে যেখানে কূল নেই, সম্ভবতঃ নেই সূর্য বা নক্ষত্র আমরা সেখানে দিশেহারা হ'তে পারি। কিন্তু সেখানেও আমাদের সাহায্য করে দিশা দিতে মানচিত্র কিংবা দিকদর্শণযন্ত্র। এমনতর পথনির্দেশক হ'ল 'সংবিধান'। আর তাই সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে কোন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমীচীন নয়। অথচ এমন একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সরকার গোপন রাখলেন। জনগণের চিন্তা-চেতনা হলো উপেক্ষিত।

**বর্তমান শান্তিচুক্তি ও কিছু প্রাসঙ্গিকতাঃ** অবশেষে অনেক জল্পনা-কল্পনা, আশা-নিরাশার মধ্য দিয়ে ২রা ডিসেম্বর'৯৭ ইং স্বাক্ষর হ'লো পার্বত্য চুক্তি। চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আইন প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান পক্ষে জ্যেতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা। ওই দিনই ঢাকার রাজপথে বিশাল বিশাল মিছিল নামে, সমগ্র দেশব্যাপী হরতাল হয়। সরকার ও বিরোধীদল উভয়েই বারো হাত কাকুরের তের হাত বীচি তৈরীর মতো কাজ করে চলে। প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা বললেন, এ চুক্তি সংবিধান সম্মত। বিরোধীদল গুলি বল, এ চুক্তি কালো চুক্তি, সংবিধান পরিপন্থী, দেশের সার্বভৌমত্বের বিরোধী। অথচ চুক্তির পূর্বে সরকার বুঝাতে ব্যর্থ হ'লেন চুক্তিতে কি আছে? জনগণ থাকলো অন্ধকারে। সত্যিকার অর্থে এ চুক্তি কালো কি সাদা, সংবিধান সম্মত কি পরিপন্থী, তার বিচার করবে বিচার বিভাগ। এ বিষয়ে পর্যালোচনা করবেন দেশপ্রেমিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানী এবং আইনবিদগণ।

তবে চুক্তির একটি প্রধান দিক হ'ল আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, যা 'বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র' কথাটির সাথে কেমন যেন বেমানান। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সন্তু লারমা। তিনি কি সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে কথা বলার অধিকার রাখেন? পার্বত্য চট্টগ্রামে বারোটিরও বেশী উপজাতি রয়েছে। অথচ চুক্তিতে যে আঞ্চলিক পরিষদের কথা বলা হয়েছে, সেখানে স্থান পেয়েছে ৭টি অর্থাৎ ৫টিরও বেশী উপেক্ষিত হয়েছে। এখানে দেখা যায় যারা নিজেদের সংখ্যালঘুর দাবিতে সোচ্চার, তারাই অপর উপজাতিদের (সংখ্যা লঘুদের) অস্বীকার করলেন। অনেক উপজাতীয় সংগঠন বলেছে এ চুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র একটি গ্রুপ এ আলোচনার সঙ্গে প্রথম থেকেই নেই। 'পাহাড়ী ছাত্রপরিষদ' সহ শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ট সংগঠনগুলো ঢাকায় চুক্তির বিরোধিতা করে মিছিল করেছে। অপরদিকে পাহাড়ে বসবাসরত বাঙালীরা মাথায় কাফন বেঁধে মিছিল করেছে। এ চুক্তির পর সন্তু লারমার ভাষ্য অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের পাশাপাশি তারা একটি আলাদা রাজনৈতিক দল গঠনের চিন্তা ভাবনা করছে। কিন্তু এটা বুঝা দুঃসাধ্য যে, কোন রাজনৈতিক দল কিভাবে একটি অঞ্চল ভিত্তিক হয়? অথচ তারা এখন তাদের মতে সব মেনে নিয়ে চুক্তির মাধ্যমে শান্তির পথেই ফিরে এসেছে। বর্তমানে ভারত ও মিয়ানমার থেকে হাযার হাযার ভিনদেশী নাগরিক পাহাড় বেষ্টিত বান্দরবান জেলায় দূর্গম সীমান্ত পথে অনুপ্রবেশ করছে। যা কি-না শান্তি চুক্তি হবার পর কাঙ্খিত নয়।

গত ৫ই মে '৯৮ইং জাতীয় সংসদের বৈঠকে প্রধান বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্যজেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল পাসের প্রক্রিয়া শেষ হয়। ৬ই মে '৯৮ ইং সংসদের বৈঠকে বহুল আলোচিত পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ বিল পাস হয়। সেখানেও প্রধান বিরোধীদল অনুপস্থিত রইলেন। এরপর গত ২৪ শে মে '৯৮ তারিখে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমাদ পার্বত্য চট্রগ্রাম সংশ্লিষ্ট ৪টি বিলে তাঁর সম্মতি প্রদান করেন। প্রেসিডেন্টের সম্মতির মাধ্যমে বিলগুলো এখন আইন (Act) -এ পরিণত হয়েছে।

ইতিহাসে বলা হয় যে, ভার্সাই চুক্তির মধ্যেই নাকি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ বপন করা হয়েছিল। তাই আমাদের নজর রাখতে হবে, 'শান্তিচুক্তি' কখনও যেন আমাদের অশান্তির অতল গহ্বরে তলিয়ে না দেয়। দেশ প্রেমিকের কাছে নিজের স্বার্থের চেয়ে দেশের বড়। পার্বত্য শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন নির্ভর করছে সর্বাবস্থায় সরকারের সঠিক সহনশীল রাজনীতির উপর। সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলগুলোকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। উপজাতি ও বাঙ্গালী সকলকে পরমত সহিষ্ণু হ'তে হবে। কেননা এই

http://islaminonesite.wordpress.com

দীর্ঘ দাবানলকে শান্ত করতে এখনও বহু সুচিন্তিত পদক্ষেপ প্রয়োজন। নতুবা তা একদিন বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে।

**স্মরণীয়ঃ**

পাহাড়ী এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা হৌক, এটা আমরা চাই। কিন্তু তাই বলে এই এলাকায় চাকমা আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হৌক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতীয়রা চাকমা আধিপত্যের শিকার হৌক কিংবা বাঙালীরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হৌক তা আমরা সমর্থন করতে পারি না। মনে রাখতে হবে পার্বত্য অঞ্চল বাংলাদেশের মোট আয়তনের এক দশমাংশ। এ অঞ্চলের লোকসংখ্যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৪৫% ভাগ, যা এক শতাংশও নয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, শান্তি চুক্তির নামে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যেন হুমকির সম্মুখীন না হয়। এ চুক্তি যেন জনসংহতি সমিতির স্থলে "জুম্ম ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (জে, এন, ডি, এফ)" এবং শান্তি বাহিনীর স্থলে 'জুম্ম ন্যাশনাল আর্মি' গঠন না করে। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম এই যেন একদিন জুমল্যাণ্ড বা অশান্তির দাবানল না হয়। এ জন্যই এ চুক্তি হওয়া উচিত ছিল সংবিধান সম্মত উপায়ে এবং জাতীয় সংসদের সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে।

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে-"It may be possible to fool one person all the time, it may be possible to fool some people for some time, but it is impossible to fool all the people all the time." অর্থাৎ 'একজন ব্যক্তিকে সারা জীবন বোকা বানানো যেতে পারে। কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে কিছু দিন বোকা বানিয়ে রাখা যেতে পারে। কিন্তু সমগ্র জনগণকে একসাথে সব সময় বোকা বানিয়ে রাখা যায় না।' আমরাও যেন এমন চেষ্টা না করি, সরকারের প্রতি এটাই আমাদের আহবান। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন- আমীন!

# গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

-আব্দুস সামাদ সালাফী*

দাঊদ বিন রশীদ হাইছাম বিন আদীকে জিজ্ঞেস করলেন যে, সাঈদ বিন আব্দুর রহমান কেমন করে খলীফা মাহদীর নিকটে এত প্রিয় পাত্র হল এবং ক্বাযীর আসনে সমাসীন হল? হাইছাম বললেন, এর পেছনে একটা মুখরোচক গল্প আছে। শুনতে চাইলে বলি। দাঊদ বললেন, আমার শুনতে খুব ইচ্ছে করছে। হাইছাম বললেন, তবে শোন- সাঈদ দেখতে অত্যন্ত সুন্দর ও সুদর্শন ছিল এবং বড়ই বাক পটু ও কথাশিল্পী ছিল। একদিন সে মাহদীর প্রাসাদে গিয়ে দ্বার রক্ষক রবী'কে বলল, আমি আমীরুল মোমেনীনের সাথে সাক্ষাত করতে চাই। তুমি তাঁকে আমার আগমনের সংবাদ দাও। সে বলল, কেন? সাঈদ বলল, আমি আমীরুল মোমেনীনের ব্যাপারে একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি সেটা তাঁর সামনে বলতে চাই। দ্বার রক্ষক বলল, মিয়াঁ নিজের ব্যাপারে কত লোক কত স্বপ্ন দেখল তা প্রতিফলিত হ'ল না, আর তুমি খলীফার ব্যাপারে স্বপ্ন দেখেছ তাই এখানে বলার জন্য এসেছ। আর কোন কাজ পাওনি? যাও অন্য কোন ধান্দা করে খাও, সাক্ষাত করতে দেওয়া হবে না। সে বলল, দেখ তুমি যদি আমাকে দেখা করতে না দাও তাহ'লে আমি অন্য কোন উপায়ে আমীরুল মোমেনীনের সাথে দেখা করব এবং তুমি সাক্ষাত করতে দাওনি সেটাও আমি বলে দিব। এবার সে ভিতরে গিয়ে খলীফাকে বলল, হুযুর! আপনি নিজের ব্যাপারে মানুষকে লোভী বানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, বাদশাহরা এরকমই হয়। পরে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? সে সমস্ত কথা বলল। তিনি বললেন, আমি নিজের ব্যাপারে কত স্বপ্ন দেখলাম তার প্রতিফলন হ'ল না, আর সে আমার ব্যাপারে স্বপ্ন দেখবে আর তার প্রতিফলন হবে? দ্বার রক্ষক বলল, হুযুর আমি একথাও তাকে বলেছি। কিন্তু সে নাছোড় বান্দা কিছুই মানতে চায় না। খলীফা বললেন, আচ্ছা তাকে আসতে দাও। সে আসলে খলীফা বললেন, বল তোমার স্বপ্ন কি? সে বলল, হুযুর আমি শুয়ে ছিলাম। একজন এসে আমাকে বলল যে, তুমি আমীরুল মোমেনীনকে বলে দাও যে, তিনি নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে ৩০ (ত্রিশ) বছর রাজত্ব চালাবেন এবং এর সত্যতার প্রমাণ হ'ল তিনি আগামী কাল স্বপ্নে দেখবেন যে, তিনি ৩০টি ইয়াকূত (মুক্তা) হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। সেগুলো তিনি গুণে দেখবেন ৩০টি আছে। কেউ যেন তাঁকে এগুলো উপহার দিয়েছে। খলীফা তাকে বললেন, তুমি খুব সুন্দর স্বপ্ন দেখেছ, আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। এখন তুমি যাও। আমি এর সত্যতা যাঁচাই করে দেখি, যদি এটা সত্য হয় তাহ'লে তুমি যা চাও তাই তোমাকে উপহার দেব। আর যদি তা না হয়

* *অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

http://islaminonesite.wordpress.com

তাহ'লে তোমাকে পাকড়াও করব না। কারণ স্বপ্ন কখনও সত্য হয় আবার কখনও মিথ্যা হয়। সে বলল, হে আমীরুল মোমেনীন আমাকে এখন কিছু দিন, না দিলে লোকে যখন জানবে যে আমি বাদশাহর নিকট হ'তে খালি হাতে ফিরে এসেছি, তখন আমার মান সম্মান আর কিছুই থাকবে না। অতএব এখন কিছু দেন। আর হাঁ আমি যা বলেছি, তা যদি সত্য না হয়, তাহ'লে আমার স্ত্রীকে তিন তালাক। খলীফা বললেন, যাও একে ১০,০০০ দিরহাম দিয়ে দাও এবং একজনকে যামিন রাখ। তাকে উক্ত দিরহাম দেওয়া হলে বলা হ'ল তোমার যামিন কে হবে? সে এদিক ওদিক তাকিয়ে খলীফার এক গোলামকে দেখিয়ে বলল, এই গোলাম আমার যামিন হবে। উক্ত গোলামটি দেখতে অত্যন্ত সুদর্শন ছিল এবং খলীফারই স্নেহের পাত্র ছিল। সাঈদের এই কথা শুনে তার মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল এবং তার যামানত সে গ্রহণ করতে রাযী হয়ে গেল। পরের দিন সকালে সে পুনরায় খলীফার দরবারে হাযির হয়ে বলল, হে আমীরুল মোমেনীন! বলুন আপনার স্বপ্নের কথা, আপনি স্বপ্নে কি দেখলেন? খলীফা রাগে দাঁত কিড়মিড় করছিলেন এবং তার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। কারণ সাঈদ যা বলেছিল খলীফা হুবহু তাই স্বপ্নে দেখেছিলেন। সাঈদ খলীফার এই রাগ দেখে দৃঢ় ভাবে বলল, হে আমীরুল মোমেনীন! আমি যা বলেছি তা যদি আপনি স্বপ্নে না দেখে থাকেন, তবে আমার স্ত্রীকে তালাক। মাহ্‌দী বললেন, কি ব্যপার তুমি এত দৃঢ় ভাবে তালাকের জন্য কসম করছ কেন? সে বলল, এজন্য যে, আমি সত্যের উপর কসম করছি। এবার খলীফা মাহ্‌দী স্বীকার করলেন, হাঁ। সত্যই তুমি যা বলেছিলে আমি পরিষ্কার ভাবে হুবহু ঐ স্বপ্ন দেখেছি। একথা শুনে সাঈদ জোরে শোরে 'আল্লাহু আকবর' বলে তাকবীর ধ্বণি দিল। খলীফা খুশি হয়ে বললেন, ৩,০০০ দিনার, ১০ বাক্স উন্নতমানের রকমারী কাপড় ও আসবাব পত্র সহ উন্নত মানের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তিনটি ঘোড়া দেওয়া হউক। কর্মচারীরা আদেশ পালন করল। সাঈদ যখন উক্ত মালামাল নিয়ে যাচ্ছিল তখন সেই যামিনদার গোলাম সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, দাঁড়াও! আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও। সে বলল, বল তোমার প্রশ্ন কি? সে প্রশ্ন করল, তুমি যে স্বপ্নের কথা খলীফাকে বলেছিলে ওটা কি সত্যি সত্যিই দেখেছিলে? সাঈদ উত্তরে বলল, না কোন দিনই আমি এধরণের স্বপ্ন দেখিনি। ২য় প্রশ্নঃ তাহ'লে তুমি কি করে নিজ স্ত্রীর তালাকের উপর কসম করে বসলে? সে উত্তরে বলল, দেখ এ ধরণের গোপণীয় কথা তোমাকে বলা উচিৎ নয়। কিন্তু যামিন হয়ে তুমি আমার উপকার করেছ, তাই তোমাকে বলছি। এই বলে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলে গেল। পরে খলীফা তাকে ক্বাযী হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

এখন আমার প্রশ্ন কি সে উত্তর? যার ফলে তালাকের মত কঠিন বস্তুর উপর সে কসম করতে পারল?

[বিঃদ্রঃ উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ আগামী ২৫ শে জুন '৯৮। সঠিক উত্তর দাতাদের নাম পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।]

# হাদীছের গল্প

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম*

(ক) হযরত ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘোষককে 'ছালাতের জন্য হাযির হও' এ ঘোষণা দিতে শুনে মসজিদে চলে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছালাত আদায় করলাম। ছালাত শেষে তিনি মিম্বরে বসে মৃদু হেসে বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ছালাতের স্থানে বসে থাক। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান আমি তোমাদেরকে কেন একত্রিত করেছি? ছাহাবীগণ উত্তর দিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদেরকে কিছু দেওয়ার জন্য অথবা কোন ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্য সমবেত করিনি, বরং 'তামীম দারীর' বর্ণিত একটি ঘটনা শুনানোর জন্যই একত্রিত করেছি। তামীম দারী ছিলেন একজন খৃষ্টান, তিনি আমার নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি আমাকে এমন একটি ঘটনা শুনিয়েছেন, যা ঐ কথার সাথে মিল রাখে, যে কথা আমি তোমাদেরকে মাসীহে দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছি।

তামীম দারী আমাকে বলেছেন, একবার তিনি 'লাখম ও জুযাম' গোত্রের ৩০ জন লোকের সঙ্গে একটি সামুদ্রিক নৌকায় সফরে বের হয়েছিলেন। বিশাল সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা তাদেরকে দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত এদিক সেদিক ঘুরাতে ঘুরাতে অবশেষে একদিন সূর্যাস্তের সময় একটি দ্বীপের কাছে নিয়ে পৌছাল। অতঃপর তারা উক্ত বড় নৌকার গায়ের সাথে বাঁধা ছোট ছোট নৌকা যোগে দ্বীপটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তথায় তাঁরা এমন একটি ভয়ংকর জানোয়ারের সাক্ষাৎ পেলেন, যার সারা দেহ ছিল বড় বড় পশমে ঢাকা। অধিক পশমের কারণে তার অগ্র- পশ্চাত কিছুই নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছিল না। তখন তাঁরা একে লক্ষ্য করে বললেন, তোর অমঙ্গল হোক! তুই কে? জানোয়ারটি বলল, আমি জাস্‌সাস-(অর্থাৎ গুপ্ত সংবাদ অন্বেষণ কারী)। তোমরা এই গির্জায় আবদ্ধ লোকটির নিকটে যাও। সে তোমাদের তথ্যাদি জানার ও শুনার প্রত্যাশী।

তামীম দারী বলেন, উক্ত জন্তুর কাছে লোকটির কথা শুনে তার প্রতি আমাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হ'ল যে, এটি হয়ত জ্বিন হ'তে পারে। তখন আমরা দ্রুত তথায় গেলাম এবং গীর্জায় প্রবেশ করে সেখানে একটি প্রকান্ড দেহ ধারী মানুষ দেখতে পেলাম। ইতিপূর্বে যা আমরা কখনও দেখিনি। সে ছিল খুব শক্ত ভাবে বাঁধা অবস্থায়। তার হাত ঘাড়ের সাথে এবং হাটুদ্বয় নীচের উভয় গিটের সাথে লৌহ শিকল দ্বারা একত্রে বাঁধা ছিল। আমরা তাকে বললাম, তোর অমঙ্গল হোক! তুই কে? সে বলল,

* প্রভাষক, ইসলামী শিক্ষা, গাংণী কলেজ, মেহেরপুর

নিশ্চয়ই তোমরা আমার সম্পর্কে জানতে পারবে, আমি আমার পরিচয় গোপন করব না। তবে তোমরা প্রথমে আমাকে বল তোমরা কে? তারা উত্তর দিল, আমরা আরবের লোক। আমরা সমুদ্রে একটি নৌকায় আরোহী ছিলাম। দীর্ঘ একমাস সাগরের ঢেউ আমাদের এদিক সেদিক ঘুরিয়ে এখানে এনেছে। এরপর আমরা অত্র দ্বীপে প্রবেশ করার পর সারা দেহে ঘন পশমে আবৃত একটি জন্তুর সাক্ষাৎ পাই। সে আমাদেরকে এই গীর্জায় আসতে বলায় আমরা দ্রুত তোমার নিকট এসে উপস্থিত হয়েছি।

সে বলল, আচ্ছা তোমরা আমাকে বল দেখি! 'বায়সান' এলাকার খেজুর বাগানে ফল আসে কি? (বায়সান হেজাযের একটি জায়গার নাম)। আমরা বললাম, হ্যাঁ আসে। সে বলল, অদূর ভবিষ্যতে সেই বাগানের গাছে ফল ধরবে না। আবার সে বলল, আচ্ছা বল দেখি! 'তাবারিয়া' এর নদীতে কি পানি আছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ প্রচুর পরিমাণে পানি আছে। সে বলল, অচিরেই ঐ নদীর পানি শুকিয়ে যাবে। তারপর সে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বল দেখি! 'যোগার' ঝর্ণায় পানি আছে কি? এবং সেখানকার জনগণ কি উক্ত ঝর্ণার পানি দ্বারা ক্ষেত-খামারে ফসলাদি উৎপাদন করে? আমরা বললাম, হ্যাঁ, এতে প্রচুর পানি আছে এবং সেখানকার বাসিন্দাগণ তার পানি দ্বারা ক্ষেত-খামার চাষাবাদ করে। অতঃপর সে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বল দেখি! উম্মীদের নবীর সংবাদ কি? আমরা বললাম, তিনি মক্কা হ'তে হিজরত করে বর্তমানে মদীনায় অবস্থান করছেন। সে বলল, আচ্ছা বল দেখি! আরবরা কি তাঁর সাথে লড়াই করেছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ করেছে। সে বলল, তিনি তাদের সাথে কি আচরণ করেছেন? এর উত্তরে আমরা বললাম, তাঁর আশে পাশের আরবদের উপর তিনি বিজয়ী হয়েছেন এবং জনগণ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছে। এতদশ্রবণে সে বলল, তোমরা জেনে রাখ । তাঁর আনুগত্য করাই তাদের পক্ষে মঙ্গল হয়েছে।

আচ্ছা এবার আমি আমার অবস্থা বর্ণনা করছি, আমি 'মাসীহে দাজ্জাল'। অদূর ভবিষ্যতে আমাকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে। আমি বের হয়ে যমীনে বিচরণ করব। মক্কা-মদীনা ব্যতীত এমন কোন জনপদ বাকী থাকবে না যেখানে আমি চল্লিশ দিনের মধ্যে প্রবেশ করব না। ঐ দুই স্থানে প্রবেশ করা আমার উপর নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যখন আমি এর কোন একটিতে প্রবেশ করতে চাইব তখন মুক্ত তরবারী হাতে ফেরেশতা এসে আমাকে প্রবেশ করা হ'তে বাধা প্রদান করবে। বস্তুতঃ এর প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতা পাহারা রত আছে।

বর্ণনাকারী বলেন, এ পর্যন্ত বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আপন লাঠি দ্বারা মেম্বরে টোকা দিয়ে বললেন, ইহা ত্বাইয়েবাহ, ইহা ত্বাইয়েবাহ (অর্থাৎ পবিত্র শহর মদীনা)। অতঃপর তিনি বললেন, ইতিপূর্বে আমি কি তোমাদেরকে এই হাদীছ বর্ণনা করিনি? লোকেরা বলল, জী হ্যাঁ।

অতঃপর তিনি বললেন, দাজ্জাল সিরিয়ার কোন এক সাগরে অথবা ইয়ামেনের কোন এক সাগরে আছে। পরে বললেন, না বরং সে পূর্ব দিক হতে আগমন করবে। এই বলে তিনি তাঁর হাত দ্বারা পূর্বদিকে ইশারা করলেন। -মুসলিম, মিশকাত হাদীছ সংখ্যা-৫৪৮২।

(খ) হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) আমার ঘরে ছিলেন এবং দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বের তিন বৎসর এরূপ হবে যে, এর প্রথম বৎসর আসমান তার এক তৃতীয়াংশ বর্ষণ এবং যমীন তার এক তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে। দ্বিতীয় বৎসর আসমান দুই তৃতীয়াংশ বর্ষণ এবং যমীন দুই তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে। আর তৃতীয় বৎসর আসমান তার সমস্ত বর্ষণ এবং যমীন তার সমুদয় উৎপাদন বন্ধ রাখবে। ফলে ক্ষুর বিশিষ্ট প্রাণী, যেমন গরু, ছাগল প্রভৃতি এবং শিকারী দাঁত বিশিষ্ট জন্তু ও হিংস্র জানোয়ার ধ্বংস হয়ে যাবে।

দাজ্জালের সবচেয়ে মারাত্মক ফিৎনা এই হবে যে, সে কোন বেদুঈনের নিকট এসে বলবে, বলতো! যদি আমি তোমার মৃত উটগুলি জীবিত করে দেই, তা হ'লে তুমি কি আমাকে 'রব' হিসাবে বিশ্বাস করবে? সে বলবে হ্যাঁ। তখন শয়তান তার উটের আকৃতিতে উত্তম স্তন ও মোটা তাজা কুঁজ বিশিষ্ট অবস্থায় তার সামনে হাযির হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অতঃপর দাজ্জাল এমন এক ব্যক্তির নিকটে আসবে যার ভ্রাতা ও পিতা মারা গিছে। তাকে বলবে, তুমি বল তো, যদি আমি তোমার পিতা ও ভ্রাতাকে জীবিত করে দেই, তবে কি তুমি আমকে প্রভু হিসাবে বিশ্বাস করবে? সে বলবে হাঁ, নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব। তখন শয়তান তার পিতা ও ভ্রাতার অবিকল আকৃতি ধারণ করে আসবে। হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, এ পর্যন্ত বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের কোন প্রয়োজনে বের হয়ে গেলেন এবং কিছু সময় পর ফিরে এলেন। এদিকে দাজ্জালের এ সমস্ত তান্ডবের কথা শুনে উপস্থিত জনতা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পতিত হ'ল। আসমা (রাঃ) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দরজার উভয় বাজুতে হাত রেখে বললেন, হে আসমা কি হয়েছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনায় আপনিতো আমাদের কলিজা বের করে ফেলেছেন। তখন তিনি বললেন, এতে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কেননা সে যদি বের হয় আর আমি যদি জীবিত থাকি, তখন আমিই দলীল প্রমাণের দ্বারা তাকে প্রতিরোধ করব। আর যদি আমি জীবিত না থাকি তখন প্রত্যেক মুমিনের সাহায্যকারী হিসাবে আল্লাহই হবেন আমার স্থলাভিষিক্ত। আসমা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র কসম! আমাদের অবস্থা হ'ল আমরা আটার খামীর তৈরী করি এবং রুটি প্রস্তুত করে অবসর হ'তে না হ'তেই পুনরায় ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়ি। সুতরাং সেই দুর্ভিক্ষের সময় মুমিনের অবস্থা কিরূপ হবে? তিনি বলেন, তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য সেই বস্তুই যথেষ্ট হবে, যা আসমান বাসীদের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে। আর তাহ'ল তাসবীহ ও তাকদীস বা আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করা। -আহমাদ, মিশকাত হাদীছ সংখ্যা ৫৪৯১।

*[হাদীছটিতে একজন রাবী আছেন শহর বিন হাওশাব, যিনি দুর্বল।- আলবানী, হাশিয়া মিশকাত।]*

চিকিৎসা জগত

# হাঁপানি রোগের কারণ ও প্রতিকার

হাঁপানি একটি শ্বাসকষ্টজনিত বক্ষ ব্যাধি। বাংলাদেশে অসংখ্য হাঁপানি রোগী শ্বাসকষ্টের যন্ত্রণায় ভুগছেন। এটি এমন একটি অসুখ যখন শ্বাসকষ্ট থাকবে না তখন রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ। কিন্তু যখন শ্বাসকষ্ট থাকবে তখন রোগীর কাছে মনে হয় মৃত্যু অতি সন্নিকটে। যেন শ্বাসকষ্টের আরেক নাম মৃত্যু। তাই বলে সব শ্বাসকষ্টই হাঁপানি নয়। শ্বাসকষ্টের রয়েছে অসংখ্য কারণ। তার মধ্যে হাঁপানি বা অ্যাজমা অন্যতম।

মাঝে মধ্যে শ্বাসকষ্ট হওয়া এবং মাঝে মধ্যে ভাল থাকা হাঁপানির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তার সাথে যুক্ত হ'তে পারে বুকের মধ্যে শাঁ শাঁ শব্দ করা। হাঁপানির আরো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সেটি হলো শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ার পিছনে কাজ করে একটি নির্দিষ্ট অ্যালার্জি জাতীয় বস্তু শরীরে প্রবেশ করলে এবং তখন সালবিউটামল জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করলে খুব দ্রুত শ্বাসকষ্ট কমে যায়।

হাঁপানি অসুখের সাথে সাথে মনে হয় এটি একটি বংশগত অসুখ। কথাটি পুরাপরি না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য। কারণ বিবেচনা করলে হাঁপানিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো 'এক্সট্রিনসিক অ্যাজমা' এবং অন্যটি হলো ইনট্রিকসিক অ্যাজমা। প্রথম ধরনের হাঁপানির রোগীর সংখ্যাই বেশী এবং এটা বংশগত হওয়ার ঝুঁকি বেশী থাকে। দ্বিতীয়টি কিন্তু বংশগতভাবে হয় না এবং এই ধরনের হাঁপানিতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে কম।

বংশগত হাঁপানিতে সাধারণতঃ দেখা যায় বাবা ও মা দু'জনেই যদি হাঁপানিতে ভোগেন, তবে ছেলে-মেয়ের এই অসুখ হওয়ার ঝুঁকি খুব বেশী থাকে। যদি বাবা-মার একজন রোগী হন, তবে ছেলে-মেয়েদের এই অসুখ হওয়ার আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। আর মা-বাবার একজনও যদি রোগী না হন, তবে শিশুর হাঁপানিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি খুব কম থাকে।

**বংশগত হাঁপানির বৈশিষ্ট্য-**

(১) পরিবারে হাঁপানি বা অন্যান্য অ্যালার্জি জাতীয় অসুখের ইতিহাস পাওয়া যায়।

(২) সাধারণতঃ কম বয়সেই এই হাঁপানি শুরু হয়। অর্থাৎ বেশিরভাগ রোগীই থাকে অনুর্ধ্ব ৩০ বৎসর।

(৩) শ্বাসকষ্ট বা কাশির প্রবণতা সাধারণ সিজনাল হয়।

(৪) তাদের রক্ত পরীক্ষায় সাধারণতঃ 'আইজিই' নামক এক প্রকার প্রতিরোধক অ্যান্টিবডি বেশি থাকে।

(৫) নির্দিষ্ট অ্যালার্জেন দ্বারা চামড়ার পরীক্ষা করলে তা পজিটিভ পাওয়া যায়।

(৬) আর এই জাতীয় হাঁপানির শ্বাসকষ্ট কমে যাওয়ার একটি বিশেষ প্রবণতা থাকে।

(৭) এই জাতীয় হাঁপানিতে পুরুষেরাই বেশি আক্রান্ত হয়।

(৮) বংশগত হাঁপানি রোগীর থাকে হাঁপানির সাথে আরো অন্যান্য অ্যালার্জি জাতীয় অসুখ। যেমন অ্যালার্জিক রাইনাইটিস অর্থাৎ নাক দিয়ে প্রচুর পানি ঝরতে থাকা, এক্সিমা, চোখ লাল হওয়া ইত্যাদি আনুষঙ্গিক অসুখ। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় অ্যালার্জিক রাইনাইটিস ও হাঁপানির সম্পৃক্ততা।

যদিও এই জাতীয় হাঁপানি বংশগত, তবু এর সঠিক শ্রেণী বিন্যাস এখনও সম্পূর্ণ জ্ঞাত নয়। বংশ পরম্পরায় নেমে আসা জিন এখনও পুঙ্খানুপঙ্খরূপে নির্ধারণ করা যায়নি। তাছাড়া বংশগত হাঁপানির ক্ষেত্রে অ্যালার্জি জাতীয় বস্তুর সংস্পর্শ পরিহার করতে হবে। বংশগত ছাড়া অন্য জাতীয় হাঁপানি সাধারণ বয়স্কদের হয়। তবে বেশিরভাগ হাঁপানি রোগীর শ্বাসনালিতে ভাইরাল ইনফেকশনের সাথে হাপানির একটি যোগসূত্র রয়েছে। আর তাই শীতকালেই হাঁপানি রোগীর সংখ্যা বেশি চোখে পড়ে। হাঁপানি বংশগত হোক আর না হোক ইহা শ্বাসনালিতে বিশেষ এক ধরনের প্রদাহ। তাই চিকিৎসার ক্ষেত্রেও শুধু শ্বাসনালীর প্রশস্ততা বৃদ্ধির জন্য ওষুধ খেলেই হবে না। ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ কমানোর ওষুধ সাথে সাথে প্রয়োগ করতে হবে।

কয়েক বছর পূর্বে হাঁপানির কারণ সম্বন্ধে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের যে ধারণা ছিলো আজ কিন্তু সেই ধারণার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে আজকাল বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ হাঁপানির চিকিৎসা শুরু করেছেন। সারা বিশ্ব জুড়েই হাঁপানি রোগীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এক হিসাবে দেখা যায়, পৃথিবীতে মোট ১০ কোটি বা তারো বেশী হাঁপানি রোগী রয়েছে। বাংলাদেশে এখনো এ ব্যাপারে কোন সার্ভে হয়নি। তবু অনেকে মনে করেন, প্রায় ৫০ লাখ আবার কেউ কেউ মনে করেন এক কোটি হাঁপানি রোগী রয়েছেন আমাদের দেশে। আপনারা শুনলে আশ্চর্য হবেন ১৯৮৪ সালে অলিম্পিকে ৬০৯ জন আমেরিকান খেলোয়াড় অংশ নিয়েছিলো। এদের ভিতর ৬৭ জনের হাঁপানি ছিল। অথচ এই ৬৭ জনের মধ্যে ৪১ জন জয় করে ছিলো বিভিন্ন পদক। একজন আমেরিকান পরিকল্পিত চিকিৎসা নিয়ে

হাঁপানি নিয়ন্ত্রণ করে জয় করেছে অলিম্পিক অথচ আমাদের দেশে হাঁপানিতে আক্রান্ত মানুষ ধুঁকে ধুঁকে মরছে পরিকল্পনাহীন চিকিৎসার জন্য।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের চেয়ে হাঁপানি নিয়ন্ত্রণ অনেক সময় বেশী কঠিন। কারণ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ-এর ভিত্তি হলো খাদ্য নিয়ন্ত্রণ বা রোগীর নিজের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। অথচ হাঁপানি নিয়ন্ত্রণ-এর ভিত্তি ঠাণ্ডা, ধূলা, ভাইরাস বা পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ যার বেশীর ভাগের ওপর রোগীর কোন হাত নেই। শীত এসেছে এই মৌসুমে সারা দেশের হঁপানি রোগীরা কম-বেশী সঙ্কটের সম্মুখীন। পৃথিবীতে যখন হার্ট এটাক, উচ্চ রক্তচাপ ক্যান্সারের মতো মরণ ব্যাধির কারণে মৃত্যুর হার কমছে ঠিক সেই সময় সমস্ত পৃথিবীতে পরিবেশ দূষণের কারণে হাঁপানি সমস্যাও বাড়ছে। মৃত্যুর হার বাড়ছে। পূর্বেই লিখেছি, পরিকল্পনাবিহীন এবং অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে প্রচুর সংখ্যক হাঁপানি রোগী হয় অসুস্থ নয়তো মৃত্যু পথযাত্রী। জড়ি, বুটি, সালসা, গরুর পিত্তথলি, মাদুলী, তাবিজ ইত্যাদি দিয়ে এখনো হাঁপানি রোগীকে সুস্থ হবার গ্যারান্টি দিয়ে অহেতুক প্রতারণা করা হচ্ছে। আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামের সহজ-সরল মানুষকে কিভাবে চিকিৎসার ব্যাপারে প্রতারণা করা হচ্ছে সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অল্প বয়সী মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেয়া হয় এই আশায় যে, বিয়ের পর হাঁপানি ভাল হয়ে যায়। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বিয়ের সাথে হাঁপানি ভাল হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই বরং বিয়ের পর সংসারের বিভিন্ন টানাপড়নে এবং মানসিক চাপে নুতন করে হাঁপানির শিকার হবার ঝুঁকি থাকে।

হাঁপানি একটি দীর্ঘমেয়াদি রোগ। শ্বাসকষ্টের কারণ তিনটি। প্রথমত শ্বাসনালী সংকুচিত হওয়া, দ্বিতীয়ত মিউকাস জাতীয় আঠালো রস নির্গত হওয়া এবং তৃতীয়ত প্রদাহের ফলে শ্বাসনালীর ভিতরের মিউকাস আবরণী ফুলে যাওয়া। প্রদাহ বিরোধী ওষুধ সরাসরি শ্বাসনালীর অভ্যন্তরে ফুলা কমাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মিউকাস জাতীয় রস তৈরী কমে যাবে এবং শ্বাসনালী প্রসারক ওষুধের কার্যকারিতা বাড়াবে। এই প্রদাহ বিরোধী ওষুধগুলো শ্বাসনালীর সংবেদনশীলতা কমিয়ে দেয় এবং তার ফলে হাঁপানির প্রকোপ কমতে থাকে।

বিক্লোমেথা সোনকে অর্থাৎ স্টেরয়েড ইনহেলার আজকাল হাঁপানির প্রতিষেধক হিসাবে গণ্য করা হয়। ওষুধটি সরাসরি শ্বাসনালীর প্রসারণ ঘটায় না, তাই তাৎক্ষণিক উপকার হয় তো পাওয়া যায় না, তবে দীর্ঘ দিন যাবৎ নিয়মিত ব্যবহার করলে শ্বাসনালীতে প্রদাহ হ'তে পারে না।

সে কারণে শ্বাসনালী সংকুচিত হয় না। ফলে শ্বাসকষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না। এর ফলে রোগী সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারে। এ ছাড়া রয়েছে সারবুটামল এবং সারমেটারল ইনহেলার। যেগুলো তাৎক্ষণিক শ্বাস কষ্ট কমিয়ে দেয়। মজার ব্যাপার হলো। আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত রোগীও মনে করেন যে, ইনহেলার হলো জীবনের শেষ চিকিৎসা এবং একবার ইনহেলার ব্যবহার করলে সারা জীবনই সেটা ব্যবহার করতে হবে। মনে রাখবেন, ইনহেলার সব সময়ই প্রাথমিক চিকিৎসা এটা নিরাপদ, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মুক্ত এবং দ্রুত কাজ করে। এখনো এমন কোন ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। যার সাহায্যে হাঁপানি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায় কিন্তু এখন যে ধরনের ওষুধ পাওয়া যায় তা সঠিক এবং সুষ্ঠ মতো ব্যবহার করলে ডায়াবেটিস এবং হাইপারটেনশন এর মতো হাঁপানিকেও নিয়ন্ত্রণে রেখে সুস্থ জীবন যাপন সম্ভব। তাই হাঁপানির চিকিৎসায় আর অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ধারা নয় বিজ্ঞান ভিত্তিক সুষ্ঠ এবং সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ করে হাঁপানি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। পরিকল্পনা মতো এবং বৈজ্ঞানিকভাবে যতো এই রোগের চিকিৎসা করাবেন রোগ ততো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে আসবে।

# হাঁস মুরগির রোগ ও তার প্রতিরোধ

আমাদের দেশে প্রতিবছর অনেক হাঁস-মুরগি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। হাঁস-মুরগি সাধারণত নিম্নে বর্ণিত রোগগুলো দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। মুরগির রোগ হল, যেমন-রাণীক্ষেত, বসন্ত, গামবোরো, কলেরা, রক্ত আমাশয়, কৃমি, উঁকুন। এছাড়া হাঁসের রোগ হল, যেমন-কলেরা ও ডাক প্লেগ।

হাঁস-মুরগির রোগ দমন ও প্রতিরোধের জন্য নিম্নে বর্ণিত বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। (১) হাঁস-মুরগির ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস থাকা প্রয়োজন। (২) হাঁস-মুরগির থাকার জায়গা সর্বদা শুকনো রাখা প্রয়োজন। (৩) হাঁস-মুরগির ঘর সর্বসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। (৪) হাঁস-মুরগিকে পরিষ্কার পানি ও সুষম খাদ্য দিতে হবে। (৫) বাজার থেকে কিনে আনা হাঁস-মুরগি ৫-৭ দিন পর্যন্ত পৃথক জায়গায় রাখতে হবে। (৬) হাঁস-মুরগির অসুস্থ হবার সাথে সাথে আলাদা করতে হবে। (৭) অসুস্থ হাঁস-মুরগি বাজারে বিক্রয় করা ঠিক নয়। (৮) রোগাক্রান্ত হাঁস-মুরগির ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি পরিষ্কার করে রাখতে হবে। (৯) হাঁস-মুরগির (অসুস্থ) বিষ্ঠা ও লালা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। (১০) সুস্থ হাঁস-মুরগিকে নিয়মিত সংক্রামক রোগের টিকা দিতে হবে। (১১) হাঁস-মুরগিকে মাঝে মাঝে কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হবে। (১২) মৃত হাঁস-মুরগিকে মাটির নিচে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

# কবিতা

## অনুরোধ

*-মুহাম্মাদ আবু আহসান লিপু*
*ইসলামের ইতিহাস, ৩য় বর্ষ*
*রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়*

রেলগাড়ির দিকে তাকালে জর্জ স্টিফেনসনকে মনে পড়ে
বেতার দেখলে মার্কনিকে মনে পড়ে
ঘড়ি দেখলে গ্যালিলিওর প্রতি ভক্তি আসে।
এরোপ্লেনে উঠলে রবার্ট বয়েলকে ধন্যবাদ জানাই
অ্যাটমবোমার বিস্ফোরণে রবার্ট হিমারকে স্মরণ করি
তাজমহল দেখলে শাহজাহানকে সালাম জানাই।
অথচ!!!
সমগ্র পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তাকে আমরা অস্বীকার করি
অস্বীকার করি স্টিফেনসন, মার্কনি, হিমারের সৃষ্টিকর্তাকে,
শুধু তাই না পৃথিবীর তাবত শকুনিরা ঠুকরাচ্ছে
সৃষ্টিকর্তা প্রেরিত ইসলামকে এ ধরা হ'তে উচ্ছেদ করার জন্য।
এদের কাছে অনুরোধ করি-
এই মহাবিশ্বের আকার, অগনিত নক্ষত্রমণ্ডলীর সংখ্যা
কল্পনাতীত জড় পিন্ডের ওজন, চন্দ্র-সূর্যের আবর্তন,
প্রকৃতির সুশৃংখলিত নিয়মাবলীর কথা একবার চিন্তা করতে।
আমি অনুরোধ করি-
নিজেদের শারীরিক গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি
মন, মেজাজ, প্লোটোপ্লাজম ও আত্মার স্বরূপ
নিয়ে একবার চিন্তা করতে।
অনুরোধ করি-এদের কাছে আমি শতবার
জীবন ও বেঁচে থাকার উপকরণ সমূহের সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে চিন্তা করতে একবার।
তাহলে মন ও বিবেকের দ্বন্দ্ব আর থাকবে না
এ ধরনের চিন্তাশীলরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মানবে না।

***

## একটু আশ্রয়

*-মুহাম্মাদ শফীকুল আলম*
*পাংশা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, রাজবাড়ী*

খুঁজে ফিরে কাতর কণ্ঠে
জপছি তোমার নাম,
দেখা দাও প্রভু আমার দুয়ারে
রেখ না কোন অভিমান।
ভুলে যা আমি করেছি পান
পাইনি সেথা সুখ-শান্তি।
জীবন তরী ধেয়েছি সে পথে
যে পথে শুধু ভুল-ভ্রান্তি।
বুঝেছি আজি সীমান্তে দাঁড়িয়ে
করেছি এ কি ভুল!
জগৎ সেতো মানব জীবনে
দু'দিনের বকুল।
ভুল-ভ্রান্তি যা কিছু প্রভু
আজি ক্ষমার চোখে নাও,
এই অভাগারে তোমার দুয়ারে
একটু আশ্রয় দাও।

***

## হে আত-তাহরীক!

*-মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবীর*
*গ্রামঃ হেলেন্চা পোঃ ভাদুরিয়া*
*নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর*

হে আত-তাহরীক! শুভ হৌক তোমার অগ্রযাত্রা
তোমার উপস্থাপনা অভিভূত করেছে আমাকে অতিমাত্রা।
মুসলিম জাতি যখন নির্যাতনের যাতাকলে পিষ্ট,
ইসলাম ধ্বংস করতে বাতিলেরা যখন একনিষ্ঠ,
ইসলামের আকাশে দেখি ঘন ঘোর অমানিশা
মুসলিম জাতি আজ পাচ্ছেনা সঠিক পথের দিশা
হতাশায় ভূগছে জাতি, কবে দেখা পাবে মুক্তির?
অনুভব হয়, প্রয়োজন এখন ঐক্যবদ্ধ শক্তির।
তোমার আবির্ভাব ঠিক তখনি ধুমকেতুর মত,
বিদূরিত করবে তুমি, ধরা পৃষ্ঠ হ'তে আছে বাতিল মতবাদ যত।
ইসলামকে যারা বিভক্ত করেছে নিজ নিজ ধারণায়,
তাদেরকে আজ বুঝতে হবে এরই নাম ইসলাম নয়।
এ দায়িত্ব আজ তোমার, জাগাও মুসলিম জাতিকে,
ঈমানের বলে বলীয়ান হৌক, নয় অন্য কোন নীতিতে।
মুসলিম জাতির এ দুঃসময়ে দেখাতে হবে দিক,
এ দায়িত্ব নিতে হবে তোমায়, হে আত-তাহরীক!

***

## পণ করেছি মনে

*-মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান*
*গ্রামঃ চক কন্দরপুর*
*মহাদেবপুর, নওগাঁ*

ধীরে ধীরে বড় হয়ে
জ্ঞানার্জন করব
মাদ্রাসাতে পড়ে আমরা
কুরআন-হাদীছ শিখব।
কোন্‌টা শিরক, কোন্‌টা বিদ'আত
কেমনে আমরা জানব

Contents



মাসে মাসে তাহরীক পড়ে
সত্যটাকে শিখব?
চার দফা ঐ কর্মসূচীতেই
জীবন খানি গড়ব
প্রাতে উঠে ছালাত শেষে
কুরআন-হাদীছ পড়ব।
জিহাদের ডাক এলে আর
ঘুমিয়ে নাহি থাকব
সকল বিধান বাতিল করে
অহি-র বিধান মানব।

***

## তাহরীক

*-মুহাম্মাদ আফযাল হোসায়েন*
*শিক্ষক, আল-মারকাযুল আস সালাফী,*
*নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

মিষ্টি মিষ্টি কথা বল,
ধীরে ধীরে এগিয়ে চল।
আমি যখন একা চলি
তোমার সাথে কথা বলি।
পড়ি যখন হুতাশনে
সাথী হও সমাধানে,
সহায় হও জ্ঞান সাগরে
পথ দেখাও অন্ধকারে।
লক্ষ ঘরে হচ্ছে তাহ্‌ক্বীক্ব
তাই তোমার নাম আত-তাহরীক।

***

## উপদেশ

*-মুহাম্মাদ হাসানুয্যামান*
*কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসা*
*কলারোয়া, সাতক্ষীরা*

লেখাপড়া কর বন্ধু করিওনা হেলা,
মন দিবে এতে সদা অবসরে খেলা।
লেখাপড়া না করিলে জীবন মিছা তার,
অন্ধ সদা যেন সে এই দুনিয়ার।
সবার মনে থাকবে গাঁথা শুধু জ্ঞানের ছবি,
জ্ঞান শিক্ষা করা অপরিহার্য বলেছেন নবী।
জ্ঞানী আর মূর্খ ব্যক্তি নয়কো সমান,
সবার নিকট জ্ঞানী ব্যক্তি পায় সম্মান।
প্রভুও জ্ঞানের মর্যাদা দিয়েছেন সদা
লেখাপড়া থেকে জ্ঞান হয় পয়দা।
জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও ভালো,
স্মরণ রাখ নবীর কথা, বেছে নাও আলো।
জ্ঞানীরা হয়েছে জ্ঞানী লেখাপড়া শিখে,
কদাচ তারা যায়না আঁধার দিকে।
খাঁটি পথ মিলবে করলে এটা শিক্ষা,
এর দ্বারা পাবে তুমি সর্বদা রক্ষা।
নিত্য দিনে জ্ঞানের দ্বারা লাভ করছে জয়,
মুর্খরায় বরণ করছে সদা পরাজয়।
আবিষ্কার করছে মানব কত আজব লীলা,
সব কিছুর মধ্যে আছে জ্ঞানের মেলা।
পুরুষ এবং মহিলা সবাই হবে জ্ঞানী,
নবীজী আমাদেরকে দিয়েছেন এই বাণী।
শিক্ষিত ব্যক্তির মাঝে লুকিয়ে কত বাণী,
সক্ষম তারা দূর করতে সকল গ্লানী।

***

## অগ্রসর

*-মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন*
*ইয়াছমীন ভ্যারাইটি স্টোর,*
*আরামনগর, জয়পুরহাট*

আত-তাহরীক তুমি মুক্তির সংগ্রাম
এযুগের সঠিক সময়ে দরকার তোমার
ইসলামকে জানার এক অবিস্মরনীয় অবলম্বন
তুমি অনেক দিনের সাধনা।
আত-তাহরীক তুমি জ্ঞানের আঁধার
দেশ-বিদেশের খবর নিয়ে
দেশের রাজনীতির পেক্ষাপটে
তুমিই সকল পত্রিকার শীর্ষে॥
আত-তাহরীক তুমি উজ্জ্বল তারকার ন্যায়
সত্যেকে জানার বহিঃপ্রকাশ
সঠিক পথের নতুন পত্রিকা
ইসলামকে রক্ষার চাবি।
আত্‌-তাহরীক মুসলমানের সত্যকণ্ঠ
ভণ্ডদের আসল শত্রু
ইসলামের এক নতুন দিগন্ত
জ্ঞানীদের অনেক কষ্টের সাধনা।
আত-তাহরীক তুমি হও অগ্রসর
মুসলমান তোমার একান্ত বন্ধু।

***

## সঠিক আলোর পত্রিকা

*-আহসান হাবীব*
*গ্রামঃ মিয়াপুর,*
*চারঘাট, রাজশাহী।*

ঘুরি ফিরি লাইব্রেরী আর
কতই না মাদরাসা
ভেজাল যত পত্রিকা সব
পাইনি আলোর রাস্তা।

দিনে দিনে ইসলামের আলো
হচ্ছে বিমলিন,
তাইতো আমি ছিলাম অধীর
অপেক্ষায় আলোর।
ইসলামী সব পত্রিকাতে আজ
যঈফ হাদীছ ভরা,
ছহীহ হাদীছ নেইত তাতে
মনগড়া প্রায়ই মনগড়া।
বুকের ভেতর অন্ধকার যত
পালিয়ে গেল তারই আলোয়
আল-কুরআন আর ছহীহ হাদীছ
নিয়ে অনেক মজার জিনিস,
বের হ'ল আজ কাজলা থেকে
সঠিক পথের আলো নিয়ে।
জানতে সবাই চাও নাকি ভাই
শুনলে কিন্তু পড়বে সবাই,
পারবে তখন তোমরা সবাই
সমাজটাকে গড়তে আবার।
শোন তবে নামটি তাহার
আত-তাহরীক পত্রিকা ভাই,
পড়বে কিন্তু তোমরা সবাই
এই বলে আজ নিলাম বিদায়।

***

## কবিতা ভালবাসা

*-মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন আকন্দ*
*গ্রামঃ পুটিহার, পোঃ ভাদুরিয়া বাজার*
*নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর*

তাহরীক তোমায় আমি অনেক ভালবেসেছি।
তাইতো আমি তোমার এত কাছে এসেছি।
আরজি করে তুমি আমায় আপন করে নিও
সারা জীবন তোমার পাশে থাকার তাকীদ দিও।
ছিলাম আমি অন্ধকারে দিলে আলোর দিশা
সরিয়ে দিয়ো নয়ন থেকে মিথ্যার কুয়াশা।
দো'আ করি আল্লাহ্‌র কাছে দীর্ঘজীবী হও
চির জীবন মোদের সাথে সত্যের কথা কও।
আত-তাহরীক সবার মোদের নিল মন কেড়ে
সত্যের বাণী পাঠাইল সে সমস্ত দেশ জুড়ে।
জ্ঞানী গুণী সবাই বলে আত-তাহরীক চাই
আলোড়ন সৃষ্টি করলো আত-তাহরীক ভাই।

# সোনামণিদের পাতা

**মে' ৯৮ সংখ্যায় যাদের উভয় প্রশ্নের উত্তর সঠিক হয়েছেঃ**

❑ **হাতেম খাঁ, রাজশাহী মহানগরী থেকেঃ** যয়নব খাতুন, তামান্না ইয়াসমীন, রাফিয়া খাতুন, সালমা খাতুন, শারমীন আখতার, জান্নাতুন নাঈম, সাদিয়া সুলতানা, রুমা খাতুন, শারমীন আখতার, আরেফিনা আক্তার, পারভিন খাতুন, তানজিলা খাতুন, মাসুরা খানম, সুমাইয়া চৌধুরী, নাসিরা খাতুন, রুবিনা খাতুন, শামীম সুলতানা, মুক্তার হোসায়েন মুহাম্মাদ রানা আলী, আবু সায়েম, শাফীকুল ইসলাম, মীযানুর রহমান ও আযম খান।

❑ **কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী মহানগরী থেকেঃ** দিলরুবা আলম, শারমীন আখতার ও গোলাম মাওলা।

❑ **শেখপাড়া, হড়গ্রাম, রাজশাহী থেকেঃ** নাজনীন আরা, জান্নাতুল ফেরদাউস, হালীমা খাতুন, রেহেনা খানম, আছিয়া খাতুন, রেযিয়া খাতুন, আসমিরা খাতুন, শহীদাতুন নেছা, জুলেখা, মাহমূদা, রাযিয়া, ময়না, কমেলা খাতুন, বিউটি খাতুন, ফাহিমা খাতুন, রাহেলা খাতুন, শরীফা, রীনা খানম, খালেদা, আজেদা, রোযিনা, জেসমিন আরা, মারুফা আখতার, সুবেদা খাতুন, মাহফূযা খাতুন, রহীমা খাতুন, মানছুরা খাতুন, মকবুল হোসায়েন, যাকারিয়া, সালাউদ্দীন, রাজুদ্দীন, ছিদ্দীকুর রহমান মিলন, শাহিনুল ইসলাম, ইবরাহীম বিন আরমান, ইবরাহীম বিন আলম, মাহবূব, হারুণ, এন্তাজুল ও ইসমাঈল।

❑ **নগরপাড়া, হড়গ্রাম, রাজশাহী থেকেঃ** শারমীন ফেরদৌস, মুসলিমা খাতুন, খালেদা খাতুন, মমতাজ, আব্দুল্লাহ আল খালেদ, সামাউন ইমাম ও বুলবুল আহমাদ।

❑ **ঝাউতলা, লক্ষীপুর, রাজশাহী মহানগরী থেকেঃ** ফারহানা রহমান, আব্দুছ ছোবহান, মাহবূব আলম, আমান উল্লাহ, ডালিয়া, সানোয়ারা, বিলকিস, লাবনী খাতুন, লাকী খাতুন, মুন্নী খাতুন, সুরাইয়া খাতুন, জুসনা খানম, নাজমা, পপী খানম ও মদীনা খাতুন।

❑ **মহিষবাথান, রাজশাহী মহানগরী থেকেঃ** খালেদা ফেরদৌস, আরিফুর রহমান, সুমন, মনোয়ার হোসায়েন, কাওছার আলী।

❑ **শিলিন্দা বারইপাড়া, রাজশাহী কোর্ট থেকেঃ** এনামুল হক, আবু জামীল, সোহেল রানা ও তানজীলা খাতুন।

❑ **হড়গ্রাম পূর্বপাড়া রাজশাহী থেকেঃ** তাহেরা খাতুন, মিনু আখতার, রুমা খাতুন, নুরেফা খাতুন, নুরুন নাহার, রেশমা, শারমীন, বিজলী, রুবিনা, শারমীন খাতুন, শেফালী খাতুন, তাহমীনা খাতুন, ফাহীমা খাতুন, জাহিমা খাতুন,

কামরুন নেছা, রোযিনা খাতুন, বেবী খাতুন, পারভীন, জামীলা, রাকিবা, শেফালী খাতুন, শুকমন তারা, স্বাধীনা, তানিয়া, ফারুক হোসায়েন, অলিউল ও শফীকুল।

❑ **মোল্লাপাড়া, হড়গ্রাম, রাজশাহী কোর্ট থেকেঃ** আশীকুর রহমান, আখতারুয যামান, ইবরাহীম খলীল, তসলীমুল আরিফ, জেসমিন, রোযিনা আখতার ও ওয়াহীদা আখতার।

❑ **হাড়ুপুর, রাজশাহী থেকেঃ** শরীফুল, আল-আমীন, মাবিয়া খাতুন ও ফাহ্মিদা রহমান।

❑ **হড়গ্রাম, আমবাগান, রাজশাহী থেকেঃ** আয়েশা খাতুন, জেসমিন আজাদ, ইয়াসমীন, জুলেখা খাতুন, লাবিব মারুফ, আতীকুল ইসলাম, স্বজন হোসায়েন, লিমা খাতুন, বুলবুলি, রাবেয়া সুলতানা, উম্মে হানি ও রেযওয়ানা ফাতেমা।

❑ **ঠাঁকুরমারা কলোনী, রাজশাহী কোর্ট থেকেঃ** ইবরাহীম বিন শামসুল ও ইউনুস বিন শামসুল।

❑ **নতুন ফুদ্‌কী পাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** মাসুদ রানা, হাসিনা খাতুন, সাবিনা ইয়াসমীন, জোসনা খাতুন ও মারুফা আখতার।

❑ **সমসপুর মাদরাসা, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** বাবুল হোসায়েন শাহজাহান, আবু বকর, হেলাল উদ্দীন, বাবুল, এম এন হুদা, জাহাঙ্গীর আলম, শরীফ হোসায়েন, আব্দুল্লাহ মামুন রশীদ, শাহীন মামুন, মুনীরুল ইসলাম, মাইনুল ইসলাম, মুজাফফার হোসায়েন হেলাল উদ্দীন।

❑ **হরিপুর, সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** আব্দুল গফ্ফার, আব্দুল মতীন, রেযাউল করীম, জেসমিন ও আ য়ারা।

❑ **মঙ্গলপুর, সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** রাশেদা আখতার, শেফালী খাতুন, যাকিয়া, বিলকিস, নিলুফা, খাদীজা, মমতাজ, আফরোযা, মিনারা খাতুন, পারুল খাতুন, বেলাল উদ্দীন, রইস উদ্দীন, জয়নাল আবেদীন, বাবর আলী, আবুল হোসায়েন, বাবুল হোসায়েন, সোহেল রানা, মুকছেদ আলী, জামাল উদ্দীন।

❑ **নওদাপাড়া মাদরাসা রাজশাহী থেকেঃ** আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব।

❑ **সাতক্ষীরা থেকেঃ** মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-জাহিদ।

### মে'৯৮ সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের উত্তর

১. একটি নবুঅত অন্যটি মে'রাজ।

২. প্রথমটি মসজিদে কুবা (কুবা শহরে)। দ্বিতীয়টি মসজিদে নববী (মদীনা শহরে)।

৩. হযরত ওমর (রাঃ), রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হিজরতের সময়কাল থেকে।

৪. ফেরেশতাদের ইবাদত খানা, সপ্তম আসমানে।

৫. 'জাবালুন নূর' বা নূর পর্বতের 'হেরা' নামক গুহায় প্রথম অহি অবতীর্ণ হয়।

### মে'৯৮ সংখ্যার একটু খানি বুদ্ধি খাটাও -এর উত্তর

১. ডিম, (২) কপাল, (৩) মৌমাছি, (৪) জাল (৫) দুই হাযার পাতা।

### জুন'৯৮ সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা, মাতা, চাচা, দাদা এবং নানার নাম কি ছিল?

২. উম্মাহাতুল মুমিনীন-তাদের নাম কি? কতজন ছিলেন?

৩. রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় কতজন স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁদের নাম কি ছিল?

৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে একজন মাত্র কুমারী ছিলেন, তার নাম কি? কত বৎসর বয়সে রাসূলের (ছাঃ) সঙ্গে তার বিবাহ হয়?

৫. চার খলীফার মধ্যে কোন দুইজন রাসূলের শ্বশুর এবং কোন দুইজন জামাই ছিলেন?

### জুন'৯৮ সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (প্রাণী জগত)

১. এমন কোন্ প্রাণী আছে যার হাড় ও চোখ নেই?

২. নিজ দেহের নির্গত রস দিয়ে কোন্ প্রাণী বাসা তৈরী করে?

৩. এমন কোন্ প্রাণী আছে যার দুধ মাটিতে পড়ার সাথে সাথে শক্ত হয়ে যায়?

৪. কোন্ ক্ষুদ্র প্রাণী সবচেয়ে বেশী উড়তে পারে এবং তার চলার গতিবেগ ঘণ্টায় কত কিলোমিটার?

৫. এমন একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে, যা ডিম পাড়ে কিন্তু বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায় তার নাম কি?

## কবিতা

### চল

-মুহাম্মাদ মেহেদী ছারোয়ার
দুর্বাডাংগা, মণিরামপুর, যশোর।

চল্ চল্ চল্ সোনামণির দল
সঠিক পথে চল।
দাওয়াত ও জিহাদের পথে
সবাই মিলে চল।

http://islaminonesite.wordpress.com

চল্ চল্ চল্ সোনামণির দল।
বুকে ঈমান নিয়ে
মুখে কালেমা নিয়ে।
বীরের মতো চল।
চল্ চল্ চল্ সোনামনির দল।
তাওহীদের পথে চলব মোরা
মোদের হবে জয়
আমরা সোনামণি দল।
চল্ চল্ চল্ সোনামণির দল
অন্ধ অনুস্মরণ করব না
হকের স্মরণ করব।
মোরা নবীণ কিশোরের দল
চল্ চল্ চল্ সোনামণির দল।
***

## সোনামণি করি

-নাজনীন আরা (৭ম শ্রেণী)
হড়গ্রাম, শেখপাড়া, রাজশাহী

সোনামণি করি, তারমানে ভাই
আল্লাহ্র পথে নিজকে গড়ি;
সোনামণি করি, তার মানে ভাই
রাসূলের কথা মানি।
সোনামণি করি, তার মানে ভাই
সত্য-ন্যায়ের পথ ধরি;
সোনামণি করি, তার মানে ভাই
কুরআন-হাদীছের পথে চলি।
সোনামণি করি, তার মানে ভাই
ধাঁধাঁ ও সাধারণ জ্ঞানের মালাপরি।
সোনামণি করি,তার মানে ভাই
অসত্যকে দু'পায়ে দলি।
সোনামণি করি,তার মানে ভাই
অহি-র বিধান মতে চলি।
***

## এই করেছি পণ

-মারিয়া টুমপা (৭ম শ্রেণী)
হাতেম খাঁ, রাজশাহী

আমরা সবে মুসলিম ভাই
মিথ্যা বলা হারাম তাই।
মিথ্যা কথা বললে
আল্লাহ তাতে নারাজ হয়।
মিথ্যা বলা মুনাফেকী
রাসূলের হাদীছেতে রয়।
যত বাধা বিপদ আসুক না
তবু মিথ্যা কথা বলব না।
সত্য কথায় কাটিয়ে দিবো
মোদের সারা জীবন।
সোনামণি শুনো সবে
মোরা এই করেছি পণ।
***

## আন্দোলন

-মুহাম্মাদ আনিছুর রহমান
নওদাপাড়া মাদরাসা রাজশাহী।

সোনামণিতে ভরিয়ে আছে
বাংলাদেশ খানি
বাংলাদেশের আবরণ
সোনামণির আন্দোলন।
সহায় থাকলে আল্লাহ তা'আলা
এগিয়ে চলবে সোনামণিরা।
আল্লাহ বড়ই মেহেরবান
সোনামণিরা এগিয়ে চল।
সত্যপথের পথিক মোরা
ভয় নাই সোনামণির দল।
***

## ছোট্ট মণি

-আব্দুল জলীল (৬ষ্ঠ শ্রেণী)
নওদাপাড়া মাদরাসা রাজশাহী

ছোট্ট মণি, ছোট্ট মণি
গল্প শোন একটু খানি।
আত-তাহরীক পড়বে
অনেক কিছু শিখবে।
ধাঁ ধাঁ-র আসরে বসবে
অনেক ধাঁ ধাঁ জানবে।
আমরা সবাই ছোট্ট মণি
এসো ভাই তাহরীক কিনি।
তাহরীকে আছে অনেক বিষয় লেখা
পাবে তুমি সঠিক পথের দেখা।
***

Contents



## সোনামণি সংবাদ

### সোনামণির শাখা গঠনঃ

**১২. হড়্গ্রাম পূর্বপাড়া জামে মসজিদ শাখা (বালিকা) রাজশাহী কোর্টঃ**

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা নাজমুল ইসলাম

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ ইনতাজুল হক

পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ তাহেরা খাতুন।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ শারমীন খাতুন, শামীমা খাতুন, তানিয়া আখতার, তাছলীমা খাতুন।

**১৩. সমসপুর হাফেযিয়া মাদ্রাসা শাখা, বাগমারা, রাজশাহীঃ**

প্রধান উপদেষ্টাঃ ক্বারী মাওলানা বদরুল ইসলাম

উপদেষ্টাঃ হাফেয মাওলানা আলাউদ্দীন।

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মুজাফ্ফার হোসায়েন

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ শাহজান ইসলাম, হেলাল উদ্দীন, বাবুল হোসায়েন ও বাবুল ইসলাম।

**১৪. মঙ্গলপুর শাখা, (বালিকা), সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহীঃ**

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুসাম্মাৎ শেফালী খাতুন

উপদেষ্টাঃ মুসাম্মাৎ আফরুযা বানু

পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ রাশেদা খাতুন।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ খাদীজা খাতুন, রাযুফা খাতুন, ডলিমা খাতুন ও পারুল খাতুন।

**১৫. মঙ্গলপুর শাখা, সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহীঃ**

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ রেযাউল করীম

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ এরশাদ আলী

পরিচালকঃ জয়নাল আবেদীন।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ আজাহার আলী, শহীদুল ইসলাম, শফীকুল ইসলাম ও বাবুল হোসায়েন।

১৬. হড়গ্রাম আমবাগান শাখা, রাজশাহী কোর্ট-

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন

উপদেষ্টাঃ জাহিদুল ইসলাম

পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ জেসমিন আজাদ।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ আয়েশা খাতুন, মুস্তাকিমা শারমীন, জুলেখা খাতুন, হালিমা খাতুন।

-মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
পরিচালক, সোনামণি।

# স্বদেশ-বিদেশ

## স্বদেশ

### মামলা তদন্তে ধীরগতিঃ আসামীরা ঘুরছে প্রকাশ্যে

### খুন ধর্ষণ নির্যাতন ভয়াবহভাবে বেড়ে চলেছে

সারাদেশে খুন, ধর্ষণ ও শিশু ও নারী নির্যাতনের ঘটনা ভয়াবহ আকারে বেড়ে চলেছে। এত বেশী শিশু ও নারী নিযাতনের ঘটনা ইতিপূর্বে আর ঘটেনি। এসব মামলা তদন্তে চলছে ধীরগতি। গত ৪ মাসে সারাদেশে প্রায় ৩শ' নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। তন্মধ্যে গত ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই ৩ মাসেই ধর্ষিতা হয়েছেন ১৭১ জন নারী। এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছেন ৩৩ জন, যৌতুকের কারণে ১৫ জন গৃহবধূকে জীবন দিতে হয়েছে।

গত ১ এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় একশ' নারী ও শিশু ধর্ষণ, খুন ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এসব হিসাব কেবল বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম থেকে নেয়া। এ ছাড়াও চোখের আড়ালে যেসব ঘটনা ঘটেছে ও হরহামেশা ঘটছে ওসবের হিসাব কোথাও নেই। অনেক ঘটনায় মামলা গ্রহণ ও মামলা না করার কারণে হিসাব করা হয় না। শিশু ও নারী ধর্ষণ কিংবা নির্যাতনের অনেক ঘটনা মান-সম্মানের ভয়ে বেশীর ভাগ লোকেই প্রকাশ করেন না।

যেসব ঘটনা প্রকাশ না করলে কিংবা মামলা দায়ের না করলে আর উপায় থাকে না, ওসব ঘটনাই কেবল প্রকাশিত হয়ে থাকে।

বর্তমানে দেশে নারী ও শিশু নির্যাতন অধ্যাদেশ' ১৯৯৫ বলবৎ থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে এই আইনের কার্যকারিতা না থাকায় নির্যাতনকারীরা পেছনের পথ বেরিয়ে আসছে অথচ জাতীয় সংসদে এই ধরনের গুরুতর অপরাধের জন্য ১৯৯৫ সালের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

## রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডঃ ফরম পূরণ করেও ২০ হাযার পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি

এবার রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে ফরম পূরণ করেও প্রায় ২০ হাযার পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। এর উপর নকলের দায়ে ৮ সহস্রাধিক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। চলতি এসএসসি পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ডে ২ লাখ ১২ হাযার ৬শ' ৬৩ জন ফরম পূরণ করলেও পরীক্ষায় অংশ নেয় ১ লাখ ৯৩ হাযার ৩শ' ১৮ জন। বাকী ১৯ হাযার ৩শ' ৪৪ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। কেন নেয়নি এর কারণ বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানাতে পারেনি।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানান, রেজিষ্ট্রেশন জটিলতাসহ বিভিন্ন কারণে বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীকে প্রবেশপত্র দেয়া হয়নি। পরীক্ষার পূর্ব দিন পর্যন্ত বোর্ডে প্রবেশপত্র পাবার আশায় শত শত শিক্ষক, পরীক্ষার্থী ও অভিভাবককে ধরনা দিতে দেখা যায়। এ বছর নকল করার অভিযোগে ৮ হাযার ১শ' ২৬ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কারের হার থেকেই অনুমান করা যায় নকল প্রবণতার।

উল্লেখ্য গত ১৬ এপ্রিল বিদেশে ৫টি কেন্দ্রসহ সারাদেশে মোট ৮৪৪টি কেন্দ্র থেকে মোট ৭ লাখ ৪৭ হাযার ৬৬৫ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। এর মধ্যে পুরুষ পরীক্ষার্থী ৪ লাখ ৩২ হাযার এবং মহিলা ৩ লাখ ১৫ হাযার। একই দিনে দাখিল পরীক্ষা শুরু হয়।

## রাজধানীতে দিনে ৩২ লাখ টাকার জ্বালানি অপচয় বাড়ছে বিড়ম্বনাঃ বিষাক্ত হচ্ছে বাতাস

১৯৯৭ সালের তথ্য অনুসারে দেখা যায়, রাজধানীতেই ইঞ্জিনচালিত যানবাহন চলাচল করে ১ লাখ ৪৮ হাযার, এর সাথে ধীর গতির যানবাহন চলাচল করে প্রায় ৪ লাখ। অর্থাৎ দু'ধরনের যানবাহন চলে ৫ লাখ ৪৮ হাযার। তবে প্রতিদিন রাজধানীতে বাইরের জেলাগুলো থেকে বিভিন্ন ধরনের মোটরাইজড যানবাহন আসে কমপক্ষে ৭ হাযার। তার মানে ১ লাখ ৫৫ হাযার মোটরাইজড যানবাহন চলাচল করে। যানবাহন চলাচলের ব্যাপারে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে না উঠায় যানজট রাজপথে মানুষের কর্মঘণ্টাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। পরিবেশকে করছে বিষাক্ত। বাতাসে পুড়ছে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা। যেভাবে বৈদেশিক মুদ্রা পুড়ে বাতাস বিষাক্ত করছে তা বন্ধ করতে পারলে যানজট পরিস্থিতির উন্নতি হবে। প্রতিদিন ১ লাখ ৫৫ হাযার মোটরাইজড যানবাহন চলাচল করে। যানজটের কারণে দিনে ১ লিটার করে তেল পুড়ছে। এই হিসেবে যানজটে আটকে থাকা অবস্থায় দিনে ১ লাখ ৫৫ হাযার লিটার তেল পুড়ে চলছে। প্রতি লিটার তেলের দাম ২১ টাকা। অর্থাৎ দিনে রাজপথে দাঁড়িয়ে থাকা মোটরাইজড যানবাহনের

ইঞ্জিন চালু রাখার ফলে ৩২ লাখ ৫৫ হাযার টাকার তেল পুড়ছে। বছরের এই হিসেব দাঁড়ায় ১শ' ১৮ কোটি ৮০ লাখ ৭৫ হাযার টাকা। অর্থাৎ বছরে যানজটের কারণে প্রায় ১শ' ১৯ কোটি টাকার তেল পুড়ছে। এই তেল পুড়লেও যানবাহনের চাকা ঘুরছে না। মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিদেশ থেকে তেল এনে যানজটের কারণে এই বিপুল অংকের অপচয় করাকে আর যাই হোক বিলাসিতা বলা যায় না। জেনে শুনে দেশ ও জাতির কি ক্ষতি করা হচ্ছে। তা কি কেউ তলিয়ে দেখছেন। বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় হচ্ছে সত্যি। এর সাথে যানবাহনের নির্গত কালো ধোঁয়ায় রাজধানীর বাতাস কি বিষাক্ত হচ্ছে না। রাজধানীর বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে, বাতাসে ধোঁয়ার অবস্থান। এতে পরিবেশ দূষিত হয়ে ছড়াচ্ছে নানা ধরনের রোগ।

রাজপথে বছরে ১শ' ১৯ কোটি টাকার তেল পুড়ে চলেছে। এই অপচয় বন্ধ করা হলে ঐ টাকার সাহায্যে যানজট দূর করা সম্ভব। ফলে যানজট দূর করার জন্য বৈদেশিক সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই। যানজটের কারণে যে পরিমাণ তেল পুড়ে যায় তা বন্ধ করা গেলে সেই টাকা দিয়ে যানজট দূর করার কাজ করা যেতে পারে। মোটরাইজড যানবাহনের চালকরা যানজটের সময় ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলে তেল পুড়ে যাওয়া বন্ধ হবে। সেই সাথে বাতাস দূষিত হয়ে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে না, সর্বোপরি ট্রাফিক আইন মেনে চলার জন্য বাধ্য করার দায়িত্ব ট্রাফিক পুলিশের। তবে এই বাধ্য করতে গিয়ে যাতে নিরীহ লোকজন হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পুলিশী হয়রানি কোন নতুন বিষয় নয়। পথে পথে ট্রাক দাঁড় করিয়ে টোল আদায় করা দৃশ্যত 'ওপেন সিক্রেট'। ট্রাফিক পুলিশ টোল আদায় করে এই কথা কমবেশী সবাই জানে।

রাজধানীর ব্যস্ততম যাত্রাবাড়ী, বাংলা মোটর, সোনারগাঁও ক্রসিং, মহাখালী ক্রসিং, বণানী, মগবাজার মোড়, সাইন্স ল্যাবরেটরি, শাপলা চত্বর, দৈনিক বাংলা ক্রসিং, পল্টন ক্রসিং, গুলিস্তান এলাকার উপর ও নীচ দিয়ে যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা তৈরী করা হলে যানজট দূর হবে। মাত্র ৫ দিনের জ্বালানি অপচয়ের টাকা দিয়ে এর একটি ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব। তাহ'লে যানজট দূর হওয়া ছাড়াও রাজধানীর বাতাস হবে দূষণ মুক্ত। মানুষের ভোগান্তি দূর হবে। কারো কর্মঘন্টা রাজপথে নষ্ট হবে না।

## সন্ত্রাস দমনে আইন ব্যর্থ হয়েছেঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমিও ব্যর্থ

*-ভিসি আজাদ চৌধুরী*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এ, কে, আজাদ চৌধুরী বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলো যদি সহাবস্থানের ক্ষেত্র প্রসারিত করে এবং নিজেদের দূরত্ব কমাতে পারে, পরমতসহিষ্ণু ও আন্তরিক হয় তবে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করা সম্ভব হবে। রাজনীতি বন্ধ করে সন্ত্রাস বন্ধ করা যাবে না। মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সন্ত্রাস দূর করার চিন্তা করতে হবে। রাজনীতি বাদ দিয়ে আমরা কেউই অস্তিত্বসম্পন্ন নই। ছাত্ররাজনীতির সুস্থ ধারা প্রতিষ্ঠিত হৌক আমি তা চাই। তিনি গতকাল ১০ম জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে 'ছাত্র রাজনীতি ও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন।

## অবশেষে নগ্ন প্রদর্শণী সুন্দরী প্রতিযোগিতা বন্ধ

দীর্ঘদিন ধরে মিস বাংলাদেশী' নির্বাচনের লক্ষ্যে একশ্রেণীর পুঁজিবাদী, মুসলিম নামধারী কিছু ছদ্মবেশী উহুদী খৃষ্টের পৃষ্ঠপযোকতায় তারা দেশে নাবীদের মান ইজ্জত লংঘন করে খিছু ভাড়াটে মেয়ে নিয়ে তাদের নগ্ন দেহে সুন্দরী প্রতিযোগিতা চালিয়ে আসছিল। কিন্তু এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনতা তা মেনে নিতে পারেনি। মুসলিম জনতার নানা হুমতিকে অবশেষে এর আয়োজকরা তা লেজ গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। পণ্ড হয়ে যায় তাদের হীন চক্রান্ত।

একথায় বিশ্বাসযোগ্য যে, এদেশের মুসলিম জনতা আজ যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাহলে এদেশে ইসলামের বিজয় হবেই।

## চট্টগ্রামে ঘুর্ণিঝড়ের প্রচণ্ড আঘাত ৩৪ জনের মৃত্যু ঃ বহু নিখোঁজঃ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

প্রতি বছরের মতো এবারও ঘুর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে মারাত্মক আঘাত হেনেছে। রেডিও-টেলিভিশনসহ বিভিন্ন মাধ্যমে সরকারী প্রচারণা অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়টি তেমন বড় ধরনের না হলেও যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির কারণ ঘটিয়েছে। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে জানা গেছে, গত ২০ মে ঘূণিঘড়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার কয়েকটি এলাকা। ঘন্টায় সর্বোচ্চ ১৬০ কিলোমিটার বেগে বয়ে যাওয়া এই ঘূর্ণিঝড়ে ৩৪ জনের মৃত্যুর এবং দু'তাধিক মানুষের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। খবরে বলা হয়েছে, বেশ কিছু সংখ্যক ট্রলার ডুবে যাওয়ায় কয়েকশ' জেলে নিখোঁজ রয়েছে। চট্টগ্রাম ও কক্সাবাজার জেলার বশখালী, সীতাকুণ্ড, আনোয়ারা, মীরেরশ্বরাই, সন্দীপ, মহেশখালী ও কুতুবদিয়াসহ উপদ্রুত এলাকায় ১০ হাযারের বেশী কাঁচা ও আধা-পাকা ঘরবাড়ী বিধ বস্ত হয়েছে এবং হাযার হাযার একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেছে।

সমুদ্রে দুটি তেলবাহী জাহাজের সংঘর্ষে বিপুল পরিমাণ তেল পড়েছে। বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। চট্টগ্রাম শহর অন্ধকারাচ্ছন্ন রয়েছে। এদিকে সংবাদ পত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, সরকারী প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে ঝড়ের খবর জানালেও সেখানে সময়মত ত্রান সামগ্রী পৌঁছেনি। এতে ঘূর্ণিঝড় কবলিত জনগণ দুঃখ কষ্টে দিপাত করছে বলে পত্রিকাতে বলা হয়েছে।

## সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন ৩০ কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য পাচার হয়ে আসছে

সাতক্ষীরায় চোরাচালানের ধুম পড়ে গেছে। সীমান্তে প্রায় ৩শ' চোরাচালানী ঘাট ডাক দেয়া হয়েছে। এসব ঘাট দিয়ে দৈনিক প্রায় ৩০ কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য পাচার হয়ে আসছে।

জানা গেছে, জেলার ১৩৭ কিলোমিটার সীমান্ত অঞ্চলের যে দিকে চোখ যায় সেদিকেই ভারতীয় পণ্য বাহক চোরাচালানী দেখা যায়। তবে অঞ্চল বিশেষে চোরাচালান এত বেশী এবং ভারত বাংলাদেশের মধ্যে চোরাচালানী পণ্য নিয়ে নির্বিঘ্নে অবাধ যাতায়াতে মনে হয় না তারা কোন ভিন্ন দেশে যাচ্ছে বা অবৈধ পণ্য নিয়ে আসছে। উভয় দেশের চোরাচালানীরা খেয়াল-খুশিমত দু'দেশের মধ্যে যাতায়াত করছে। এই বিপুল সংখ্যক চোরাচালানী পণ্য বাহকদের কাছ থেকে পয়সা আদায়ের জন্য নতুন নতুন ঘাট প্রকাশ্য ডাক দেয়া হচ্ছে। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে, সাতক্ষীরা সীমান্তে ঘাটের সংখ্যা দেড়শ' থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৩শ' হয়েছে। আগে শুধুমাত্র সীমান্ত অঞ্চলে ঘাট ছিল। কিন্তু বর্তমানে সীমান্তে ৫ মাইল অভ্যন্তরে ঘাট খোলা হয়েছে। এমনকি জেলা সদরসহ প্রত্যেকটি থানা সদরে ৩/৪টি করে ঘাট ডাক দেয়া হয়েছে। জেলা ও থানা সদর ঘাটগুলোতে প্রকাশ্য দিবালোকে ঘাট মালিকদের চোরাচালানী পণ্য বাহক ও ধুরদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে দেখা যায়। বর্তমানে খাদ্য সংকটের কারণে চোরাই পথে ভারতীয় ধান-চাল আসায় কোন বাধা-নিষেধ নেই। এই সুযোগে ধান-চালের বস্তার সংগে চিনি, জিরা ও কাপড় বস্তায় ভরে আনা হচ্ছে। ধান-চালের বস্তায় ভেতরে লুকিয়ে ফেনসিডিল, প্যাথেড্রিনসহ মাদকদ্রব্য আনা হচ্ছে।

সীমান্ত থেকে সাইকেল, ভ্যান, ট্রলি নামক যানে এমন বস্তা প্রকাশ্যে রাজপথ দিয়ে, কখনো একের পর এক সাইকেল, ভ্যান, ট্রলি লাইন দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে যাচ্ছে। বন্যার স্রোতের মত মাল পাচারের সংগে ফেনসিডিলসহ নারী ও শিশু পাচার বৃদ্ধিতে দেশপ্রেমিক সীমান্তবাসী আতংকিত।

http://islaminonesite.wordpress.com

## জাতীয় সংসদে কর্মসংস্থান বিল ১৯৯৮ পাস

গত ২৬ এপ্রিল জাতীয় সংসদে কর্মসংস্থান বিল ১৯৯৮ পাস হয়েছে। বিলের সপক্ষে অর্থমন্ত্রী এস এ এম এস কিবরিয়া বলেছেন, বেকারদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এই বিল এক ঐতিহাসিক উদ্যোগ। তিনি বলেন, গরীব-দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো ও বেকারদের আত্মকর্মসংস্থানের পথে এ এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

তিনি বলেন, বিএনপি'র আমলে খেলাপী ঋণ প্রদান শুরু হয়। গত ২১ বছর তা অব্যাহত ছিল। বর্তমান সরকার কোন খেলাপী ঋণ প্রদান করেনি। বরং খেলাপী ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ পর্যন্ত ৯০৯৩ কোটি টাকা খেলাপী ঋণ আদায় করেছে।

পক্ষান্তরে বিলের উপর জনমত যাচাই ও বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের আহ্বান জানিয়ে বিএনপি দলীয় সদস্যরা বলেছেন, আওয়ামী লীগ দলীয় লোকদের কর্মসংস্থানের জন্য এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করছে। বিলটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আনা হয়েছে।

## প্রচণ্ড দাবদাহ জীবন অতীষ্ট

অকরুণ প্রকৃতি আর অদক্ষ বিদ্যুৎ পানি ব্যবস্থাপনা- দু'য়ে মিলে সারাদেশ এখন উত্তপ্ত কড়াই। প্রচণ্ড দাবাদাহে পুড়ছে চারদিক। একদিকে প্রখর রৌদ্র তাপের সাথে লু-হাওয়ার মিতালী অন্য দিকে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ ও পানি সঙ্কটে জনজীবন এখন দুর্বিসহ। এই গরমে বাড়ছে রোগ-বলাই। ডায়রিয়া, জণ্ডিস, ভাইরাস সংক্রমণ, কাশি প্রভৃতির রোগী বাড়ছে। বৃদ্ধ এবং শিশুদের সবচেয়ে করুণ। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এই দুঃসহ গরমের অন্যতম করুণ শিকার।

দেশে সাম্প্রতিককালের এমন গরম পূর্বে অনুভূত হয়নি। ঢাকায় গত ১১ মে সারাদিন ছিল খরতাপ। বিকেলের দিকে বাতাস বইলেও স্বস্তি আসেনি। ঢাকায় গত ২১ মে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৭ দশমিক ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। বাতাসের আর্দ্রতা ছিল সকালে ৬৫ এবং বিকেলে ৭৫ শতাংশ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ঢাকায় এ যাবত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয় ৪২ দশমিক ৩ ডিগ্রী। ১৯৬০ সালের ৩০ এপ্রিলের এ রেকর্ড এখনো শীর্ষে। গত ২১ মে তাপমাত্রা সে তুলনায় প্রায় ৫ ডিগ্রী কম হলেও গরম কিন্তু গত ২১ মে অনুভূত হয়েছে বেশী। দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড রাজশাহী। ১৯৭২ সালের ১৮ মে রাজশাহীর ৪৫ দশমিক ১ ডিগ্রী তাপমাত্রা এখনো রেকর্ডের শীর্ষে। গত ২১ মে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে রাজশাহীতে ৪১ দশমিক ৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। অভিভাবকরা শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের নিয়ে উদ্বিগ্ন। অনেক শিক্ষার্থীই অসুস্থ হয়ে পড়ছে। প্রকৃতির এই অকরুণ অবস্থায়, এই গরমে স্কুলের ছুটি দেয়ার পক্ষে অভিভাবকগণ। চিকিৎসকগণ এই অবস্থায় প্রচুর পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি পানের পরামর্শ দিয়েছে। সে সাথে প্রয়োজন ভিটামিন সি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ। এ সময়ে গুরুপাক খাদ্য বর্জন করে সহজপাচ্য খাবার গ্রহণ আবশ্যক। শাকসবজি খাবার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

# বিদেশ

## ভারতের পারমাণবিক পরীক্ষাঃ শুধু দিল্লী নয় বিশ্ববাসীকেও মূল্য দিতে হবে

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্দেজ কেন বার বার বলে আসছিলেন যে ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চীন হচ্ছে পয়লা নম্বরের হুমকি? অথচ চীন প্রকৃতপক্ষে ১৯৬২ সালের পর থেকেই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। গত ১১ মে মিঃ বাজপেয়ী বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে দিয়ে ঘোষণা করেন যে, ভারত সাফল্যের সংগে ভূগর্ভে ৩টি পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েছে। বাজপেয়ী শীর্ষ সহকর্মী ব্রাজেশ মিশ্র বলেন, এই পারমাণবিক বিস্ফোরণ নতুন দিল্লীর 'পারমাণবিক ক্ষমতা' সম্পর্কে সকল সন্দেহের অবসান ঘটাল। ক্ষমতা গ্রহণের ৭ সপ্তাহের মধ্যে ভারতের ক্ষমতাসীন কোয়ালিশন যার নেতৃত্বে রয়েছে হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), তার প্রধান নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ করল এবং এটি করল চীনের হুমকির দোহাই দিয়ে।

পারমাণবিক অস্ত্র রোধের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের মাথা ব্যথা রয়েছে। এই ঘটনার পর শিগগিরই ওয়াশিংটন নতুন দিল্লী থেকে তার রাষ্ট্রদূতকে তলব করে। ভারতের বৃহত্তর বাণিজ্য অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও ওয়াশিংটন ভারতের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। বিশ্ব ব্যাংক যাতে ভারতকে ঋণ না দেয় যুক্তরাষ্ট্র সে ব্যাপারেও চেষ্টা চালাবে। ভারত বিশ্ব ব্যাংকের তৃতীয় বৃহত্তম ঋণ গ্রহণকারী দেশ। দক্ষিণ এশিয়ায় পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধে আমেরিকা চীনের সঙ্গে একযোগে কাজ করে যেতে পারে। ভারতের পারমাণবিক পরীক্ষার মূল্যদান এখানেই শেষ নয়। ভারতের পারমাণবিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে ইউরোপ থেকে রাশিয়া পর্যন্ত এবং রাশিয়া থেকে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যাপারে চরম প্রতিক্রিয়াশীল দেশ জাপান পর্যন্ত নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। জাপান ভারতের জন্য তার ১শ' কোটি ডলারের ঋণ সহায়তা বাতিল করার কথা ঘোষণা করেছে। নতুন দিল্লী ও ইসলামাবাদের মধ্যে সম্ভাব্য পারমাণবিক সংঘাতের আশংকায় ভারতের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বৈদেশিক বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

ভারতের এই পারমাণবিক পরীক্ষার কারণে ১৪৯টি দেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি সিটিবিটিও বিপন্ন হ'তে পারে।

এদিকে চীন দাবী করেছে, নয়াদিল্লী তার ৭০ হাযার বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ড দখল করে রেখেছে। বেইজিং বলেছে, ভারত এখন চীনসহ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের

প্রতি পারমাণবিক অস্ত্রের হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চীন অনতিবিলম্বে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী বন্ধের জন্য ভারতের প্রতি আহবান জানায়। বেইজিং অভিযোগ করে বলেছে, স্বাধীনতার পর ভারত সরকার তার উত্তর সীমানা সম্প্রসারণ করেছে এবং চীনা ভূখণ্ডের প্রায় ৯০ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা দখল করে নিয়েছে।

## ভারতের চ্যালেঞ্জে পাকিস্তানের পারমাণবিক বিস্ফোরণ

সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন হুমকি উপেক্ষা করে অবশেষে পাকিস্তান পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। প্রতিবেশী দেশ ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণের চ্যালেঞ্জে পাকিস্তান গত ২৮ মে (বৃহস্পতিবার) বিকেলে বিলুচিস্থানের চাগাই পার্বত্য এলাকার ভূ-গর্ভে এই বিস্ফোরণ ঘটায়। এ বিস্ফোরণের ফলে পাকিস্তান বিশ্বে ৭ম এবং মুসলিম বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক শক্তিধর দেশে পরিণত হলো। মে মাসের ১১ ও ১৩ তারিখে ভারত দু'দফায় ৫টি পারমাণবিক পরীক্ষা চালানোর পর পাকিস্তান এ পরীক্ষা চালানোর ব্যাপারে আভ্যন্তরীণভাবে অত্যন্ত চাপের মুখে ছিল। ৩০মে পাকিস্তান আরও একটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এ নিয়ে মোট সংখ্যা হলো ৬টি।

বিস্ফোরণ ঘটানোর পরপরই পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী নওয়াজ শরীফ বলেন, এই পারমাণবিক পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল এবং এর মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সউদী আরবসহ মুসলিম জাহান পাকিস্তানের এই বিস্ফোরণের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। চীন এর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলেও সে জানিয়ে দিয়েছে যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সহ কোন ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারী করবে না। এ দিকে নিরাপত্তা পরিষদ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব সহ কঠোর ব্যাবস্থা নেয়ার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করলে তার বিরুদ্ধে চীন ভেটো প্রয়োগ করেছে। চীন বলেছে, উপমহাদেশে এই পারমাণবিক প্রতিযোগিতার জন্য ভারত-ই দায়ী। ভারত প্রথমে এর পথ দেখিয়ে দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান সহ কয়েকটি দেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে যেমনটি করেছে ভারতের বিরুদ্ধে। এ সকল নিষেধাজ্ঞার চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে নওয়াজ শরীফ তাঁর দেশবাসীকে জানিয়েছেন যে, 'সকলের যদি এক বেলা ভাত জোটে, তবে আমার ছেলে-মেয়েরাও একবেলা খাবে'। তিনি বলেছেন, দেশ রক্ষার জন্য আমাদেররকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বিদেশী অবরোধ মোকাবেলায় তাঁর দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন।

এদিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পাকিস্তানের এই বিস্ফোরণের সমর্থন ব্যক্ত করেছে। তবে যাই হৌক না কেন ভারত-পাকিস্তানের এই বিধ্বংসী প্রতিযোগিতা তাদের দেশের জনগণেরসহ উপমহাদেশে কোন কল্যাণ আনতে পারবে না। যেমনটি অতীতে পারেনি অন্য দেশসমূহ। এ মুহূর্তে ভারত-পাকিস্তানের উচিত মানব বিধ্বংসী প্রতিযোগিতা পরিহার করে তাদের বিবাদমান বিষয় সমূহ নিয়ে যে কোন ভাবেই সংলাপে বসা। তাতে সকলের মঙ্গল হবে।

## চীন মায়ানমারের কোকো দ্বীপে ইলেক্ট্রনিক গোয়েন্দা ঘাটি নির্মাণ করেছেঃ ভারত উদ্বিগ্ন

ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্দেজ বলেছেন, চীন মায়ানমারের কোকো দ্বীপপুঞ্জে অত্যাধুনিক ইলেক্ট্রনিক গোয়েন্দা ঘাঁটি নির্মাণ করেছে এবং সুপারসনিক জঙ্গী বিমান অবতরণের জন্য তিব্বতের বিমান ক্ষেত্রগুলো উন্নত করছে।

মিঃ ফার্নান্দেজ ভিকে কৃষ্ণমেননের ১০১তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে গত ৪ঠা মে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ কথা বলেন। কৃষ্ণমেনন'৬২ সালে চীনের সাথে যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন। যুদ্ধে ভারত পরাজিত হ'লে কৃষ্ণ মেনন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

জর্জ ফার্নান্দেজ বলেন, চীন ভারতের আন্দামান দ্বীপপু থেকে ৪০ কিলোমিটার (২৫ মাইল) দূরে কোকো দ্বীপপু অত্যাধুনিক গোয়েন্দা যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছে। এখান থেকে তারা ভারতের পূর্ব উপকূল বরাবর যে কোন সামরিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। তিনি বলেন, চীন তিব্বতের ১১টি বিমান ঘাঁটির রানওয়ে শক্তিশালী করেছে। সুখই জঙ্গী বিমানগুলো ভারতের সীমান্তে আঘাত করতে সক্ষম হবে।

মন্ত্রী বলেন, চীনের সাহায্যে মায়ানমারের সৈন্য সংখ্যা ১ লাখ থেকে সাড়ে ৪ লাখে উন্নীত করা হয়েছে। তিনি বলেন, এমন কি যুক্তরাষ্ট্র ও স্বীকার করেছে যে, চীনের আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলো খুবই কার্যকর। ফার্নান্দেজ বলেন, আমরা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছি।

http://islaminonesite.wordpress.com

## হকার থেকে বিজ্ঞানী

ভারতের পারমাণবিক প্রকল্পের রূপকার প্রধানমন্ত্রীর প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা জনাব আবুল কালাম (৬৬) এক কালে পত্রিকার হকার ছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের উপকূলবর্তী শহর রামেশ্বরম-য়ে জনৈক গরীব পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন ও ১০ বছর বয়সে স্কুল ছাত্র থাকা কালে প্রতিদিন সকালে সংবাদপত্র বিক্রি করে পিতার সংসারে কিছুটা হ'লেও খরচের যোগান দিতেন। তামিলভাষী আবুল কালাম বিজ্ঞানে গ্রাজুয়েট হওয়ার পরে মাদ্রাজে এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন এবং ১৯৫৮ সালে 'ডিফেন্স রিসার্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন' বা DRDO-তে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান। গত বছর তাঁকে ভারতের সর্বোচ্চ 'ভারত রত্ন' খেতাবে ভূষিত করা হয়। তিনি নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করেন। তিনি নিরামিষভোজী ও অত্যন্ত মিতব্যয়ী জীবন যাপন করেন এবং মাত্র দু'কক্ষ বিশিষ্ট একটি বাড়ীতে বসবাস করেন।

## ভারতীয় ১শ' বিজ্ঞানীর সমালোচনা

ভারতের ১শ' জনের মত বিজ্ঞানী ভারতের পারমাণবিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নজিরবিহীন সমালোচনা করেছেন। তারা প্রশ্ন তুলেছেন, ভারতে যেখানে বিদ্যালয় ও হাসপাতালের অভাব প্রকট সেখানে কেন এই অত্যন্ত ব্যয়বহুল পারমাণবিক কর্মসূচী চালানো হল। কলিকাতা থেকে তাইওয়ান ও সুইডেন পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে কর্মরত বিজ্ঞানীরা নয়াদিল্লীর একটি সংবাদপত্রে এক খোলা চিঠিতে সরকারের পারমাণবিক পরীক্ষার তীব্র সমালোচনা করেছেন, তারা বলেন, ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি এমন কোন তাৎক্ষণিক হুমকি দেখা দেয়নি, যে কারণে সরকার এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে।

# মুসলিম জাহান

## আফগানিস্তানে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ৫ হাযার লোকের প্রাণহানি

আফগানিস্তানের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ৫ হাযার লোক নিহত হয়েছে বলে আফগানিস্তানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ গত ৩১ মে রবিবার জানান। তিনি বিবিসিকে বলেন, নিহতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। পশ্চিমা ত্রাণকর্মীরা জানান, গত ৩০মে সকালের এই ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

মেডিসিনস সানস ফ্রন্টিয়ারস (এমএসএফ) নামে একটি ত্রাণ সংস্থার মুখপাত্র বিবিসিকে জানান, ভূমিকম্পে অন্তত ৫০টি গ্রাম ধ্বংস হয়েছে এবং ধ্বংসস্তুপ থেকে ২শ' লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি বলেন ভূমিকম্পের সময় আনুমানিক প্রায় ৩ হাযার লোক চাপা পড়েছিল।

রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৯ থেকে ৭ দশমিক ১।

একই এলাকায় গত ফেব্রুয়ারী মাসে এক ভূমিকম্পে ৩ হাযারের বেশী লোক প্রাণ হারায় এদিকে বার্তাসংস্থা এপি'র খবরে বলা হয়, তালিবানবিরোধী জোটের মুখপাত্র শাসসুল হক আরিয়ানফার বলেন আমাদের সাহায্যের খুবই প্রয়োজন।

## কৃষক পুত্র থেকে ৩ দশকের রাষ্ট্রনায়ক সুহার্তো'র পদত্যাগ

ইন্দোনেশিয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী বর্ষীয়ান নেতা এবং এশিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে (৩২ বছর) ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপ্রধান সুহার্তো অবশেষে গনআন্দোলনের মুখে পরাজয় স্বীকার করে পদত্যাগ করলেন গত ২১ মে। ক্ষমতায় থাকার জন্য তার সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দৃশ্যত বিচলিত ৭৬ বছর বয়স্ক প্রেসিডেন্ট তার কঠোর হাতে পরিচালিত শাসনামলে কখনো ভিন্নমত প্রকাশের অনুমতি দেননি। কিন্তু বর্তমানের ভিন্ন পরিস্থিতিতে সুহার্তো নাটকীয়ভাবে পদত্যাগ করে জনগণের কাছে ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়েছেন।

পাঁচ তারকার গর্বিত জেনারেলের এই বিদায় কালিমালিপ্ত। এক সময় তাকে ইন্দোনেশিয়ার উন্নয়নের জনক বলে অভিহিত করা হত।

সুহার্তোর সাফল্য কাহিনীর মধ্যে রয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে অবস্থিত বৈচিত্র্যময় দ্বীপপুঞ্জের রাষ্ট্রকে সুসংহত করা এবং কয়েক দশক ধরে ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতিকে গড়ে তোলার ঘটনা। এশিয়ায় সুহার্তোকে শ্রদ্ধাভাজন

নেতার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল।

আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ইন্দোনেশিয়ার সমৃদ্ধির ধস নামে। সুহার্তোর দীর্ঘদিনের স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনের বিরুদ্ধে ধূমায়িত অসন্তোষ প্রকাশ পেতে থাকে এবং রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভের মধ্যদিয়ে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সহিংসতা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় গত সপ্তাহে জাকার্তায় ৫০০ লোক প্রাণ হারায়।

সহার্তোর স্ত্রী মারা যান ১৯৯৬ সালে। এর আগে তিনি বলেছিলেন, তিনি গুরুর ভূমিকা পালন করতে চান। পর্দার অন্তরাল থেকে জাতিকে দিকনির্দেশনা দিতে চান। প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর শাসন দেশ এবং বিদেশে অব্যাহত সমালোচনার সম্মুখীন হয়। তার বিরুদ্ধে ব্যাপক দূর্নীতি, স্বজন তোষণ এবং মানবাধিকার লংঘণের অভিযোগ আসতে থাকে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকারবিরোধী সমালোচকরা অদৃশ্য হয়ে যান, সংবাদপত্র কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে এবং কঠোর আইনের দ্বারা মাত্র তিনটি রাজনৈতিক দলকে সরকারী স্বীকৃতি দেয়া হয়। সহার্তো পরিবারের বিরুদ্ধে বিপুল সম্পদ হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ করা হয়ে থাকে। এই পরিবারের সম্পদের পরিমাণ এক হিসাব মতে, ৪ হাযার কোটি ডলার। ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক জীবনের বিশাল ক্ষেত্র সুহার্তোর ছেলে-মেয়েদের নিয়ন্ত্রণে। ১৯৬৬ সালে সুহার্তোর ক্ষমতা দখলের পর থেকে তাদের সম্পদ আহরণ শুরু হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৮ জুন সুহার্তো মধ্য জাভায় একটি কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দোনেশিয়ার ২০ কোটি ২০ লাখ জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কৃষক। সুহার্তো কৃষকদের সমর্থন লাভের জন্য তার কৃষকের ঘরে জন্মের বিষয়টি ফলাও করে প্রচার করতেন।

সুহার্তোর নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ার মাথাপিছু মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ১৯৬৬ সালের মাত্র ৫০ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে যখন আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংকট শুরু হয় তার পূর্ববর্তী সময়ে এক হাযার ডলারে উন্নীত হয়।

১৯৬৫ সালে কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানকালে লাখ লাখ ইন্দোনেশিয়ান নিহত হয়। হাযার হাযার লোককে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। বহু লোক বিনা বিচারে দশকের পর দশক কারাগারে আটক থাকেন। ইন্দোনেশিয়ার প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট সুকার্নো সেনাবাহিনীর সমর্থন হারিয়ে ১৯৬৬ সালে সুহার্তোকে শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্য যে কোন অবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেন।

একটি অস্থায়ী জাতীয় পরিষদ ১৯৬৭ সালে সুকার্নোর স্থলে সুহার্তোকে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করে পর বছর সুহার্তো পূর্ণ প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা লাভ করেন। বর্তমানের নাটকীয় ঘটনায় সুহার্তোর তাৎক্ষণিক ভাগ্য ভবিষ্যত ঘটনাবলীর উপর নির্ভরশীল। ক্ষমতায় না থাকলেও তার উত্তরাধিকার রয়ে গেছে। তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট বাকারুদ্দীন ইউসুফ হাবিবীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ৬১ বছর বয়স্ক হাবিবী প্রেসিডেন্ট হিসাবে সপথ গ্রহণ করেছেন। তিনি মন্ত্রী ৩৬ সদস্যের পরিষদের নাম ঘোষণা করেছেন এবং শপথ করিয়েছেন। কিন্তু দেশের ছাত্র সমাজ এবং বিরোধী শক্তি তাঁরও পদত্যাগ দাবী করেছে। এতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুসলিম অধ্যুষিত দেশে ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা আরও ঘোলাটে আকার ধারণ করেছে।

## আফগান যুদ্ধরত নেতাদের প্রতি ফাহদ পাকিস্তান ভিত্তিক সমঝোতা মেনে চলুন

মে'র ১ম সপ্তাহে পাকিস্তানে ৫ দিন ধরে বৈঠকে যুদ্ধরত আফগানিস্তানের দলগুলোর মধ্যে যে সমঝোতা হয়েছে তা মেনে চলার জন্য সউদী বাদশাহ ফাহদ গত ৪ মে আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা দেখতে চাই দলের নেতৃবৃন্দ মাতৃভূমির স্বার্থকে সবাইর উপর স্থান দেবেন। আফগান জনগণ যারা যুদ্ধের কারণে উন্নয়নের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তাদের কথা তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করবেন। বাদশাহ নিয়মিত অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক মন্ত্রী পরিষদ বৈঠকে একথা বলেন। তিনি যুদ্ধরত আফগান নেতাদের সমবেতভাবে আফগানিস্তানে ও মুসলিম জনগণের উন্নয়নে কাজ করার এবং দেশের স্থিতিশীলতা ও জনগণের নিরাপত্তার বিধান করার আহবান জানান। সরকারী সংবাদ সংস্থা স্পা এ খবর জানিয়েছে। পাকিস্তানের বৈঠকে উপনীত সমঝোতার কথা ভুলে গিয়ে আফগানে যুদ্ধরত দলগুলো পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

প্রাথমিক আলোচনার পরই তালেবান প্রতিনিধিরা আফগানিস্তানে ফিরে গেলে মাসুদের প্রতিনিধিরা পাকিস্তানে অবস্থিত তালেবান রাষ্ট্রদূতের সাথে আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানায়। উল্লেখ্য, সউদী সরকার তালেবান সরকারকে তাদের বিজয়ের ৮ মাস পর ১৯৯৭ সালে সরকারীভাবে স্বীকৃতি দেয়।

## ইরাক-ইরান সীমান্ত উন্মোচিত

ইরানের শিয়া মুসলমানদের ইরাকে তাদের ধর্মীয় স্থান পরিদর্শন করার সুযোগ দিতে দু'দেশের সীমান্ত খুলে দেয়া হয়েছে। ইরানী পত্রিকা ডেইলী কাইহান এ খবর প্রকাশ করেছে।

পত্রিকা জানায়, ইরাকের কারবালা অভিমুখী সড়ক খুলে দেয়া হয়েছে। ইরানী শিয়া দর্শনার্থীদের প্রথম দল শীঘ্রই রওয়ানা হবেন। একজন কর্মকর্তা বলেন, ইরানী দর্শনার্থীদের পরিবহনের জন্য দু'দেশের কোম্পানীদের মধ্যে চুক্তি হয়েছে। এই সড়ক কবে খুলে দেয়া হবে সে সম্পর্কে পত্রিকা কিছু জানায়নি।

http://islaminonesite.wordpress.com

## বিজ্ঞান ও বিস্ময়

### চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিস্ময়

### হৃদপিণ্ডে বিরল অস্ত্রোপচার

মার্কিন চিকিৎসকরা হৃদপিণ্ডে এক বিরল অস্ত্রোপচার করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। তারা রোগীর দেহ থেকে হৃদপিণ্ড বের করে এনে হৃদপিণ্ড থেকে একটি লেবু আকারের টিউমার কেটে বাদ দেন। এরপর ক্ষতিগ্রস্ত হৃদপিণ্ডটি মেরামত করে তা জায়গামত পুনঃ স্থাপন করেন।

২০ বছর বয়সী কলেজ ছাত্র গ্যারী আল্টাম্যানের জীবন এই টিউমারের কারণে সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছিল। ডাঃ মাইকেল জে রিয়ারডন এবং ডাঃ জন সি ব্যালডউইনের নেতৃত্বে হিউস্টনের ম্যাথোডিস্ট এণ্ড ব্যায়লর কলেজ অব মেডিসিনের একদল চিকিৎসক অত্যন্ত জটিল এই অস্ত্রোপচার করেন। ৬ ঘণ্টা ধরে অস্ত্রোপচার করা হয়।

চিকিৎসকরা যখন বুঝতে পারেন যে, ক্যামোথেরাপিতে হৃদপিণ্ড আর ভালোভাবে সাড়া দেবে না এবং টিউমারের অংশবিশেষ অপসারণ করা হ'লে তা আবার বাড়তে পারে, তখন তারা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এই অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। অস্ত্রোপচার ছাড়া রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে প্রথমে হৃদপিণ্ডের গতি বন্ধ করা হয়। এরপর হৃদপিণ্ড বের করে এনে একটি বরফ ও পানির পাত্রে রাখা হয়।

### আমাজান অঞ্চলের মারাত্মক বিষাক্ত ব্যাঙ একবার স্পর্শেই মৃত্যু

আমাজান অঞ্চলের একটি বিরল প্রজাতির ব্যাঙ। মুক্তার মত এই প্রাণীটির চামড়ায় একবার মাত্র স্পর্শ করলেই মৃত্যু অবধারিত। গবেষকরা এ ব্যাঙের দেহে উৎপাদিত বিষাক্ত পদার্থটি খাদ্য সংশ্লিষ্ট কিনা এবং এই ব্যাঙের ও অন্যান্য বিষাক্ত কীটপতঙ্গের মারাত্মক বিষকে মানুষের মূল্যবান ওষুধে পরিণত করা যায় কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছেন।

### বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টঃ

### আগামী শতকে বিশ্বের মানুষের গড় আয়ু বাড়বে

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, অতীতের তুলনায় আগামী শতকে বিশ্বের সব চাইতে বেশীসংখ্যাক মানুষের জীবন আরো স্বাস্থ্য উজ্জ্বল ও দীর্ঘতর হবে। সংস্থার বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্বের মানুষের গড় আয়ু আগামী শতকে বাড়বে। জাপান, অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম ইউরোপের কোন কোন দেশে মানুষ গড়ে ৮০ বছরের বেশী বাঁচবে। তবে সিয়ারলিয়ন ও আফ্রিকার কিছু দেশের মানুষ গড়ে ৫০ বছরের বেশী বাঁচবে না। এই রেপোর্টে সতর্ক করে দেয়া হয়, উন্নয়শীল দেশগুলোতে যক্ষা ও ম্যালেরিয়ার মতো সংক্রামক রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়বে।

সে সাথে ক্যান্সার ও ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বাড়বে। আগামী ২০২৫ সালে পৃথিবীতে বাসবাস কেমন হবে? এ ধারণা নেয়ার জন্য এ বছরের প্রতিবেদনে গত ৫০ বছরের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। সামগ্রীক চিত্রে যা পাওয়া গেছে, তা বেশ ভালই। একটি সুস্বাস্থ্য নিয়ে বার্ধক্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনা আগের যে কোন সময়ের চেয়ে বাড়বে। আগামী ২৫ বছরে ৬৫ বা তার উর্ধ্ব বয়সী মানুষের সংখ্যা প্রতি মাসে ১০ লাখ করে বাড়বে। এছাড়া শিশু মৃত্যুর হারও কমে আসবে।

### বিভিন্ন রোগে ১৯৯৭ সালে বিশ্বে ৫ কোটি ২২ লাখ লোকের মৃত্যু হয়

বিশ্বে অসুস্থতাজনিত কারণে ১৯৯৭ সালে প্রায় ৫ কোটি ২২ লাখ লোকের মৃত্যু হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য (ডব্লিউএইচও) বিশ্ব স্বাস্থ্য রিপোট-১৯৯৮-তে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী সংক্রামক ও পরজীবীবাহিত রোগে ১ কোটি ৭৩ লাখ, রক্ত সঞ্চালন সংশ্লিষ্ট রোগে ১ কোটি ৫৩ লাখ, ক্যান্সারে ৬২ লাখ, শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগে ২৯ লাখ এবং গর্ভকালীন জটিলতায় ৩৬ লাখ লোকের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর প্রধান কারণগুলো হচ্ছে শ্বাসযন্ত্রের তীব্র সংক্রমণে ৩৭ লাখ, যক্ষা রোগে ২৯ লাখ, ডায়রিয়ায় ২৫ লাখ, এইডস/ এইচআইভিতে ২৩ লাখ এবং ম্যালেরিয়ায় ১৫ থেকে ২৭ লাখ। রক্ত সঞ্চালন সংশ্লিষ্ট রোগে মৃত্যুর প্রধান কারণগুলো হচ্ছেঃ করোনারি হার্ট রোগে ৭২ লাখ, সেরিব্যোভাসকুলার রোগে ৪৬ লাখ এবং অন্যান্য ধরনের হৃদরোগে ৩০ লাখ। ক্যান্সারে মৃত্যুর প্রধান কারণগুলো হচ্ছে ফুসফুসে ১১ লাখ, পাকস্থলীর ৭ লাখ ৬৫ হাযার, মলাশয় ও মলদ্বারে ৫ লাখ ২৫ হাযার এবং স্তন ক্যান্সারে ৩ লাখ ৮৫ হাযার।

### অন্ধদের জন্য আশার আলো

অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা এমন এ ধরনের কৃত্রিম কর্ণিয়া উদ্ভাবন করেছেন যা লাখ লাখ অন্ধ ব্যক্তির জন্য আশার আলো বয়ে এসেছে। পৃথিবীর অন্যতম সেরা এক চক্ষুবিশারদ একথা জানান।

পার্থভিত্তিক লায়ন্স আই ইনষ্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর ইয়ান কনষ্টেবল কৃত্রিম কর্ণিয়াকে 'একটি অসাধারণ বৈজ্ঞানিক সাফল্য' বলে অভিহিত করেছেন। সাত বছরের গবেষণায় তৈরী পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম কর্ণিয়াটি উপস্থাপনকালে কনষ্টেবল একথা বলেন।

নরম প্লাষ্টিক এবং হাই ওয়াটার দিয়ে কৃত্রিম এই কর্ণিয়াটি বানানো হয়েছে। অস্ত্রোপচার করে এটি সংযোজন করা যাবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

# সংগঠন সংবাদ

## আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ রাজশাহী

গত ২৩ ও ২৪ এপ্রিল বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী জেলা সমূহ হচ্ছে- রাজশাহী, নাটোর, চাপাই নবাগঞ্জ, নওগাঁ ও পাবনা। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রশিক্ষণের প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

## আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ রংপুর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ গত ২৩ ও ২৪ এপ্রিল'৯৮ তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত খাসবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণে রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম ও তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

## চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা সম্মেলন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাপাই নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে গত ২৬ এপ্রিল রবিবার স্থানীয় মশুরীভুজায় চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তিনি বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের উপর সারগর্ভ ভাষণ পেশ করেন। তিনি উপস্থিত জনতাকে যাবতীয় ইজম ও মতবাদ পরিত্যাগ করে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করার জন্য উদাত্ত আহবান জানান। সম্মেলন শেষে তিনি গভীর রাত পর্যন্ত তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত মশুরীভুজা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মত বিনিময় করেন। পরদিন স্থানীয় 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার' স্থানীয় শাখার উদ্যোগে আয়োজিত মহিলা সমাবেশে তিনি ভাষণ প্রদান করেন। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী, নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ ও মাওলানা রুস্তম আলী। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

## আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ বগুড়া

গত ৩০ এপ্রিল ও ১লা মে '৯৮ নারুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর বগুড়া অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। এতে বগুড়া, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর-পূর্ব, গাইবান্ধা পূর্ব ও পশ্চিম সাংগঠনিক জেলার প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম, অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান ও তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী।

## আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ সাতক্ষীরা

গত ৩০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব হ'তে ১লা মে শুক্রবার জুম'আ পর্যন্ত তাওহীদ ট্রাষ্ট-এর সৌজন্যে প্রতিষ্ঠিত বাঁকাল ইসলামিক সেন্টারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। প্রশিক্ষণে সাতক্ষীরা ও যশোর জেলা ছাড়াও খুলনা ও ঝিনাইদহ জেলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। জেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা ছহীলুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রশিক্ষণ শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন ও হেদায়াতী ভাষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণে শতাধিক নেতা ও কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

## কর্মী ও সুধী সমাবেশ খুলনা

গত ২রা মে '৯৮ শনিবার স্থানীয় টাইগার গার্ডেন হলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা সাংগঠনিক জেলার কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি জনাব ইসরাফীল হোসায়েন -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মুহতারাম আমীরে

http://islaminonesite.wordpress.com

জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, বিশিষ্ট আলেম মাওলানা আব্দুর রঊফ, বাগেরহাট জেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহীম, সাতক্ষীরার বিশিষ্ট বাগ্মী ও সমাজকর্মী মৌলবী আবদুল্লাহিল বাকী ও অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

প্রকাশ থাকে যে, 'খুলনা ইমাম পরিষদ' নামীয় সংগঠনের কিছু সংখ্যক লোকের চক্রান্তে ইতিপূর্বে নির্ধারিত 'জিয়া হল' কর্তৃপক্ষ অবশেষে বাতিল করেন। সম্মেলন চলাকালীন সময় পর্যন্ত এই লোকগুলি বারবার টেলিফোনে সম্মেলন পণ্ড করার সন্ত্রাসী হুমকি অব্যাহত রাখে। ১৯৯৪ সালে এরাই ছাত্র নামধারী কিছু গুন্ডা পাঠিয়ে খুলনার আহলেহাদীছ সম্মেলনে হামলা চালায় ও পুনরায় সম্মেলনের আয়োজক ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। গত বছর ৩০ শে মে '৯৭ তারা একই ভাবে সম্মেলন বানচালের চেষ্টা করেছিল।

## বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ রাজশাহী সাংগঠনিক জেলা'র প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত

গত ৭ ও ৮ই মে'৯৮ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে আয়োজিত অনুমোদিত ও অগ্রসর কর্মীদের দু'দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির নওদাপাড়া মাদ্‌রাসার মিলনায়তনে সফল ভাবে সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে অত্র জেলার বাছাইকৃত ৬০ জন কর্মী অংশ গ্রহণ করেন।

জেলা সভাপতি আব্দুল মুমিন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ শিবির উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম এবং প্রশিক্ষক ছিলেন সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফারূক আহমদ ও অধ্যক্ষ মুজীবুর রহমান (সাংগঠনিক সম্পাদক, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' রাজশাহী মহানগরী এলাকা) ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী।

## যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতির পাবনা সফর

গত ০৮.০৫.৯৮ইং হ'তে ১৪.০৫.৯৮ ইং পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী এক সফরে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ পাবনা গমন করেন। কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতির নেতৃত্বে জেলা কর্মপরিষদ সদস্যদের সমন্বয়ে পাবনা জেলার বিভিন্ন শাখা সফর করা হয়। খয়েরসূতী, মুকুন্দপুর, কুলনিয়া, চরভাড়ারা, চর প্রতাপপুর, গাফুরিয়াবাদ, চাঁদমারী শাখা সমূহ সফর করেন। কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বিভিন্ন শাখায় গণ সংযোগ ছাড়াও দায়িত্বশীলদের সাথে পৃথক বৈঠকে মিলিত হন। এছাড়া তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা জেলার নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ ও মত বিনিময় করেন।

## 'সোনামণি'দের প্রতিযোগিতায় কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি

গত ১১.০৫.৯৮ ইং তারিখ রোজ সোমবার পাবনা জেলার খয়েরসূতী মধ্যপাড়া জামে মসজিদে বাদ আছর সোনামণিদের এক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ক্বিরাআত, হাদীছ পাঠ, কবিতা, জাগরণী ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ। এ ছাড়া 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুব সংঘ' পাবনা জেলার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ মেহেরপুর

গত ১৪ ও ১৫ মে'৯৮ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর অঞ্চলের দু'দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির বামুন্দী এলাকা মারকাযে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া-পশ্চিম ও মেহেরপুর সাংগঠনিক জেলার শতাধিক প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। জেলা সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও দফতর সম্পাদক জনাব আব্দুল বাকী। প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে মুহতারাম সিনিয়র নায়েবে আমীরের নিকটে দু'জন ভাই 'আহলেহাদীছ' হন।

## আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ দিনাজপুর

তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত স্থানীয় লালবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গত ১৪ ও ১৫ মে'৯৮ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর উদ্যোগে অত্র অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে দিনাজপুর-পশ্চিম, ঠাকুরগাঁ ও পঞ্চগড় জেলা অংশগ্রহণ করে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী ও অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

## দামনাশ হাইস্কুলে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত

গত ১৬.০৫.৯৮ তারিখ রোজ শনিবার রাজশাহী যেলার বাগমারা থানার দামনাশ শাখা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও

http://islaminonesite.wordpress.com

সোনামণি শাখার উদ্যোগে স্থানীয় হাইস্কুল মিলনায়তনে বাদ যোহর এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন অত্র হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক জনাব নিজামুল হক। প্রশিক্ষণ শিবিরে যুবসংঘ সোনামণি ও আন্দোলন -এর প্রায় ১০০ জনের মত সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন স্কুলের সহকারী শিক্ষক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। তিনি তাঁর বক্তব্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার উদাত্ত আহবান জানান।

প্রশিক্ষণ শিবিরে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র 'পরিচিতি' -এর উপর আলোচনা রাখেন' রাজশাহী মহানগরী দপ্তর সম্পাদক মুহাম্মাদ ওয়ালিউয যামান।

সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী জেলার তাবলীগ সম্পাদক মুহম্মাদ মাহতাবুদ্দীন।

সোনামণি সংগঠন, মহিলা সংস্থা, যুবসংঘ ও আন্দোলন এই চতুর্মুখী সাংগঠনিক কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পূর্ণাংগ আহলেহাদীছ পরিবার গঠনের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী জেলার অর্থ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সোনামণি সংগঠনের নামকরণ, মূলমন্ত্র, উদ্দেশ্য এবং সোনামণিদের ১০টি গুণাবলীর উপর বিশদ ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, সোনামণিরাই আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাদেরকে ভালভাবে গড়তে পারলেই সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি, সুন্দর পরিবার ও কলুষমুক্ত সমাজ তথা শান্তিময় সুন্দর দেশ গড়া সম্ভব হবে।

প্রশিক্ষণ শেষে নিম্নবর্ণিত স্থান সমূহে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে তিনটি মহিলা শাখা গঠিত হয়।-

**আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা গঠিত**

(১) দামনাশ পশ্চিম পাড়া মহিলা শাখা, বাগমারা, রাজশাহী।

সভানেত্রীঃ জান্নাতুন নাঈমা (ফাযেল পাশ)।
সাধারণ সম্পাদিকাঃ তাহমীনা খাতুন (এইচ, এস, সি)।
সাংগঠনিক সম্পাদিকাঃ আছিয়া বেগম।
অর্থ সম্পাদিকাঃ শাহানারা বেগম।
সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকাঃ ফযীলাতুন্ নেসা।

(২) বাড়ীগ্রাম মহিলা শাখা, সমসপুর, বাগমারাঃ

সভানেত্রীঃ শামসুন নাহার (ইসলামের ইতিহাস, শেষ বর্ষ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)
সাধারণ সম্পাদিকাঃ শাহীনা আখতার,(স্নাতক পরীক্ষার্থিনী)
সাংগঠনিক সম্পাদিকাঃ আলতাফুন নেসা, (এস, এস, সি পরীক্ষার্থিনী)।
অর্থ সম্পাদিকাঃ জান্নাতুল ফেরদাউস। (এস.এস.সি পরীক্ষার্থিনী)।
সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকাঃ নার্গিস খাতুন। (এইচ, এস, সি)।

(৩) হরিপুর মহিলা শাখা, বাগমারা, রাজশাহী।

সভানেত্রীঃ শাহীনা আখতার (এইচ, এস, সি)।
সাধারণ সম্পাদিকাঃ সাবীনা ইয়াসমীন (স্নাতক)।
সাংগঠনিক সম্পাদিকাঃ হাযফুল খাতুন (অষ্টম শ্রেণী)।
অর্থ সম্পাদিকাঃ আকলীমা খাতুন।
সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকাঃ শেফালী খাতুন।

এতদ্ব্যতীত গত ১৭.০৫.৯৮ তারিখ রোজ রবিবার বাদ মাগরিব হলদী এলাকা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র উদ্যোগে মাসিক 'তাবলীগী ইজতেমা' অনুষ্ঠিত হয়।
উক্ত ইজতেমায় রাজশাহী সাংগঠনিক জেলার তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ মাহাতাবুদ্দীন এবং অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। ইজতেমা শেষে অত্র এলাকায় একটি মহিলা শাখা গঠন করা হয়।

(৪) 'হলদী পশ্চিম পাড়া মহিলা শাখা' মোহনপুর, রাজশাহী।

সভানেত্রীঃ তাহেরা বেগম।
সাধারণ সম্পাদিকাঃ শাহীদা খাতুন।
সাংগঠনিক সম্পাদিকাঃ উম্মে হানি।
অর্থ সম্পাদিকাঃ নাসীমা খাতুন।
সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকাঃ আয়েশা ছিদ্দীকা।

## কর্মী ও সুধী সমাবেশ

গত ৫ই মে'৯৮ মঙ্গলবার রাজশাহী জেলার ধুরইল সিনিয়র মাদরাসা প্রাঙ্গণে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তিনি এখানে তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত জামে মসজিদও উদ্বোধন করেন। এ সময় দুই ব্যক্তি 'আহলেহাদীছ' হন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় টি,এন,ও জনাব আব্দুল বারী ও অন্যান্য থানা কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে প্রধান অতিথির জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করেন। এলাকা সভাপতি ও মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই

http://islaminonesite.wordpress.com

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী, রাজশাহী যেলা সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ, নওদাপাড়া মাদরাসায় শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রায্যাক সালাফী, মাওলানা রুস্তম, মাওলানা আখতারুল আমান প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।

## বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতির চাপাইনবাবগঞ্জ সফর

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব আমীনুল ইসলাম গত ২১শে মে'৯৮ দু'দিনের এক সাংগঠনিক সফরে চাপাইনবাবগঞ্জ গমন করেন। তিনি স্থানীয় নামোশংকর বাটি মাটিলাপাড়া মাদ্রাসা, আলীনগর ও বাররশীয়ায় পৃথক পৃথক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন । এ সময় উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও কর্মসূচী বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করে কর্মীদেরকে নিকটে সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে যাওয়ার উদাত্ত আহবান জানান। তিনি বলেন, নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এদেশের একক যুব সংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশের এই কঠিন দুর্দিনে যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ অহি-র বিধান সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তিনি সফরের দ্বিতীয় দিন শুক্রবার বাররশীয়া জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

## 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর কেন্দ্রীয় শূরা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২১ ও ২২শে মে'৯৮ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন এবং জেলা সভাপতিদের নিয়মিত মাসিক বৈঠক দারুল ইমারত নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই শুরা সম্মেলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়।

## সাতক্ষীরা যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৫শে মে'৯৮ সোমবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় চিলড্রেন্‌স পার্কে যেলা সম্মেলন'৯৮ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। যেলা সভাপতি মাষ্টার আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও বিশেষ অতিথি ছিলেন মুহতারাম সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, বিশিষ্ট বাগ্মী মৌলবী আব্দুল্লাহিল বাকী, অধ্যাপক নযরুল ইসলাম ও ডাঃ এনায়েত করীম। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন, মাওলানা জাহাংগীর আলম, মাওলানা আব্দুর রহীম (বাগের হাট), মৌলবী আব্দুছ ছামাদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং আহলেহাদীছ -এর প্রধান দু'টি দাওয়াত ও প্রধান দু'টি জিহাদের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সমাজে মানুষের জান, মাল ও ইয্যতের কোন নিরাপত্তা নেই। আড়াই বছরের শিশু হ'তে ৭০ বছরের বৃদ্ধাও স্বাধীন বাংলাদেশে নিরাপদ নয়। সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সংন্ত্রাসের যুপকাষ্ঠে সাধারণ মানুষ শান্তির অন্বেষায় পাগলপরা হয়ে উঠেছে। ইসলামী দলগুলিও পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ধারার সংগে আপোষ করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আহলেহাদীছ -এর রাজনৈতিক দর্শন স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন ও প্রচলিত পাশ্চাত্য রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা বাতিল করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী রাজনীতি প্রবর্তন ও কল্যাণময় সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য জনগণ ও সরকারের প্রতি আহবান জানান।

সম্মেলনে উপস্থাপক ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান এবং ইসলামী জাগরণী পেশ করেন কেন্দ্রীয় আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

সম্মেলনে সাতক্ষীরা শহর ও আশপাশের বিপুল সংখ্যক সুধী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্গ ও বহু সংখ্যক মহিলা শ্রোতৃবৃন্দ এবং খুলনা ও যশোর যেলা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন। মহিলাদের জন্য পার্ক সংলগ্ন অডিটোরিয়াম রিজার্ভ করা হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents



বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

# খুৎবাতুল জুমুআ

[বিগত ৮ই মে '৯৮ তারিখে টাঙ্গাইলের ঐতিহাসিক বল্লা জামে মসজিদে পবিত্র জুমুআর খুৎবা প্রদান করেনঃ হারামাইন ফাউণ্ডেশন ঢাকা অফিসের মাননীয় পরিচালক শাইখ সালেহ মুহাম্মাদ আদ দোহাইশী। উক্ত খুৎবার সার সংক্ষেপ বাংলায় নিম্নরূপ]

ভাষান্তরেঃ এ, কে, এম, শামসুল আলম*

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি। তাঁরই কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁর কাছেই তওবা করি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেনাঃ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাযথভাবে ভয় কর এবং আত্মসমর্পণকারী না হইয়া কোন অবস্থায় মরিওনা'।[১] 'তাহা হইলে তিনি তোমাদিগের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করিবেন এবং তোমাদিগের পাপ ক্ষমা করিবেন। যাহারা আল্লাহ্‌র ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করে, তাহারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করিবে।'[২]

ভ্রাতৃমণ্ডলী! মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূল সম্পর্কে ইরশাদ ফরমানঃ 'এবং সে মনগড়া কথাও বলে না; ইহা তো ওহী, যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। তাঁহাকে শিক্ষাদান করে (এক) শক্তিশালী।'[৩]

আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম 'জাওয়ামি আল কালিম'[৪] প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তিনি তদ্বারা তাঁর সাহাবীদের অসীয়ত করতেন। এমনই এক অসীয়তে তিনি তাঁর সাহাবী হযরত মুয়ায ও আবু যর গিফারী (রাঃ) -কে সম্বোধন করে বলেনঃ যেখানেই থাক আল্লাহ্‌কে ভয় কর; সৎকর্ম দ্বারা পাপ সমূহকে মুকাবিলা কর কেননা সৎকর্ম পাপ মুছে ফেলে এবং মানুষকে উত্তম আদর্শ শিক্ষা দাও'। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন যে, এটি অতি উত্তম হাদীস। উপরোক্ত অসীয়তের তিনটি দিক লক্ষ্যণীয়, যে ব্যক্তি এ হাদীসের উপর আমল করবে সে ইহ-পরকালের কল্যাণ লাভে সফল কাম হবে। কেননা, এতে রয়েছে বান্দার সংগে প্রভূর সম্পর্কের বিন্যাস, ও বান্দার সাথে অপর বান্দার সু-সম্পর্কের বিষয়াদি। এমন কি আল্লাহ্‌র অন্যান্য সৃষ্টির সংগে মানুষের সম্পর্ক ইত্যাদি। 'তাকওয়াহ' বিষয়ে মহান আল্লাহ্ সকল যুগের মানুষকেই অসীয়ত করেন। যেমন ইরশাদ হয়েছেঃ তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে ও তোমাদিগকে ও অসীয়ত করিয়াছি যে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে।'[৫] উম্মতের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূলের একটি অসীয়ত ছিল এরূপ যে হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং নেতৃবর্গের অনুসরণ করবে তাহলে জান্নাত লাভে সমর্থ হবে'। বিভিন্ন উপলক্ষে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) এমন অসংখ্য অসীয়ত প্রদান করেছেন।

তাক্‌ওয়াহ হচ্ছে- আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাঁচার লক্ষ্যে বান্দার সার্বিক প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপ গ্রহণ। যথা তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। তাক্‌ওয়াহ দু'ধরনের। প্রথমতঃ ওয়াজিব তাকওয়াহ, অপরটি পূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক। অবশ্য করণীয় কাজ সম্পাদন করে এবং নিষিদ্ধ বস্তু পরিহার করে ওয়াজিব তাকওয়াহ অর্জন করা যায় এবং পূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক তাক্‌ওয়াহ অর্জনের লক্ষ্যে-ওয়াজিব -মুস্তাহাব আমল সমূহ সম্পাদন এবং হারাম ও মাকরুহ কাজ সমূহ বর্জন করে বান্দা তা অর্জন করতে পারে।

তাক্‌ওয়াহ্‌র গুণাবলী অসংখ্য। তাকওয়াহ বেহেস্তে প্রবেশের পূর্ব শর্ত। কেননা মুত্তাকীন ছাড়া কেউই জান্নাত লাভে সমর্থ হবে না। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ ফরমানঃ 'এই সেই জান্নাত যাহার অধিকারী করিব আমার বান্দাদিগের মধ্যে মুত্তাকী দিগকে।'[৬]

'তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতি পালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যাহার বিস্তৃতি আসমান ও যমিনের ন্যায়; যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে মুত্তাকীদের জন্য। যাহারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যাহারা ক্রোধ সম্বরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়ণদিগকে ভাল বাসেন।'[৭]

মহান আল্লাহ্ মুত্তাকী বান্দাদেরকে ভাল বাসেন। যেমন- 'হ্যাঁ, কেহ তাহার অঙ্গীকার পূর্ণ করিলে এবং তাকওয়াহ অবলম্বন করিয়া চলিলে আল্লাহ মুত্তাকীদিগকে ভাল বাসেন।'[৮]

আল্লাহ্ তা'য়ালা মুত্তাকীদের সংগে থাকেন তাদেরকে হিফাযত করেন, সৎ কাজে শক্তি দান করেন এবং সার্বিক সহযোগিতা দেন। তিনি ইরশাদ করছেনঃ 'আল্লাহ্ তাহাদিগরই সংগে আছেন যাহারা তাকওয়াহ অবলম্বন করে এবং যাহারা সৎকর্মপরায়ণ।'[৯]

তাক্‌ওয়া-বান্দার উত্তম পাথেয়। সুতরাং উত্তম পাথেয় হিসাবে তোমরা তাক্‌ওয়া সংগ্রহ কর। গুণাহ মা'ফ, সঠিক পথ প্রাপ্তি এবং হক ও বাতিলের মধ্যে প্রভেদকারী হিসেবে তাক্‌ওয়া একমাত্র অবলম্বন। মহান আল্লাহ্ এ সম্পর্কে ঘোষণা করেনঃ 'হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয়

*সহযোগী অধ্যাপক ও প্রাক্তন সভাপতি আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়*

http://islaminonesite.wordpress.com

কর তবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করিবার শক্তি দিবেন, তোমাদিগের পাপ মোচন করিবেন, তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন এবং আল্লাহ্‌র অতিশয় মঙ্গলময়।'[১০]

'তাকওয়াহ' বিপদ মুক্তির উপায়, কঠিন বস্তুকে সহজকরণ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে রুযী-রিযক এর জন্যও তা উত্তম উপায়। যেমন আল্লাহ্‌র ইরশাদ করেনঃ 'যে কেহ আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ তাহার পথ করিয়া দিবেন। এবং তাহাকে তাহার ধারণাতীত উৎস হইতে দান করিবেন রিয্‌ক; যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে তাহার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, আল্লাহ্ তাহার ইচ্ছা পূরণ করিবেনই,...... আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে আল্লাহ্ তাহার সমস্যা সমাধান সহজ করিয়া দিবেন।'[১১]

তাক্‌ওয়াহ আসমান-যমিনের সমূহ কল্যাণের দ্বার উম্মোচনের একটি উত্তম উপায়ঃ আল্লাহ রব্বুল আলা'মীন ইরশাদ ফরমিয়েছেনঃ 'যদি সেই সকল জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনিত ও তাক্‌ওয়াহ অবলম্বন করিত তবে তাহাদিগের জন্য আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উম্মুক্ত করিতাম; কিন্তু তাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সতরাং তাহাদিগের কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি।'[১২]

মুক্তাকীদের জন্যই ইহ-পরকালীন সাফল্য ও বিজয় রয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ "মূসা (আঃ) তাহার সম্প্রদায়কে বলিল-আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর, রাজ্যতো আল্লাহ্‌রই! তিনি তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিনাম তো মুত্তাকীদিগের জন্য।'[১৩]

যেখানেই যাক আল্লাহ্‌কে ভয় কর। যেখানে তোমাকে মানুষ দেখছে এবং যেখানে দেখছেনা সর্বোতই আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কেননা মহান আল্লাহ্‌র কাছে আসমান-যমিনের কোন বস্তুই লুক্কাইত থাকে না। কুরআনে হাকীমে ইরশাদ হচ্ছে- 'বল, তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা যদি তোমরা গোপন অথবা ব্যক্ত কর আল্লাহ্ উহা অবগত আছেন এবং আসমান-যমিনে যাহা কিছু আছে তাহাও অবগত আছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান'।[১৪]

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ 'তুমি কি অনুধাবন করনা, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ তাহা জানেন; তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয়না যাহাতে ষষ্ঠজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; উহারা এতদপেক্ষা কম হউক বা বেশী হউক; উহারা যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ উহাদিগের সংগে আছেন। উহারা যাহা করে; তিনি উহাদিগকে কেয়ামতের দিন তাহা জানাইয়া দিবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।'[১৫]

প্রকাশ্যে বা গোপনে তাকওয়াহ্‌র অনুপস্থিতি মুনাফিকের লক্ষণ। মহান আল্লাহ মুনাফেকদের সম্পর্কে বলেনঃ 'তাহারা মানুষ হইতে গোপন করিতে চাহে; কিন্তু আল্লাহ হইতে গোপন করেনা; অথচ তিনি তাহাদের সংগেই আছেন; রাত্রে যখন তাহারা, তিনি যাহা পছন্দ করেন না-এমন বিষয়ের পরামর্শ করে। এবং তাহারা যাহা করে তাহা সর্বোতভাবে আল্লাহ্‌র জ্ঞানায়ত্ত।'[১৬]

আর মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে। যেমন আল্লাহ বলেনঃ 'মুনাফিকগণ তো জাহান্নামের নিম্নমত স্তরে রহিবে এবং তাহাদের জন্য তুমি কখনও কোন সহায় পাইবেনা।'[১৭]

উল্লেখিত হাদীছে রাসূলে বর্ণিত দ্বিতীয় অসীয়ত হলঃ 'পূণ্যের মাধ্যমে পাপরাশিকে প্রতিহত কর কেননা পূণ্য পাপ সমূহকে মুছে ফেলে। ছোট-বড় সব ধরণের গোনাহ হ'তে তওবা ওয়াজিব। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেনঃ 'হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।'[১৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বলেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রভুর নিকট গোনাহ মাফের আবেদন কর; কেননা আল্লাহ্‌র শপথ, আমি প্রতিদিন সত্তর বারের বেশী আল্লাহ্‌র নিকট গোনাহ মাফের ফরিয়াদ করে থাকি। আর যে ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করে থাকেন এবং তওবাকারীর পাপ সমূহ পূণ্যে রূপান্তরিত করে দেন আর তওবাকারীর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

তাহারা নহে, যাহারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ উহাদিগের পাপ পরিবর্তন করিয়া দিবেন পূণ্যের দ্বারা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৯]

মহান আল্লাহ তওবাকারীকে ভালবাসেন আর ভালবাসেন পবিত্রতা অর্জনকারীকে। আল্লাহ রাসূল ইরশাদ ফরমিয়েছেনঃ আদমের বংশধর সবাই পাপী এবং পাপীদের মধ্যে তওবাকরীগণ অতি উত্তম। সুতরাং আল্লাহ্‌র নিকট যথার্থ তওবা কর। পূণ্য কাজ সাগিরা গোনাহ সমূহ মুছে ফেলে। আল্লাহ বলেনঃ 'তোমাদিগকে যাহা নিষেধ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে যাহা গুরুতর তাহা হইতে বিরত থাকিলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলি মোচন করিব এবং তোমাদিগকে সম্মানজনক স্থানে দাখিল করিব।'[২০]

আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ) ইরশাদ ফরমিয়েছেনঃ পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায সমূহ, এক জুমুআ হ'তে অপর জুমুআ, রমাযান হ'তে রমাযান -এর মধ্যবর্তী সাগীরা গোনাহ সমূহ মোচনকারী।

'মানুষকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দাও। উত্তম চরিত্র মুত্তকীদের চরিত্র। 'আল্লাহ বলেনঃ' তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যাহার বিস্তৃতি আসমানও যমিনের ন্যায়, যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে- মুত্তাকীদের জন্য, যাহারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যাহারা ক্রোধ সম্বরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ সৎকর্ম পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।[২১]

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ মুমিনদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিরাই পূর্ণ ঈমানদার। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেছেনঃ মুমিন বান্দার নেকীর পাল্লায় উত্তম চরিত্রই সর্বাধিক ভারী। তিনি আরোও বলেন, উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সচ্চরিত্রের মাধ্যমে রোযাদার বা নামাযী ব্যক্তির মর্যাদায় আসীন হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞাসিত হন যে, কোন্ জিনিস জান্নাতে প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ? তিনি জবাবে বলেনঃ তাকওয়াহ এবং উত্তম চরিত্র।

'হুসনুল খুলক' বা স্বচ্চরিত্র হলঃ হাসিমুখে ভাল কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করা, অন্যকে কষ্ট না দেয়া, হিংসা, বিদ্বেষ জিঘাংসা, খেয়ানত, ধোঁকাবাজী-শঠতা, মিথ্যা হ'তে সর্বতভাবে বিরত থাকা.........ইত্যাদি।

আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ (সঃ) কে হুবহু অনুসরণের মাধ্যমে স্বচ্চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায়। কেননা মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সম্পর্কে ঘোষণা করেছেনঃ 'তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।'[২২] হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্‌র চরিত্রই হ'ল কুরআনে বর্ণিত চরিত্র। সুতরাং কুরআনের চরিত্রে চরিত্রবান হও। যিনি স্বচ্চরিত্রবান তিনি অত্যাচারীকেও ক্ষমা করেন, মূর্খের মূর্খতায় ধৈর্য ধারণ করেন, অভাবী সায়েলকে দান করে থাকেন, আত্মীয়-স্বজনদের সংগে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন, আর এ সবই উত্তম ও প্রশংসনীয় চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। স্বচ্চরিত্র অর্জন সম্ভব হয় সৎলোক ও মুত্তাকীদের সাহচর্যের মাধ্যমেই। আল্লাহ্‌র রাসূল বলেছেনঃ মানুষ সংগী সাথীদের ধর্মে দীক্ষিত হয়ে থাকে তাই তার উচিৎ এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা যে, কার সংগে সে বন্ধুত্ব করতে চাইছে। আল্লাহ আমাদেরকে মুত্তাকী ও চরিত্রবান হবার তওফীক দান করুন। আমীন!!

### তথ্য নির্দেশঃ

১. আল ইমরান আয়াত ১০৩

২. আহযাব আয়াত ৭১

৩. আন নজম আয়াত ৩-৫

৪. জায়ামি' আল কালিম (সংক্ষিপ্ত বক্তব্য যা ব্যাখ্যা সাপেক্ষে)।

৫. আন নিসা আয়াত ১৩১

৬. মরিয়ম আয়াত ৬৩

৭. আল ইমরান আয়াত ১৩৩-৩৪

৮. আল ইমরান আয়াত ৭৬

৯. আন নহল আয়াত ১২৮

১০. আল আনফাল আয়াত ২৯

১১. আত তালাক আয়াত ২-৪

১২. আল আ'রাফ আয়াত ৯৬

১৩. আল আ'রাফ আয়াত ১২৮

১৪. আল ইমরান আয়াত ২৯

১৫. আল মুজাদিলা আয়াত ৭

১৬. আন নিসা আয়াত ১০৮

১৭. আন নিসা আয়াত ১৪৫

১৮. আন নূর আয়াত ৩১

১৯. আল ফুরকান আয়াত ৭০

২০. আন নিসা আয়াত ৩১

২১. আল ইমরান আয়াত ১৩৩-৩৪

২২. আল কলম আয়াত ৪

# প্রশ্নোত্তর

*দারুল ইফতা*
*হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ*

**প্রশ্ন-(১/৯১)ঃ একটি জ্বরাজীর্ণ এক তলা পাকা জামে মসজিদ ভেঙে ফেলে তথায় মূল ভূমির উপর পূর্ব এবং উত্তর পাশে কিছুটা সম্প্রসারিত করে সমগ্র নীচতলা দোকানপাট ও আবাসিক কোয়ার্টার এবং দোতলায় মসজিদকরণ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?**

*-আলতাফ হোসায়েন*
*নাটোর*

**উত্তরঃ** মসজিদের নীচতলায় আবাসিক কোয়ার্টার ও দোকানপাট করা যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধে সা'দ (রাঃ) আহত হয়েছিলেন। হিববান ইবনে আরিফাহ নামক কুরাইশ গোত্রের একজন লোক তাঁর দুই বাহুর মধ্যবর্তী রগে? তীর বিদ্ধ করেছিল। তাকে নিকটে রেখে শুশ্রূষা করার জন্য নবী (ছাঃ) মসজিদে নববীতে তার জন্য একটি তাঁবু খাটিয়ে ছিলেন। মসজিদে নববীতে বনু গেফার সম্প্রদায়েরও একটি তাঁবু ছিল। তাদের দিকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসতে দেখে বলল, হে তাঁবু বাসী এটা আমাদের দিকে তোমাদের তরফ থেকে কি আসছে? দেখা গেল সা'দ (রাঃ)-এর যখম হ'তে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি এতেই মারা গেলেন।- বুখারী ১ম খণ্ড ৬৬ পৃঃ। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আরব গোত্রের এক কৃষ্ণকায় দাসী রাসূলের (ছাঃ) নিকট আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, (তার থাকার জন্য) মসজিদে একটা তাঁবু বা ছোট ঘর দেয়া হয়েছিল।- বুখারী ১ম খণ্ড ৬২ পৃঃ। আছহাবে ছুফ্ফা মসজিদে থাকতেন এটা প্রসিদ্ধ কথা। উকল গোত্রের কিছু লোক আছহাবে ছুফ্ফার সাথে মসজিদে বসবাস করেছিল।- বুখারী ১ম খণ্ড ৬৩ পৃঃ। উল্লেখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদে বসবাস করা যায়। কাজেই মসজিদের নীচের তলায় আবাসিক কোয়ার্টার তৈরী করা বিধি সম্মত। জানা আবশ্যক যে, মসজিদ একমাত্র ইবাদতের স্থান হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনী কল্যাণার্থে বহু কাজে ব্যবহার করার অবকাশ রয়েছে। যেমন কোষাগার হিসাবে, মেহমানখানা হিসাবে, বিচারালয় হিসাবে, বসবাস স্থল হিসাবে, কয়েদখানা হিসাবে, হিসাবে ইত্যাদি। অনুরূপ মসজিদের মানকে অক্ষুন্ন রেখে মসজিদের কল্যাণার্থে মসজিদের জায়গায় অথবা নীচতলায় দোকানপাট বানানো যায়। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন, মসজিদের নীচে দোকানপাট ও পানির হাউয তৈরী করা যায়। তাতে কোন ক্ষতি নেই।- ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ৩১ খণ্ড ২১৮ পৃঃ। মিয়াঁ নাযীর হোসাইন দেহলভী বলেন, মসজিদের কল্যাণের জন্য নীচে ও উপরে দোকানপাট করা যায়।- ফাৎওয়া নাযীরিয়াহ ৩য় খণ্ড ৩৬৮ পৃঃ। আল্লামা কাযী খান বলেন, মসজিদের অধিবাসী মসজিদ দোতলা করে নীচতলায় দোকানপাট ও পানীর হাউয করতে পারে।- মুগনী ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৫৪ পৃঃ।

প্রকাশ থাকে যে, নীচতলার কক্ষগুলি অথবা দোকানপাট গুলি মসজিদের অধীনে হ'তে হবে। নীচতলা কারো ব্যক্তিগত অধীকারে থাকলে তা মসজিদে রবলে গণ্য হবে না।- মুহাল্লা ৩য় খণ্ড ১৬৮ পৃঃ।

**প্রশ্ন-(২/৯২)ঃ মসজিদের জমি ওয়াক্ফ হ'তে হবে কি? যদি ওয়াক্ফ হ'তে হয় তাহ'লে ওয়াক্ফের জন্য কতদিন দেরী করা যায়?**

*-আব্দুল হক*
*তোফরুল্লাহ হাজীর টোলা*
*পোঃ দেবীনগর, নবাবগঞ্জ*

**উত্তরঃ** মসজিদের জমি ওয়াক্ফ হ'তে হবে এবং জমি ওয়াক্ফ করেই মসজিদ নির্মাণ করতে হবে। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) মদীনায় এসে মদীনার উচ্চ অংশে বনু আমর ইবনে আউফ গোত্রে অবস্থান করলেন। নবী (ছাঃ) সেখানে ২৪ দিন থাকলেন। তারপর তিনি বনু নাজ্জারকে ডেকে পাঠালে তারা ঝুলন্ত তরবারীসহ উপস্থিত হ'ল। আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি নবী (ছাঃ) তাঁর সওয়ারীর উপর, আবুবকর (রাঃ) তাঁর পিছনে এবং বনু নাজ্জারের দল তাঁর চার দিকে। অবশেষে তিনি আবু আইয়ুবের বাড়ীর প্রাঙ্গণে তাঁর জিনিসপত্র নামালেন। তিনি যেখানে

পোষাক পরিধান করা উচিৎ নয়, যে পোষাকে শরীরের কোন কোন অংশ প্রদর্শিত হয়, যে পোষাক শরীরে সাথে এমন ভাবে সেঁটে থাকে যে, শরীরের বিভিন্ন অংশের আকৃতি হুবহু প্রকাশ পায়। যে পোষাকের কাপড় এত পাতলা যে, শরীরের রং প্রকাশ পায় বা শরীর দেখা যায়। কেননা রাসূল (ছাঃ) এরূপ পোষাক পরার প্রতি ভর্ৎসণা করে বলেছেন, 'এরূপ কাপড় পরিহিতা উলঙ্গ মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তারা জান্নাতের গন্ধটুকুও পাবে না'।- মুসলিম ২য় খণ্ড 'লিবাস' অধ্যায় পৃঃ ২০৫।

পাতলা কাপড় পরিধান কারীনী জনৈকা মহিলার দিক থেকে নবী (ছাঃ) মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেন, 'হে আসমা! মেয়ে যখন যুবতী হয়ে যায় তখন তার শরীরের কোন অংশ প্রদর্শন করা উচিৎ নয়।-আবুদাঊদ, মিশকাত 'লিবাস' অধ্যায় হা/৪৩৭২।

হাফসা বিনতে আবদুর রহমান পাতলা ওড়না পরে আয়েশার নিকট আসলে তিনি রাগে তা দু'টুকরো করে ফেলেন এবং তাকে একটা মোটা ওড়না পরিয়ে দেন। -মালেক, মিশকাত 'লিবাস' অধ্যায় ৫/৪৩৭৫।

অপরদিকে পুরুষদের পোষাক মেয়েদের পরা উচিৎ নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন কারীনী মহিলাদের অভিশাপ দিয়েছেন। -বুখারী ও আবুদাঊদ 'লিবাস' অধ্যায়; তিরমিযী 'আদব' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ 'নিকাহ' অধ্যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই মহিলাদের অভিশাপ দিয়েছেন যারা পুরুষের পোষাক পরে। -আবুদাঊদ 'লিবাস' অধ্যায়।

অতএব মহিলারা উল্লেখিত নিষিদ্ধ পোষাক ও কাপড় ব্যতীত যেকোন রকম পোষাক পরতে পারে, যাতে তাদের শরীরের কোন অংশ পর পুরুষের জন্য প্রদর্শিত না হয়। তবে বাড়ীর ভিতরে স্বীয় স্বামীর সম্মুখে শরীর প্রদর্শন জনিত যেকোন পোষাক পরতে পারবে। এতে কোন নিষেধ নেই।

প্রশ্ন-(৪/৯৪)ঃ ছালাতে কাতার দেওয়ার সময় ইমাম ছাহেব ছয় বা আট ইঞ্চি ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়াতে বলেন। এইভাবে ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়াতে হবে কি? ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী উত্তর দিলে উপকৃত হব।

-মুখলেছুর রহমান ও তোফাযযাল
গ্রামঃ প্রক্ষ্ণপুর, পোঃ দাওকান্দী,
থানাঃ দুর্গাপুর, রাজশাহী

উত্তরঃ ইমাম ছাহেবের ছয় বা আট ইঞ্চি পা ফাঁক করে দাঁড়াতে বলা তাঁর মনগড়া ফৎওয়া মাত্র, যার কোন ভিত্তি নেই। এমনকি নির্দিষ্ট পরিমাণ পা ফাঁক করতে বললে শরীয়তের উপর মিথ্যা আরোপ করা হবে, যা ঘোরতর অপরাধ। ছহীহ হাদীছে পায়ের সাথে পা ও কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর এবং ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়ানোর নির্দেশ পাওয়া যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা লাইন গুলো সোজা করে নাও এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার কসম আমি দেখছি যে, শয়তান ছাগলের বাচ্চার মত তোমাদের কাতারের মাঝখানে ফাঁক গুলোতে ঢুকছে।- আবুদাঊদ, মেশকাত ৯৮ পৃঃ হাদীছ ছহীহ। আবু মাস'ঊদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছালাতে আমাদের কাঁধগুলো ধরে সোজা করে দিতেন।-মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮৮।

আনাস (রাঃ) বলেন, আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে নিত।-বুখারী ১ম খণ্ড ১০০ পৃঃ। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা কাতার সোজা কর, কাঁধ সমূহ সমান ভাবে মিলাও, ফাঁক বন্ধ কর এবং শয়তানের জন্য কোন ফাঁকা স্থান রেখো না। কেননা যে ব্যাক্ত কাতারে মিলে দাঁড়াল, আল্লাহ তার সঙ্গে মিলে থাকেন। আর যে ব্যক্তি তা কর্তন করলো, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক কর্তন করে থাকেন।-আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১১০২। এই হাদীছ গুলি প্রমাণ করে যে, একজন মুছল্লী দাঁড়িয়ে তার ডান ও বাম পাশে দু'জন মুছল্লীকে দাঁড় করিয়ে এবং তাদের পায়ের সাথে পা ও কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবেন। অবশ্য নিজের দুই পায়ের মাঝে যতটা স্বাভাবিক ফাঁক থাকে, ততটা ফাঁক থাকা বিধি সম্মত।

প্রশ্ন-(৫/৯৫)ঃ বর্তমানে প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি, সরকার গঠন ও পরিচালনা পদ্ধতি কি কুরআন-সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী? জনসংখ্যা বহুল রাষ্ট্রে মেম্বার, চেয়ারম্যান, সংসদ সদস্য, রাষ্ট্র প্রধান ইত্যাদি কিভাবে নির্বাচিত হবে? সরকার গঠনে ইসলামের বিধান কি?

-মুহাম্মাদ মু'তাছিম বিল্লাহ রফীক
সাঁকোয়া, কেশরহাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ বর্তমানে প্রচলিত পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ধারার নির্বাচন পদ্ধতিতে সরকার গঠন ও পরিচালনা একাধিক কারণে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী। তারমধ্যে কতিপয় কারণ নিম্নে প্রদত্ত হল-

১. প্রচলিত পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ধারার নির্বাচন হচ্ছে প্রার্থী ভিত্তিক নির্বাচন। নেতৃত্ব ও পদ লাভে প্রার্থী হিসাবে প্রথমে মনোনয়পত্র দাখিল করতে হয়। অতঃপর ভোট প্রার্থনা করতে হয়। প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে নানা রকম পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করতে হয়। পক্ষান্তরে ইসলামে নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্খা করা ও নেতৃত্ব চাওয়া অবাঞ্ছিত। মহানবী (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চায় তাকে আল্লাহ্‌র কসম আমরা নেতৃত্ব প্রদান করি না এবং যে ব্যক্তি এর কামনা করে।-বুখারী, 'নেতৃত্বের লোভ অপসন্দনীয়' অধ্যায়।

২. প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারায় সকল প্রকার লোকের ভোট দানের অধিকার ও নেতা নির্বাচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামে শুধু রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবান দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সর্বোচ্চ তাকওয়া ও দ্বীনদার পুরুষ ব্যক্তির নেতা নির্বাচিত হওয়ার অগ্রাধিকার রয়েছে এবং সকল প্রকার লোকের ভোট দানের পরিবর্তে রয়েছে মজলিশে শূরা-এর ব্যবস্থা, যেখানে শুধু থাকবেন বিচক্ষণ দ্বীনদার ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ।

৩. প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারায় সরকার ও বিরোধীদল থাকা অপরিহার্য। পক্ষান্তরে ইসলামে সরকার গঠন ও সরকার পরিচলনায় কোন বিশেষ দলের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। বিরোধী দল থাকা ও বিরোধী দল হিসাবে আন্দোলন করার অবকাশ থাকা তো বহুদূরের কথা। বরং ইসলামে প্রথমতঃ রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচিত হবেন এবং তার হাতে সকল নেতৃবৃন্দ তথা গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ বায়'আত করবেন। অতঃপর বাকী অন্যান্য প্রতিনিধির নিয়ুক্তি রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্বে থাকবে।

৪. প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারায় রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। পক্ষান্তরে ইসলামে সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ। অতএব তখন পার্লামেন্ট কর্তৃক আল্লাহ্‌র আইন লংঘন করা নিষিদ্ধ হবে।

৫. প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারায় মেম্বার, চেয়ারম্যান, সংসদ সদস্য, রাষ্ট্রপ্রধান ইত্যাদি প্রতিনিধিগণ জনগণের ভোটে কিংবা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটে নির্বাচিত হন। পক্ষান্তরে ইসলামে এই দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য নিরঙ্কুশ ভাবে থাকবে। যেটা তিনি মজলিশে শূরার পরামর্শক্রমে অথবা একক ভাবে করতে পারেন।

৬. প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারায় রাষ্ট্রপ্রধান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রস্তাব ব্যতীত একক ভাবে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আইনতঃ জারী করতে পারেন না। তিনি তাদের নিকট একরূপ জিম্মী থাকেন। পক্ষান্তরে ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান হবেন ক্ষমতাশালী। তিনি ইচ্ছা করলে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুকূলে তাঁর একক সিদ্ধান্ত জারী করতে পারবেন। তবে সর্বক্ষেত্রেই পরামর্শ ভিত্তিক অগ্রসর হওয়াই ইসলামী আদর্শের অনুকূল।

৭. প্রচলিত ধারায় সরকার প্রধান জনগণের নিকট দায় বদ্ধ থাকেন। পক্ষান্তরে ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান মূলতঃ আল্লাহ্‌র নিকটে অতঃপর জনগণের নিকটে দায় বদ্ধ থাকেন।

৮. প্রচলিত ধারায় সরকারকে মানব রচিত ও তাদের অনুমোদিত আইন বলবৎ করতে বাধ্য থাকতে হয়। পক্ষান্তরে ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধানকে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র আইন বলবৎ করতে বাধ্য থাকতে হয়।

৯. প্রচলিত ধারায় প্রতি পাঁচ বছর কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পুনরায় নতুন সরকার গঠনে নির্বাচন দিতে হয়। পক্ষান্তরে ইসলামে একবার রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত হয়ে গেলে তাঁর কুফরী, মৃত্যু, কর্তব্যে অবহেলা, অপারগতা কিংবা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ ব্যতীত আর নতুন কোন নির্বাচন নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com

১০. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নেতৃত্বকে একটি কঠিন বোঝা ও পরকালীন জওয়াব দিহীতার জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা মনে করা হয়। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট একটি বয়স হ'লেই সকলকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের হকদার মনে করা হয় এবং সেকারণ ৪/৫ বছর মেয়াদ অন্তে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সকলকে নেতা হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়। ফলে শুরু হয় নেতৃত্বের লড়াই, গ্রুপিং, দলাদলি, মারামারি-কাটাকাটি। এভাবে সমাজের সর্বত্র অশান্তির আগুণ জ্বলে ওঠে। সরকারী ও বিরোধী দলের লড়াইয়ের মধ্যেই মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। দেশের ও জনগণের কল্যাণ গৌণ হয়ে যায়।

মোদ্দা কথা নেতৃত্বের স্থিতিশীলতার ও আখেরাত মুখী প্রশাসন থাকার কারণে ইসলাম একটি শান্ত ও স্থিতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থা উপহার দেয়- যা একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত।

প্রশ্ন (৬/৯৬)ঃ শ্বশুর ও শাশুড়ী র পায়ে সালাম করা কি বিধি সম্মত? এবং সালামীর টাকা গ্রহণ করা কি জায়েয?

-মুহাম্মাদ রিয়াযুল ইসলাম
গ্রামঃ হাজীপুর
থানা ও জেলাঃ জামালপুর

উত্তরঃ শ্বশুর ও শাশুড়ীর পায়ে সালাম করা এবং সালাম করে সালামীর টাকা প্রদান কিম্বা গ্রহণ করা কোনটাই জায়েয নয়। অনুরূপ ভাবে সমাজে যে কদমু বুসি নামে পদ চুম্বনের যে প্রথা দেখা যায় এটাও বিধি সম্মত নয়। কেননা পায়ে চুমু কিম্বা সালাম দেওয়া ও সালামীর টাকা গ্রহণ করা সবটাই ইসলামী শরীয়তে নতুন সৃষ্টি। বরং এগুলি হিন্দু সমাজ থেকে অনুপ্রবিষ্ট বিদ'আতী রেওয়াজ। কোন কোন ছাহাবী কখনো কখনো ভালবাসার আতিসায্যে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাত, পা, কটিদেশ ইত্যাদি চুম্বন করেছেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে সকল ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের যুগে মুসলিম সমাজের কোথাও এর রেওয়াজ ছিলনা।

অতএব দ্বীন ইসলামের মধ্যে ইসলামী রীতির নামে যে কোন সৃষ্টি রীতি প্রত্যাখ্যাত ও বিদ'আত। যেমন আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন রীতি সৃষ্টি করল যা দ্বীনের মধ্যে নয়, তা প্রত্যাখ্যাত'।-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৭। অতএব শ্বশুর বা শাশুড়ীর অনুরূপ কোন মুরব্বীর পায়ে সালাম এবং সালামীর টাকা প্রদান ও গ্রহণ করা ইসলামে প্রত্যাখ্যাত ও বিদ'আত।

প্রশ্ন (৭/৯৭)ঃ মীলাদ পড়া জায়েয কি না? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-ইউনুস আলী
বড় দরগা, পীরগাছা, রংপুর

উত্তরঃ জন্মের সময় কালকে আরবীতে মীলাদ বলা হয়। সে হিসাবে মীলাদুন্নবীর অর্থ দাঁড়ায় নবীর জন্ম কাল। মীলাদ হচ্ছে নবীর জন্মের বিবরণ, কিছু ওয়ায ও নবীর রুহের আগমন কল্পনা করে তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে 'ইয়া নবী সালামু আলাইকা' বলা ও সর্বশেষে জিলাপী বিলানো। এই সব মিলিয়ে মীলাদ মাহফিল একটা সাধারণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বরং দু'ঈদের সাথে যোগ হয়ে তৃতীয় আর একটি ঈদ হিসাবে গন্য হয়েছে। অন্য দুই ঈদের ন্যায় এ দিনও সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। মিল কল-কারখানা অফিস-আদলত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে।

মীলাদ আবিষ্কারঃ ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ুবী কর্তৃক নিয়োজিত ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফ্‌ফরুদ্দীন কুকুবুরীর মাধ্যমে কারো মতে ৬০৪ হিঃ ও সর্বপ্রথম সুন্নীদের মধ্যে কারো মতে ৬২৫ হিজরীতে। মীলাদের প্রচলন ঘটে। প্রতি বৎসর মীলাদুন্নবীর মওসুমে প্রাসাদের নিকটে তৈরী অন্যূন্য ২০টি খানকাহে তিনি গান-বাদ্যের আসর বসাতেন। ইবনুল জওযী বলেন, তিনি আলেমদেরকে উপঢৌকন ও চাপ দিয়ে মীলাদের পক্ষে জাল হাদীছ ও বানাওট গল্প লিখতে বাধ্য করতেন। মীলাদ অনুষ্ঠানের সমর্থনে সর্বপ্রথম আবুল খাত্তাব ওমর বিন দেহিইয়াহ 'আত-তানভীর ফী মাওলীদিস সিরাজিল মুনীর' নামে একটি বই লিখেন এবং সেখানে বহু জাল ও বানাওট হাদীছ জমা করেন। অতঃপর বইটি ৬২৬ হিজরীতে গভর্ণর কুকুবুরীর নিকট পেশ করলে তিনি খুশি

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents



হয়ে তাকে সঙ্গে সঙ্গে এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ প্রদান করেন। -দেখুন ইবনে খাল্লেকান।

এদেশে দু'ধরনের মীলাদ চালু আছে। একটি ক্বেয়ামী অন্যটি বে-ক্বেয়ামী। ক্বেয়ামীদের যুক্তি হ'ল তারা রাসূলের সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন। এর দ্বারা তাদের ধারণা যদি এই হয় যে, মীলাদের মাহফিলে রাসূলের (ছাঃ) রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তবে এ ধারণা সর্বসম্মত ভাবে কুফরী।

উল্লেখিত তথ্যাদি হ'তে প্রতীয়মান হয় যে, এই মীলাদ প্রথাটি নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাত নয়। বরং এটি তার বহুযুগ পরে ধর্মের নামে নব আবিষ্কৃত একটি নিছক বিদ'আত মাত্র। উজ্জ্বল শরীয়তে যার স্থান নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কেউ যদি আমার শরীয়তে নুতন কিছু সৃষ্টি করে যা আমার শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত নয় তাহ'লে উহা পরিত্যাজ্য।-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৭।

**প্রশ্ন (৮/৯৮)ঃ মুর্দাকে দাফন করার পর সকলের বাড়ী ফিরার সময় মুর্দার নিকটতম ব্যক্তি কিছুক্ষণ কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাইতে পারে কি?**

*-মুহাম্মাদ মুর্তযা*
*সাং- রায়দৌলতপুর*
*কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ*

**উত্তরঃ** মুর্দাকে দাফন করার পর মুর্দার কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা বিধি সম্মত কাজ, যা ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মুর্দাকে দাফন করে অবসর হলে তিনি কবরের পার্শ্বে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা কর আল্লাহ যেন তার (জিহ্বাকে ফেরেশতাদের উত্তর দানে) দৃঢ় করে দেন। এখন তাকে জিজ্ঞেসা করা হচ্ছে।-আবুদাঊদ, মিশকাত পৃঃ ২৬; হাদীছ ছহীহ মির'আত ১ম খণ্ড ২৩০ পৃঃ।

এই হাদীছের মধ্যে নিকটতম আত্মীয়-স্বজন সহ জানাযায় উপস্থিত সকল সাধারণ মুছল্লী অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। আর বিশেষ ভাবে মৃত ব্যক্তির সন্তানাদীর দো'আ ইস্তিগফার করার বিষয়টি অন্যান্য হাদীছ দ্বারা আরো সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায় তবে তিনটি আমল চালু থাকে (১) ছাদকায়ে জারিয়াহ (২) এমন বিদ্যা যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় (৩) সৎ সন্তান যে পিতার জন্য দো'আ করবে।-মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৩২। কাজেই সবার চলে যাওয়ার পর নিকটতম ব্যক্তিদের পুনরায় কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দো'আ ইস্তিগফার করা সুন্নাত হবে না বরং মাঝে মধ্যে বা সর্বদা মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ ও ইস্তিগফার করতে থাকবে।

**প্রশ্ন (৯/৯৯)ঃ মসজিদের যে কোন স্তরের অর্থ মসজিদের সর্দারের কাছে থাকলে তা থেকে তিনি ব্যক্তিগত কাজে কিংবা সমাজের সুবিধার্থে হাওলাত নিতে অথবা দিতে পারবেন কি? অনুগ্রহপূর্বক দলীল সহ জানাবেন।**

*-আতাউর রহমান*
*উত্তর জাদিয়ালী*

**উত্তরঃ** মসজিদের সর্দার হৌন কিংবা সমাজ নেতা হৌন নেকী ও তাকওয়ার ভিত্তিতে মসজিদের অর্থ ঋণ দেওয়া অথবা নেওয়া যাবে। মসজিদ কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে। কেননা সর্দারের নিকট মসজিদের অর্থ আমানত স্বরূপ থাকে। ফলে অনুমোদন ব্যতীত মসজিদের অর্থ লেন-দেন করা খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। মসজিদ কমিটিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ঋণ গ্রহণে মসজিদের অর্থ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্য কিংবা চাতুরী যেন না থাকে। আর এমতাবস্থায় ঋণ অনুমোদন না করাই হবে। যেহেতু অর্থ আত্মসাৎ গোনাহের কাজ। আর আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা গোনাহ ও শত্রুতার কাজে সহযোগিতা কর না' (সূরা মায়েদা ২)।

**প্রশ্ন (১০/১০০)ঃ মু'আনাক্বার শারঈ বিধান কি? বিশেষ কোন সময়ে অথবা কোন অনুষ্ঠানে মু'আনাক্বা করা বিদ'আত হবে কি?**

*-আব্দুল গোফরান*
*ভাইস প্রেসিডেন্ট*
*আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিঃ*
*কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।*

**উত্তরঃ** মুছাফাহা ও মু'আনাক্বা ইসলামে একে অপরের সহিত সৌহার্দ্য, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার এক বড় মাধ্যম। আর এই রূপ

http://islaminonesite.wordpress.com

আমল ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা দিনের কোন এক সময় নবী (ছাঃ) বের হ'লেন। আমি তাঁর সাথে ছিলাম। কিন্তু তিনি আমার সাথে কোন কথা বলেননি।.. এমতাবস্থায় তিনি বনু ক্বায়নুক্বার বাজারে উপস্থিত হ'লেন এবং সেখান থেকে ফিরে ফাতেমা (রাঃ)-এর বাড়ীর অঙিনায় এসে বসলেন। .... কিছুক্ষণ পর দ্রুত গতিতে হাসান আসল। নবী (ছাঃ) তার সাথে গলাগলি করলেন ও চুমু খেলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ তুমি তাকে ভালবাস এবং যারা তাকে ভালবাসে, তাদেরকেও তুমি ভালবাস।- বুখারী ১ম খণ্ড ২৮৫ পৃঃ।

বিশেষ কোন সময়ে অথবা কোন অনুষ্ঠানে মু'আনাক্বা করার কোন শারঈ বিধান পাওয়া যায় না। তবে আগন্তক ব্যক্তির সহিত মু'আনাক্বার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন-

(১) আনাস (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণ পরস্পর সাক্ষাতে মুছাফাহা করতেন, আর সফর হ'তে আসলে মু'আনাক্বা করতেন।- তাবারাণী, তোহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড পৃঃ ৪৩৪।

(২) আবু যর গিফারী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সহিত সাক্ষাত করলেই তিনি আমার সাথে মুছাফাহা করতেন। একদা তিনি আমার নিকট লোক পাঠান। তখন আমি বাড়ীতে ছিলাম না। আমি বাড়ীতে আসতেই তাঁর লোক পাঠানোর সংবাদ দেয়া হয় এবং আমি তাঁর নিকট আসি। তখন তিনি তাঁর খাটের উপর ছিলেন। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরেন ও গলাগলি করেন।- তোহফা ৭ম খণ্ড পৃঃ ৪৩৪।

(৩) জাবের (রাঃ) বলেন, আমি একদা সিরিয়ায় আব্দুল্লাহ ইবনে ওনাইসের নিকট আসি। অতঃপর আমি দারওয়ানকে বলি- বাড়ীতে বল যে, জাবের দরজায় রয়েছে। (তিনি ভিতর হ'তে) বললেন, কে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ? আমি বললাম জি হাঁ। তিনি বের হয়ে আসলেন এবং আমার সাথে গলা গলি করলেন'।- তোহফা ৭ম খণ্ড পৃঃ ৪৩৪।

আব্দুর রহমান মুবারাকপুরী বলেন, গলাগলি করা সফর হ'তে আগন্তকের সাথে খাছ। আর ইহাই সত্য ও সঠিক।- তোহফা ৭ম খণ্ড পৃঃ ৪৩৪।

পূণঃ প্রকাশের পথে

## ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)

## সংক্ষিপ্ত

*এতদ্বারা আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, ১ম সংস্করণ গত ২৭.২.৯৮ইং তারিখে প্রকাশিত হবার পর এপ্রিল মাসেই বিক্রয়যোগ্য সকল কপি শেষ হয়ে যায়। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। এক্ষণে পাঠক সাধারণের ব্যাপক চাহিদা পুরণের জন্য যত দ্রুত সম্ভব পুনরায় ২য় সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে আমরা জামা'আতের বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের নিকটে এবং পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনদের নিকটে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)-এর কোনরূপ সংশোধনী বা সংযোজন প্রস্তাব থাকলে তা আগামী ৩০শে জুন'৯৮-এর মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ করছি। ওয়াস্‌সালাম। ইতি-*

অধ্যাপক আব্দুল লতীফ
সচিব
হাদীছ ফাইণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।